পরিচয়

সাংবাদিকতায় সততা ও সাহসের প্রতীক ৩৩ বছর ধরে প্রকাশিত

New York Vol. 33, Issue 1654, Saturday, November 08, 2025 FREE www.parichoy.com

কারও দলীয় স্বার্থ বাস্তবায়ন করা অন্তর্বর্তী সরকারের কাজ নয় - তারেক রহমান

বিস্তারিত ০৮ পৃষ্ঠায়

আরো আছে...

- ইউরোপে প্রথম অন-বোর্ড ফ্রোজেন চালানের মাধ্যমে ঘুরে দাঁড়াচ্ছে বাংলাদেশের চিংড়ি রপ্তানি খাত - ৫ম পাতায়
- বৈদেশিক ঋণের চাপে টালমাটাল বাংলাদেশের রাজস্ব ও রিজার্ভ- ৫ম পাতায়
- ঢাকার শাহজালাল বিমানবন্দরে লাগেজ চোর সিন্ডিকেট বেপরোয়া- ৫ম পাতায়
- বিভাজন-পক্ষপাতের রাজনীতি আর চলবে না, বিজয় ভাষণে মামদানি - ৬ষ্ঠ পাতায়
- মুসলিম-অভিবাসীদের জন্য লড়ার অঙ্গীকার মামদানির - ৬ষ্ঠ পাতায়
- সম্পূর্ণ নারী-নেতৃত্বাধীন ক্ষমতা হস্তান্তর দল গঠন করলেন জোহরান মামদানি-১২ পাতায়
- মামদানির জয় থেকে শিক্ষা : ভোটারদের রাজনীতির কেন্দ্রে আনুন-১৬ পাতায়
- জোহরান মামদানির জয়, বাস্তবতা নাকি ক্যারিশমা?-১৬ পাতায়
- ‘মামদানি মডেল’ কি নিউইয়র্কের বাইরেও ছড়িয়ে পড়বে-১৮ পাতায়
- শুল্কনীতি নিয়ে সুপ্রীম কোর্টের শুনানিতে তীব্র প্রশ্নের মুখে ট্রাম্প-২০ পাতায়

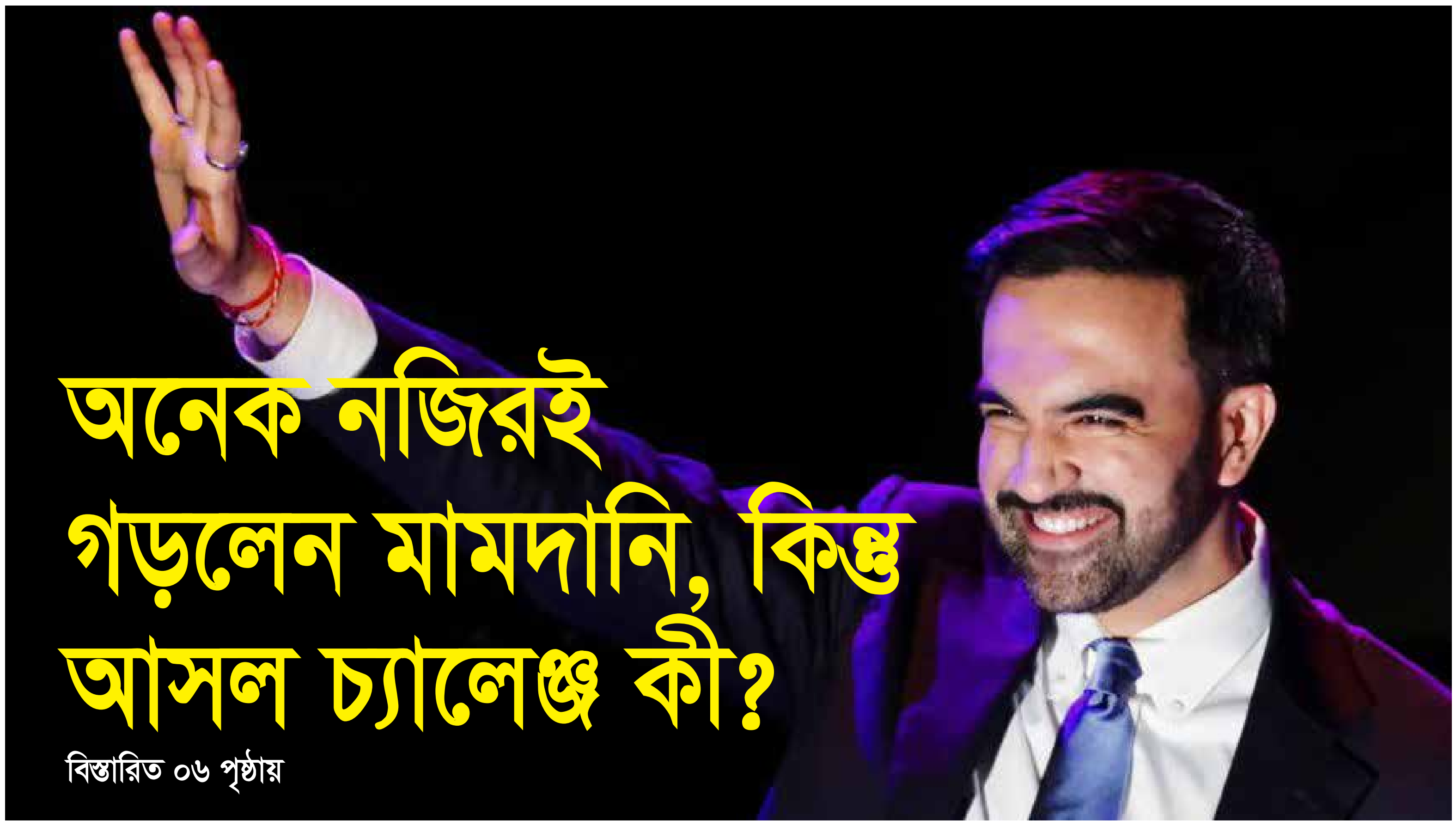

অনেক নজিরই গড়লেন মামদানি, কিন্তু আসল চ্যালেঞ্জ কী?

বিস্তারিত ০৬ পৃষ্ঠায়

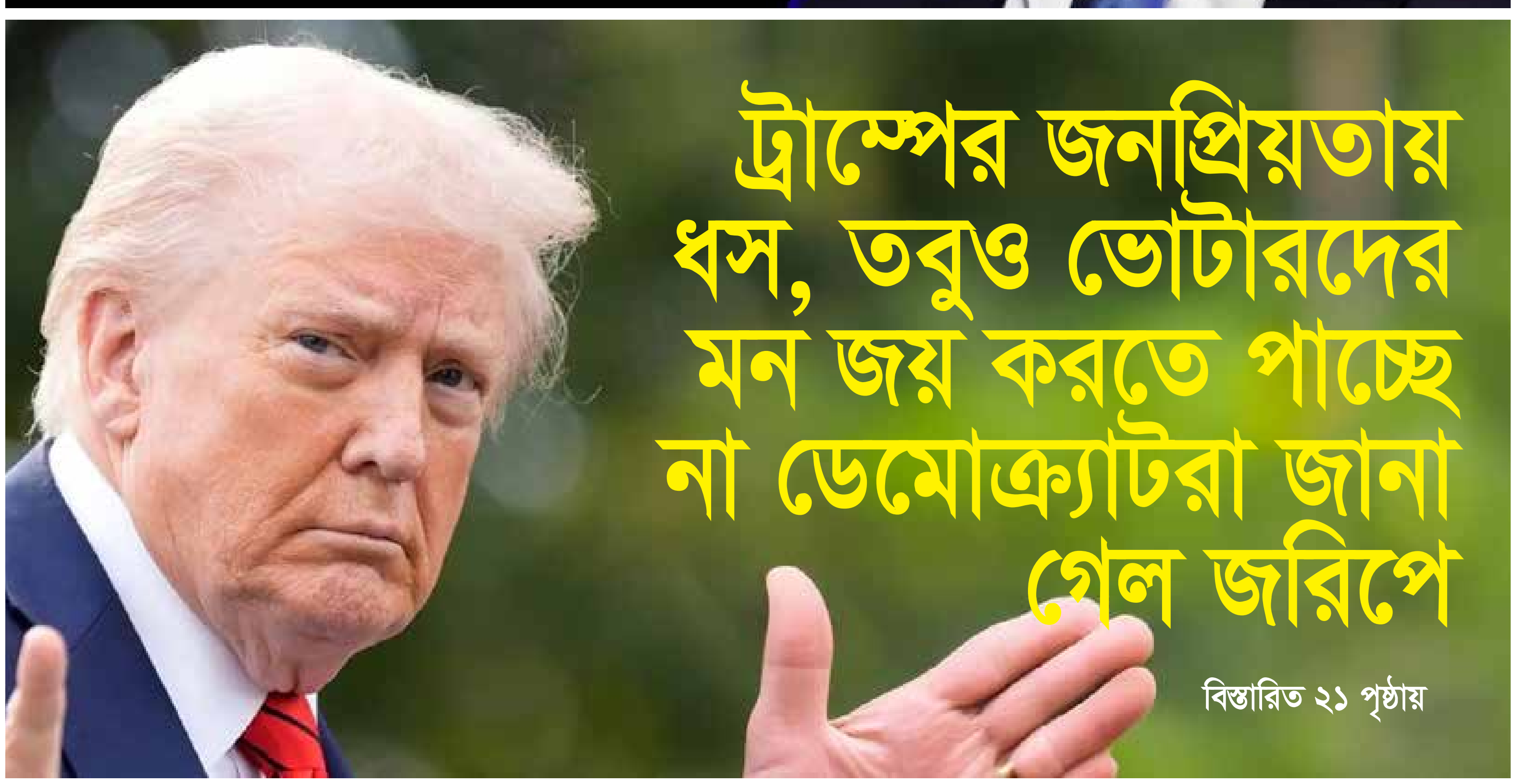

ট্রাম্পের জনপ্রিয়তায় ধস, তবুও ভোটারদের মন জয় করতে পাচ্ছে না ডেমোক্র্যাটরা জানা গেল জরিপে

বিস্তারিত ২১ পৃষ্ঠায়

রিয়েল এস্টেট ইনভেস্টমেন্ট
- প্রাইভেট অকশনের বাড়ি
- পাবলিক অকশনের বাড়ি
- ব্যাংক মালিকানা বাড়ি
- শর্ট-সেল ও REO প্রপার্টি

কল করুন:
৫১৬ ৪৫১ ৩৭৪৮
Eastern Investment
150 Great Neck Road, Great Neck, NY 11021
nurulazim67@gmail.com
Nurul Azim

বারী হোম কেয়ার
BARI HOME CARE
Passion for Seniors of NY Inc.
চলমান কেস ট্রান্সফার করে বেশী ঘন্টা ও সর্বোচ্চ পেমেন্ট পাবার সুবর্ণ সুযোগ নিন
আমরা HHA ট্রেনিং প্রদান করি
আমরা HHA, PCA & CDPAP সার্ভিসেস প্রদান করি
মেডিকেইড প্রোগ্রামের আওতায় আপনজনের সেবা করে ঘরে বসে বছরে সর্বোচ্চ আয় করুন $৫৫,০০০
চাকুরী দরকার? আমরা কেয়ারগিভার চাকুরী প্রদান করি, কোন সার্টিফিকেটের প্রয়োজন নাই
Asef Bari (Tutul) C.E.O
Email: info@barihomecare.com www.barihomecare.com Cell: 631-428-1901
JACKSON HEIGHTS OFFICE: 72-24 Broadway, Lower Level, Jackson Heights NY 11372 | Tel: 718-898-7100
JAMAICA 169-06 Hillside Ave, 2nd Fl, Jamaica NY 11432 Tel: 718-291-4163
BRONX 2113 Starling Ave., Suite 201 Bronx NY 10462 Tel: 718-319-1000
LONG ISLAND 469 Donald Blvd, Holbrook NY 11741 Tel: 631-428-1901

Law offices of KIM & ASSOCIATES P.C
Attorneys at Law
Accident cases
এক্সিডেন্ট কেইসেস
Kwangsoo Kim, Esq
Attorney at Law
Eng. Mohammad A Khalek
Cell : 917-667-7324
Law Offices of KIM & Associates P.C
আমরা বাংলায় কথা বলি

CHAUDRI CPA P.C.
FINANCE, ACCOUNTING, TAX, AUDIT & CONSULTING
- Income Tax
- Business Tax & Audit
- Sales Tax
- Business Setup
- Payroll
- IRS Tax Problem resolution

718-429-0011, 347-771-5041
484-818-9716 C: 347-415-4546
74-09 37th Ave, Bruson Building Suite # 203, Jackson Height, NY 11372
E-mail: info.chaudricpa@gmail.com | chaudricpa@gmail.com

আমরা PCA, HHA সার্ভিস দিয়ে থাকি
Aasha Home Care LHCSA
(718) 776-2717
(646) 744-5934

সাপ্তাহিক পরিচয় এর বিজ্ঞাপনদাতাদের পৃষ্ঠপোষকতা করুন

আলাদীন
Aladdin
Tel: 718-784-2554

সাপ্তাহিক পরিচয়ে বিজ্ঞাপন দিতে চাইলে যোগাযোগ: ৯১৭-৭৪৯-১১৭৯

PEOPLE N TECH
A Global Leader in IT Training, Consulting, and Job Placement Since 2005
EARN 100K TO 200K PER YEAR
• Selenium Automation Testing
• SQL Server Database Administration
• Business Analyst
PROVIDED JOBS TO 7000+ STUDENTS. 100% JOB PLACEMENT RECORD FOR THE LAST 17 YEARS.
Opportunity to get up to 50% scholarship for Bachelor's and Master's Degree as PeopleNTech Alumni from Partner University: www.wust.edu
WUST
Washington University of Science and Technology
Authorized Employment Agency by:
NYC
Consumer and Worker Protection
Certified Training Institute by:
SCHEV
NYS Education Department Licensed Supervision
Proprietary School
If you are making less than 80k/yr, contact now for two weeks free sessions:
info@piit.us
1-855-JOB-PIIT(1-855-562-7448)
www.piit.us

হাতের মুঠোয় পরিচয় পড়ুন
2:38
Search
Weekly Parichoy
Today at 23:45
নিউইয়র্ক থেকে গত ২৯ বছর ধরে নিয়মিত প্রকাশিত সাপ্তাহিক পরিচয় এর ০৫ ডিসেম্বর, ২০২০ তারিখের (১৩৯৭ তম) সংখ্যা।
পরিচয়
TARIFFS
ট্রাম্পের 'অর্থনৈতিক স্বর্ণযুগ' আমেরিকানদের খরচের বোঝা বাড়াবে, বলছেন বিশেষজ্ঞরা
যুক্তরাষ্ট্রের শুল্ক আরোপে শঙ্কায় বাংলাদেশ
নিরাপদে থাকুন
ই-ভার্সন পেতে আপনার ইমেইল এড্রেস পাঠিয়ে দিন
parichoyny@gmail.com

কে কি বললেন

● নিউ ইয়র্কের নির্বাচনের ফলাফলের পর এখন সিদ্ধান্ত খুব স্পষ্ট। আমেরিকানদের সামনে দুটি পথ আমাদের সামনে কমিউনিজম এবং সাধারণ জ্ঞানের মধ্যে একটিকে বেছে নিতে হবে এবং যতক্ষণ আমি হোয়াইট হাউসে আছি, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কোনোভাবেই কমিউনিস্ট ধারায় যাবে না। - প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প

● 'নিউ ইয়র্ক আগেও অভিবাসীদের শহর ছিল, অভিবাসীদের দ্বারা গড়ে উঠেছে, অভিবাসীদের শক্তিতে চলে, আর আজ রাত থেকে, অভিবাসীর নেতৃত্বে চলবে!' -বিজয় ভাষণে নিউ ইয়র্কের প্রথম অভিবাসী ও মুসলিম মেয়র জোহরান মামদানি

● "আশা আর ভয়ের মধ্যে নিউইয়র্কবাসীর সামনে ছিল এক স্পষ্ট উপায় বেঁছে নেওয়ার সুযোগ। আর যেমনটা আমরা লন্ডনে দেখেছি। এবারও আশাই জিতেছে।"- নিউইয়র্কের মেয়র নির্বাচনে জেতায়। জোহরান মামদানিকে উষ্ণ অভিনন্দন জানিয়ে লন্ডনের মেয়র সাদিক খান

● আমরা বাংলাদেশের সঙ্গে উত্তেজনা চাই না। তবে ইউনূসের (অধ্যাপক ড. মুহম্মদ ইউনূস) উচিত হবে নিজের বিবৃতির শব্দ চয়ন নিয়ে সতর্ক থাকা। ভারত যেকোনো ধরনের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় সক্ষম, কিন্তু আমাদের মূল লক্ষ্য প্রতিবেশী দেশগুলোর সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রাখা -ভারতের প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং

● কারও দলীয় স্বার্থ বাস্তবায়ন করা অন্তর্বর্তী সরকারের কাজ নয় - বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান

● 'একটি রাজনৈতিক দল জোট বানিয়ে চাপ সৃষ্টি করছে যে নির্বাচনের আগেই গণভোট হতে হবে। আমরা বলেছি, গণভোট নির্বাচনের দিনই হতে হবে। দুটি ভোট করতে গেলে অপ্রয়োজনীয় খরচ হবে এবং মূল নির্বাচনের গুরুত্ব হারাবে। অথচ অন্তর্বর্তী সরকার এমন পদক্ষেপ নিচ্ছে, যা নির্বাচনী প্রক্রিয়াকে বাধাগ্রস্ত করতে পারে।'- বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর

● আপনি ঐকমত্য কমিশনের প্রধান, আপনি সরকার প্রধান। আপনি এক্ষুনি জুলাই সনদ বাস্তবায়নের আদেশ জারি করুন। যদি আপনি না করেন, আপনি যে সম্মান অর্জন করেছেন, আপনার মর্যাদা আপনি নষ্ট করবেন।- প্রধান উপদেষ্টাকে উদ্দেশ্য করে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর সেক্রেটারি জেনারেল অধ্যাপক মিয়া গোলাম পরওয়ার

ইউরোপে প্রথম অন-বোর্ড ফ্রোজেন চালানের মাধ্যমে ঘুরে দাঁড়াচ্ছে বাংলাদেশের চিংড়ি রপ্তানি খাত

পরিচয় ডেস্ক: গত ১৮ অক্টোবর ১ লাখ ৬৭ হাজার মার্কিন ডলার মূল্যের ৮ দশমিক ৫ টন ব্লক ফ্রোজেন 'ওশান টাইগার' চিংড়ি ইউরোপের বেলজিয়ামে রপ্তানি করা হয়। চালানটি পাঠায় বাংলাদেশের শিল্পভিত্তিক মৎস্য আহরণকারী শীর্ষ প্রতিষ্ঠান র‍্যানকন সি ফিশিং লিমিটেড।

বছরের পর বছর কমতে থ াকার পর নতুন করে আশার আলো দেখছে বাংলাদেশের হিমায়িত চিংড়ি শিল্প। প্রথমবারের মতো দেশ থেকে ইউরোপে পাঠানো হয়েছে অন-বোর্ড ব্লক ফ্রোজেন 'ওশান টাইগার' চিংড়ি। রপ্তানিকারক ও সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা বলছেন, এ উদ্যোগের মাধ্যমে দেশের চিংড়ি খাত আবারও ঘুরে দাঁড়াতে পারে।

গত ১৮ অক্টোবর ১ লাখ ৬৭ হাজার মার্কিন ডলার মূল্যের ৮ দশমিক ৫ টন ব্লক ফ্রোজেন 'ওশান টাইগার' চিংড়ি ইউরোপের বেলজিয়ামে রপ্তানি করা হয়। চালানটি পাঠায় বাংলাদেশের শিল্পভিত্তিক মৎস্য আহরণকারী শীর্ষ প্রতিষ্ঠান র‍্যানকন সি ফিশিং লিমিটেড। চিংড়িগুলো কোম্পানির গভীর সমুদ্রগামী জাহাজ এফভি যৌথ উদ্যমে আহরিত ও একই জাহাজে বিদেশে পাঠানোর জন্য প্রক্রিয়াজাত করা হয়।

র‍্যানকন সি ফিশিং ডিভিশনের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা তানভীর শাহরিয়ার রিমন বলেন, "এটি কেবল একটি বাণিজ্যিক চালান নয়, এটি একটি মাইলফলক। আমরা প্রথম কনটেইনার পাঠিয়েছিড়এখন বিশ্বাস করি, নির্ভুলতা ও গুণগত মানের মাধ্যমে নতুন এই বাজারকে আরও প্রসারিত করতে পারব এবং দেশের রপ্তানি আয় বৃদ্ধিতে বড় *বাকি অংশ ৪৮ পৃষ্ঠায়*

বৈদেশিক ঋণের চাপে টালমাটাল বাংলাদেশের রাজস্ব ও রিজার্ভ

পরিচয় ডেস্ক: ঋণনির্ভর উন্নয়নের চাপ এখন বাংলাদেশের অর্থনীতিতে দৃশ্যমানভাবে স্পষ্ট। চলতি অর্থবছরের প্রথম তিন মাসে (জুলাইসেপ্টেম্বর) বিদেশি ঋণ প্রাপ্তির চেয়ে প্রায় ১৩ কোটি ডলার বেশি পরিশোধ করতে হয়েছে সরকারকে। ফলে নতুন ঋণ নিয়ে পুরোনো ঋণ পরিশোধের প্রবণতা বাড়ছে, এবং বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ থেকেও ঋণ শোধ করতে হচ্ছে।

অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের (ইআরডি) সর্বশেষ প্রতিবেদনে দেখা গেছে, ২০২৫২৬ অর্থবছরের প্রথম তিন মাসে বৈদেশিক ঋণ *বাকি অংশ ৫৪ পৃষ্ঠায়*

ঢাকার শাহজালাল বিমানবন্দরে লাগেজ চোর সিন্ডিকেট বেপরোয়া

পরিচয় ডেস্ক: বিতর্ক, দুর্ঘটনা, সমালোচনা পিছু ছাড়ছে না হজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের। একের পর বিতর্ক প্রতিষ্ঠানটি গৌরবময় ঐতিহ্যকে ধুলোয় মিশিয়ে দিচ্ছে, ফেলছে অস্বস্তিতে।

সর্বশেষ কার্গো ভিলেজে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের পর সিলগালা করা স্ট্রংরুমের (ভল্ট) তালা ভাঙার রেশ কাটতে না কাটতেই ঘটল মোবাইল ফোন চুরির ঘটনা, যা ঘটিয়েছেন এক দায়িত্বরত আনসার সদস্য।

তার পোশাকের ভেতরে লুকানো অবস্থায় পুরোনো মডেলের ১৫টি বাটন মোবাইল ফোন জব্দ করা হয়। ঘটনা জেনে সেই আনসার সদস্যকে বাহিনী থেকে বহিষ্কার ও কালো তালিকাভুক্ত করা হয়েছে। গতকাল শুক্রবার এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর উপপরিচালক ও গণসংযোগ কর্মকর্তা মো. আশিকউজ্জামান বলেছেন, আনসার সদস্যের কাছ থেকে মোবাইল উদ্ধারের ঘটনায় দ্রুত ব্যবস্থা নিয়েছে কর্তৃপক্ষ।

তবে এ ঘটনা সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে বিতর্ক সৃষ্টি করেছে। অনেকেই বলছেন, আইনশৃঙ্খলার দায়িত্বে থাকা সদস্য রক্ষক হয়ে ভক্ষকের ভূমিকা নিয়েছে, যা বিমানবন্দরের নিরাপত্তাব্যবস্থাকে প্রশ্নবিদ্ধ করেছে।

সূত্রমতে, দেশের প্রধান বিমানবন্দরে প্রতি বছর লাগেজসহ হাজার হাজার চুরির ঘটনা ঘটে আসছে, যা কোনোভাবেই ঠেকানো যাচ্ছে না। অনেকের মতে, বছরের পর বছর ধরে বিমানবন্দরে *বাকি অংশ ৫০ পৃষ্ঠায়*

ভারত ও ইসরায়েলের মধ্যে বৃহৎ প্রতিরক্ষা চুক্তির সমঝোতা স্মারক সই

পরিচয় ডেস্ক: ভারতের প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের বিবৃতিতে বলা হয়, "ভারতুইসরায়েল প্রতিরক্ষা অংশীদারিত্ব বহুদিনের, যা গড়ে উঠেছে পারস্পরিক আস্থা ও অভিন্ন নিরাপত্তা স্বার্থের ভিত্তিতে।"

গতকাল মঙ্গলবার বড় একটি প্রতিরক্ষা চুক্তির পথে এগিয়েছে ভারত ও ইসরায়েল। যার আওতায়, উভয় দেশ উন্নত সামরিক প্রযুক্তি বিনিময়, অস্ত্র ও প্রতিরক্ষা সরঞ্জামের যৌথ উন্নয়ন ও উৎপাদনকে আরও গতিশীল করতে পারবে।

দুই দেশের মধ্যে ইতোমধ্যেই বিদ্যমান দৃঢ় কৌশলগত সম্পর্ককে এই চুক্তি আরও শক্তিশালী করবে বলে মনে করা হচ্ছে।

চুক্তির প্রাথমিক ধাপ হিসেবে প্রথমে একটি সমঝোতা স্মারক (এমওইউ) সই করা হয়। ইসরায়েলের রাজধানী তেল আবিবে ভারতুইসরায়েল জয়েন্ট ওয়ার্কিং গ্রুপের বৈঠকের পর এই আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন হয়।

ভারতের প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় এক বিবৃতিতে জানায়, এই সমঝোতা স্মারক দুই দেশের প্রতিরক্ষা সম্পর্ককে "আরও গভীর করবে ও নীতিগতভাবে সমন্বিত দিকনির্দেশনা" দেবে।

বিবৃতিতে বলা হয়, "ভারতুইসরায়েল প্রতিরক্ষা অংশীদারিত্ব বহুদিনের, যা গড়ে উঠেছে পারস্পরিক আস্থা ও অভিন্ন নিরাপত্তা স্বার্থের ভিত্তিতে।"

মন্ত্রণালয় আরও জানায়, এই সমঝোতা স্মারকে বিস্তৃত পরিসরের সহযোগিতা ক্ষেত্র চিহ্নিত করা হয়েছে, যা থেকে উভয় দেশই উপকৃত হবে।

বিবৃতিতে বলা হয়, " সহযোগিতার গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রগুলোর মধ্যে রয়েছেড় অভিন্ন কৌশলগত সংলাপ, প্রশিক্ষণ, প্রতিরক্ষা শিল্পে সহযোগিতা, এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি, গবেষণা ও উন্নয়ন, প্রযুক্তিগত উদ্ভাবন, কৃ ত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) ও সাইবার নিরাপত্তা সহযোগিতা।"

এটি কার্যকর হলে দুই দেশ উন্নত প্রযুক্তি বিনিময়, যৌথভাবে নতুন প্রতিরক্ষা পণ্য উদ্ভাবন ও উৎপাদনের সুযোগ পাবে।

মন্ত্রণালয়ের বক্তব্য অনুযায়ী, জয়েন্ট ওয়ার্কিং গ্রুপের বৈঠকে চলমান প্রতিরক্ষা সহযোগিতা উদ্যোগগুলো পর্যালোচনা করা হয়। ভারত ও ইসরায়েলের একে-অপরের শক্তি ও অভিজ্ঞতা থেকে লাভবান হয়েছে বলে বৈঠকে উভয়পক্ষের প্রতিনিধিরা স্বীকার করেছেন।

বৈঠকে ভবিষ্যতের প্রযুক্তিগত সহযোগিতা ও অপারেশনাল সক্ষমতা বৃদ্ধি নিয়ে আলোচনা করা হয়। এছাড়া, উভয়পক্ষ সন্ত্রাসবাদ মোকাবিলার অভিন্ন চ্যালেঞ্জগুলো নিয়েও বিশদ আলোচনা করেছে, এবং একসঙ্গে এই হুমকির বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়ে যাওয়ার প্রতিশ্রুতি পুনর্ব্যক্ত করেছে।

পরিচয়
BANGLA WEEKLY THE PARICHOY

সম্পাদক: নাজমুল আহসান
Editor & Publisher: M. Najmul Ahsan
37-12, 75th Street, Suite 204, Jackson Heights, NY 11372, USA
Tel: 718.607.7014 | Fax: 718.559.4835
Email: parichoyny@gmail.com | web: www.parichoy.com

অনেক নজিরই গড়লেন মামদানি, কিন্তু আসল চ্যালেঞ্জ কী?

পরিচয় ডেস্ক: নিউইয়র্ক সিটির নবনির্বাচিত মেয়র জোহরান মামদানি নানা কারণেই আলোচনায়। ১৮৯২ সালের পর থেকে শহরের সবচেয়ে তরুণ মেয়র হিসেবে তিনি দায়িত্ব নেবেন। এ ছাড়া তিনি শহরের প্রথম মুসলিম মেয়র এবং আফ্রিকায় জন্ম নেওয়া প্রথম মেয়রও বটে।

চলতি বছর জুনে নিউইয়র্কের মেয়র পদের প্রার্থী বেছে নিতে প্রাইমারির আয়োজন করে ডেমোক্র্যাটিক পার্টি। তখন তার পরিচিতি প্রায় শূন্যের কোঠায় ছিল। প্রচারণার তহবিলও ছিল খুবই সীমিত। দলীয় সহায়তাও তেমন ছিল না। এরপরও তিনি সাবেক গভর্নর অ্যান্ড্রু কুয়োমো এবং রিপাবলিকান প্রার্থী কার্টিস স্লিওয়াকে হারিয়ে দিয়েছেন। বড় বিষয় হলো, তিনি সেই ধরনের রাজনীতিবিদ, যেমনটি বহু বছর ধরে ডেমোক্র্যাটিক পার্টির বামপন্থীরা খুঁজছিলেন। তার বয়স মাত্র ৩৪, সুদর্শন এবং সোশ্যাল মিডিয়াতেও তিনি বেশ সাবলীল।

তার জাতিগত পরিচয় দলের মধ্যকার বৈচিত্র্যই তুলে ধরে।

তিনি কোনো রাজনৈতিক লড়াই এড়িয়ে যাননি এবং গর্বের সঙ্গে বামপন্থী নীতি সমর্থন করেছেনড় যেমন বিনামূল্যে শিশুর যত্ন, ভালো গণপরিবহন ব্যবস্থা এবং মুক্তবাজার ব্যবস্থায় সরকারের হস্তক্ষেপ ইত্যাদি। মামদানি তার প্রচারণায় এমনটা বোঝাতে পেরেছেন যে তিনি সেই শ্রমজীবী ভোটারদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক বিষয়গুলোতে পুরো মনোযোগ দিতে পারবেন, যারা ডেমোক্র্যাট পার্টি থেকে দূরে সরে গেছেন। সমালোচকরা আগেই বলেছিলেন, আমেরিকার মতো দেশে এই ধরনের প্রার্থী নির্বাচিত হওয়ার যোগ্য নন। রিপাবলিকানরা তাকে পার্টির চরম-বামপন্থী মুখ হিসেবে উপস্থাপন করেন। তারপরও মঙ্গলবার রাতে নিউইয়র্কে তিনি মেয়র পদে জয়ী হন। মামদানি সাবেক গভর্নর কুয়োমোকে হারিয়ে পুরোনো ডেমোক্র্যাটিক ব্যবস্থাকে চ্যালেঞ্জ করেছেন। অনেক বামপন্থী মনে করেন, এই ব্যবস্থা দল ও দেশের বাস্তবতা থেকে অনেকটা দূরেই ছিল।

এসব কারণে মেয়র পদে মামদানির প্রচারণা *বাকি অংশ ৪০ পৃষ্ঠায়*

বিভাজন-পক্ষপাতের রাজনীতি আর চলবে না, বিজয় ভাষণে মামদানি

পরিচয় ডেস্ক: নিউইয়র্ক সিটির নবনির্বাচিত মেয়র জোহরান মামদানি মঙ্গলবার (৬) রাতে বিজয় ভাষণে প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পকে সরাসরি উদ্দেশ করে বলেন, আমি এমন এক নিউইয়র্ক সিটি হলে প্রবেশ করছি, যেখানে বিভাজন এবং পক্ষপাতের রাজনীতি আর চলবে না। ডোনাল্ড ট্রাম্প, আমি জানি আপনি শুনছেন। আমার কথা মনে রাখুন, আওয়াজটা বাড়ান!

মামদানি যখন জনতার উদ্দেশে ‘আওয়াজটা বাড়ান’ বলে শেষ করছিলেন, ঠিক সেই সময়েই ট্রাম্প ট্রুথ সোশ্যালে রহস্যজনক একটি পোস্টে লেখেন, সুতরাং শুরু হলো।

ব্রুকলিনে সমর্থকদের উদ্দেশে দেওয়া উচ্ছ্বসিত ভাষণে মামদানি বলেন, সাবেক গভর্নর অ্যান্ড্রু কুয়োমোর বিরুদ্ধে নিরঙ্কুশ জয়ের মাধ্যমে নিউইয়র্ক প্রমাণ করেছে, এই শহরই অন্ধকার রাজনীতির সময়ে আলোর পথ দেখাবে।

তিনি বলেন, এখানে আমরা ভালোবাসার মানুষের পক্ষে দাঁড়াই। আপনি অভিবাসী হোন, ট্রান্সজেন্ডার সম্প্রদায়ের সদস্য হোন, সেই বহু কৃষ্ণাঙ্গ নারী হোন যাদের ট্রাম্প সরকারি চাকরি থেকে বরখাস্ত করেছেন, কিংবা একক মা হোন যিনি এখনো খাদ্যদ্রব্যের দাম কমার অপেক্ষায় আছেন, সবাই নিউইয়র্কের অংশ।

মামদানি নিউইয়র্ক শহরের ইতিহাসে প্রথম মুসলিম মেয়র। তাই তো বিজয় ভাষণে তিনি বলেন, এখন আর ইসলামবিদ্বেষের প্রচার করে কেউ নিউইয়র্কে জিততে পারবে না।

এরপর প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পকে উদ্দেশ করে তিনি বলেন, যদি এমন কোনো শহর থাকে, যা ট্রাম্পকে দেখাতে পারে কীভাবে তাকে হারাতে হয়, তাহলে সেটি সেই শহর, যেখান থেকেই তার (ট্রাম্প) উত্থান ঘটেছিল। ১৯৪৬ সালের ১৪ জুন ট্রাম্প এই নিউইয়র্ক শহরেই জন্মগ্রহণ করেন। এখান থেকেই তাদের পারিবারিক *বাকি অংশ ৪২ পৃষ্ঠায়*

নিউইয়র্কের ইতিহাসে প্রথম অভিবাসী ও মুসলিম মেয়র জোহরান মামদানি

পরিচয় ডেস্ক: গত মঙ্গলবার (৪ নভেম্বর) যুক্তরাষ্ট্রের সবচেয়ে বড় নগরী নিউইয়র্কে ইতিহাস গড়েছেন জোহরান মামদানি। দক্ষিণ এশীয় বংশোদ্ভূত এই মুসলিম রাজনীতিক শহরটির প্রথম অভিবাসী ও প্রথম মুসলিম মেয়র নির্বাচিত হয়েছেন।

তার এই সাফল্য পুরো বিশ্বের নজর কেড়েছে এবং ডেমোক্র্যাটিক রাজনীতির নতুন অধ্যায় উন্মোচন করেছে। এক প্রতিবেদনে এই তথ্য জানিয়েছে সংবাদমাধ্যম আল জাজিরা।

সংবাদমাধ্যমটি বলছে, ৮৪ লাখেরও বেশি জনসংখ্যার এই শহরের নেতৃত্ব পাওয়ার মধ্য দিয়ে ইতিহাস গড়লেন মামদানি। তিনি নিউইয়র্কের প্রথম মুসলিম, দক্ষিণ এশীয় বংশোদ্ভূত এবং আফ্রিকায় জন্ম নেওয়া প্রথম ব্যক্তি যিনি এই পদে আসীন হলেন। ৩৪ বছর বয়সী এই রাজনীতিক নিউইয়র্ক স্টেট অ্যাসেম্বলির *বাকি অংশ ৩২ পৃষ্ঠায়*

মুসলিম-অভিবাসীদের জন্য লড়ার অঙ্গীকার মামদানির

পরিচয় ডেস্ক: মুসলিম-অভিবাসীদের জন্য লড়ার অঙ্গীকার করেছেন নিউইয়র্কের নবনির্বাচিত মেয়র জোহরান মামদানি। তিনি বলেছেন, রাজনৈতিক অন্ধকারের এই সময়ে নিউইয়র্ক শহর হবে এক আলোর দিশা। তিনি প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, অভিবাসী, মুসলিম, ইহুদি ও কৃ ষ্ণাঙ্গসহ সব নিউইয়র্কবাসীর অধিকারের জন্য তিনি লড়বেন। মামদানি বলেন, আপনি যদি অভিবাসী হন, ট্রান্স কমিউনিটির সদস্য হন, তাদের মধ্যে একজন কৃষ্ণাঙ্গ নারী হন যাকে ডোনাল্ড ট্রাম্প সরকারি চাকরি থেকে বরখাস্ত করেছেন, কিংবা এমন সিঙ্গেল মাদার হন যিনি এখনো দ্রব্যমূল্য কমার অপেক্ষায় রয়েছেনড় তাহলে জেনে রাখুন, আপনার সংগ্রাম আমাদেরও সংগ্রাম।

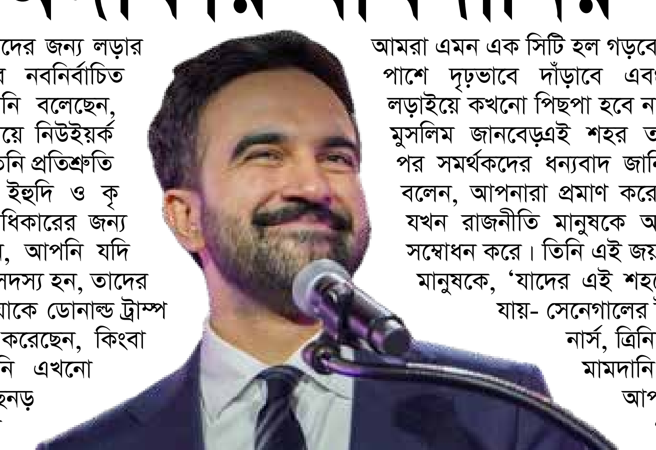

আমরা এমন এক সিটি হল গড়বো, যা ইহুদি নিউইয়র্কবাসীর পাশে দৃঢ়ভাবে দাঁড়াবে এবং ইহুদিবিদ্বেষের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে কখনো পিছপা হবে না। সেই সঙ্গে ১০ লক্ষাধিক মুসলিম জানবেড়এই শহর তাদেরও। নির্বাচনে জয়ের পর সমর্থকদের ধন্যবাদ জানিয়ে এ ডেমোক্র্যাট নেতা বলেন, আপনারা প্রমাণ করেছেন, নতুন নেতৃত্ব সম্ভবড় যখন রাজনীতি মানুষকে অবজ্ঞা নয়, সম্মানের সঙ্গে সম্বোধন করে। তিনি এই জয়কে উৎসর্গ করেন সেই সব মানুষকে, ‘যাদের এই শহরের রাজনীতি প্রায়ই ভুলে যায়- সেনেগালের ট্যাক্সিচালক থেকে উজবেক নার্স, ত্রিনিদাদের রাঁধুনি পর্যন্ত’।

মামদানি শেষে বলেন, এই শহর আপনাদের শহর, আর এই গণতন্ত্রও আপনাদের।

সূত্র: আল-জাজিরা

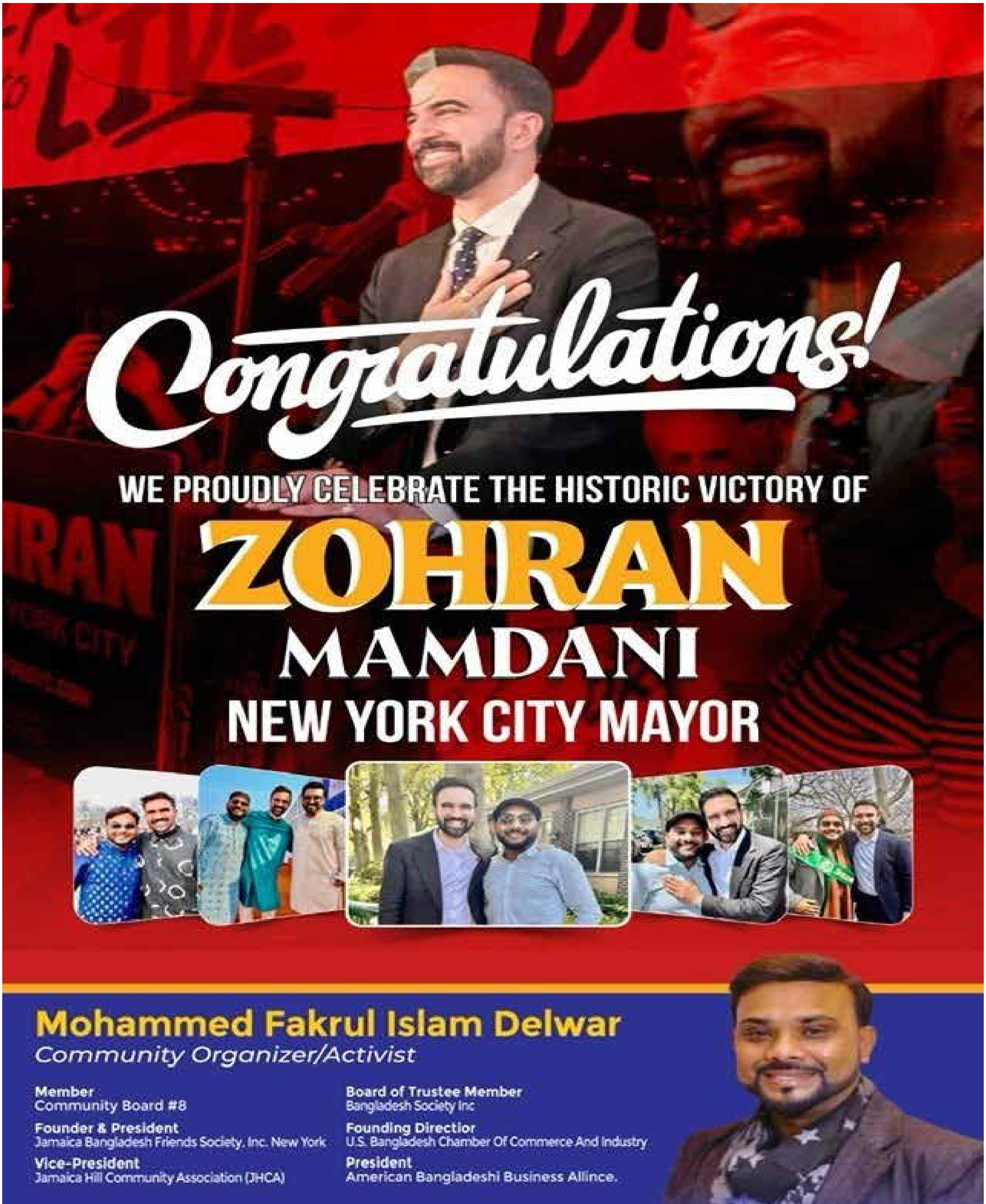
Congratulations!
WE PROUDLY CELEBRATE THE HISTORIC VICTORY OF
ZOHRAN
MAMDANI
NEW YORK CITY MAYOR
Mohammed Fakrul Islam Delwar
Community Organizer/Activist
Member
Community Board #8
Founder & President
Jamaica Bangladesh Friends Society, Inc. New York
Vice-President
Jamaica Hill Community Association (JHCA)
Board of Trustee Member
Bangladesh Society Inc
Founding Direction
U.S. Bangladesh Chamber Of Commerce And Industry
President
American Bangladeshi Business Allince.

কে এই নিউইয়র্কের প্রথম অভিবাসী ও মুসলিম মেয়র জোহরান মামদানি ?

পরিচয় ডেস্ক: নিউইয়র্ক সিটিতে প্রথম মুসলমান মেয়র হিসাবে নির্বাচিত হয়েছেন ডেমোক্র্যাটিক পার্টির প্রার্থী ৩৪ বছর বয়সী জোহরান মামদানি। এর মাধ্যমে অনেক দিক থেকেই নিউইয়র্কের নির্বাচনে 'প্রথমবারের' ইতিহাস তৈরি করেছেন তিনি।

তিনি এই শহরের প্রথম মুসলমান মেয়র। সেই সাথে প্রথম দক্ষিণ এশীয় বংশোদ্ভূত, প্রথম আফ্রিকায় জন্ম নেওয়া মেয়রও। গত ১০০ বছরের মধ্যে তিনি নিউইয়র্কের সর্বকনিষ্ঠ মেয়র।

কিন্তু যখন তিনি গত বছরের শেষ দিনে এই দৌঁড়ে নিজের নাম লেখান, তখন খুব কম মানুষই তার নাম জানত। তার তেমন অর্থ ছিল না, প্রাতিষ্ঠানিকভাবে সমর্থনও ছিল না।

ডেমোক্রেটিক পার্টির মনোনয়নের দৌড়ে নিউইয়র্কের সাবেক গভর্নর অ্যান্ড্রু কুওমোকে হারিয়ে পার্টির মনোনয়ন নিশ্চিত করেছিলেন। তৃণমূল পর্যায়ের বড় সমর্থন এবং সাহসী বামপন্থি ধারার মধ্য দিয়ে জোহরান মামদানির এই সাফল্য এসেছে।

সাবেক গভর্নর কুওমোর মতো একসময়ের প্রভাবশালী ব্যক্তির বিপরীতে তার জয় প্রগতিশীলদের জন্য এক গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্ত এবং এটি শহরের রাজনৈতিক কেন্দ্রবিন্দুতে একরকম পরিবর্তনের ইঙ্গিত দিয়েছিল।

নির্বাচিত হওয়ার পর প্রথম ভাষণে মামদানি বলেছেন, নিউইয়র্কের মানুষ পরিবর্তনের পক্ষে রায় দিয়েছে।

উগান্ডা থেকে কুইন্সে

মামদানি উগান্ডার কাম্পালায় জন্মগ্রহণ করেন এবং সাত বছর বয়সে পরিবারের সঙ্গে নিউইয়র্কে আসেন। সেখানে তিনি ব্রঙ্কস হাই স্কুল অফ সায়েন্সে পড়াশোনা করেন এবং পরে বোওডেন কলেজ থেকে আফ্রিকানা স্টাডিজে স্নাতক ডিগ্রি লাভ করেন। সেখানে তিনি "স্টুডেন্টস ফর জাস্টিস ইন প্যালেস্টাইন" এর ক্যাম্পাস শাখার একজন সহ-প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন।

মিলেনিয়াল প্রজন্মের এই প্রগতিশীল নেতা, যিনি শহরের প্রথম মুসলিম এবং দক্ষিণ এশীয় মেয়র হবেন, তিনি তার শেকড়ের বৈচিত্র্যকে তুলে ধরে তার ভিত্তিতে এগিয়েছেন। তিনি তার প্রচারণার একটি ভিডিও পুরোপুরি উর্দু ভাষায় করেছেন এবং তাতে বলিউডের সিনেমার দৃশ্য যুক্ত করেছেন। আরেকটি ভিডিওতে তিনি স্প্যানিশ ভাষায় কথা বলেছেন।

মামদানির স্ত্রী ২৭ বছর বয়সী ব্রুকলিনের সিরিয়ান শিল্পী রামা দুয়াজি। তার সাথে ডেটিং অ্যাপ "হিঞ্জ" এর মাধ্যমে মামদানির পরিচয় হয়েছিল।

তার মা মীরা নায়ার একজন বিখ্যাত চলচ্চিত্র পরিচালক এবং বাবা অধ্যাপক মাহমুদ মামদানি কলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করেন। তার বাবা-মা দুজনেই হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক শিক্ষার্থী।

মামদানি নিজেকে গণমানুষের প্রতিনিধি এবং সংগঠক হিসেবে উপস্থাপন করেন।

তার স্টেট অ্যাসেম্বলি প্রোফাইলে লেখা হয়েছে, "জীবন যখন অনিবার্য দিকে মোড় নিচ্ছিলোড় সিনেমা, র্যাপ আর লেখালেখির বাঁকবদলে, যাই হোক না কেন, সবসময়ই সংগঠন করা তার মাঝে এক শক্তি হিসেবে কাজ করেছে। যে কারণে বিশ্বের ঘটনাপ্রবাহ তাকে হতাশা নয়, বরং কাজের দিকে এগিয়ে নিয়ে যায়।"

রাজনীতিতে প্রবেশের আগে তিনি আবাসন খাতের একজন কনসালট্যান্ট হিসেবে কাজ করেছেন, যার মাধ্যমে কুইন্সে স্বল্প আয়ের বাসিন্দাদের বাড়ি থেকে উচ্ছেদের বিরুদ্ধে লড়তে সাহায্য করতেন।

মামদানি তার মুসলিম পরিচয়কে তার প্রচারণার অংশ হিসেবে তুলে ধরেছেন। তিনি নিয়মিত মসজিদে গিয়েছেন এবং শহরের উচ্চ জীবনযাত্রার খরচের সংকট নিয়ে উর্দু ভাষায় একটি প্রচারণার ভিডিও প্রকাশ করেছেন।

"আমরা জানি যে, একজন মুসলিম হিসেবে জনসমক্ষে আসার *বাকি অংশ ৩৮ পৃষ্ঠায়*

নিউইয়র্ক সিটির ইতিহাসে সর্বকনিষ্ঠ ফার্স্ট লেডি কে এই রামা দুয়াজি?

পরিচয় ডেস্ক: নিউ ইয়র্ক সিটির নবনির্বাচিত মেয়র মামদানি গত মে মাসে এক পোস্টে লিখেছিলেন, 'রামা শুধু আমার স্ত্রীই নয়; সে একজন অবিশ্বাস্য শিল্পী যে তার নিজের পরিচয়ে পরিচিত হওয়ার যোগ্য।'

জোহরান মামদানি মঙ্গলবার রাতে মেয়র নির্বাচনে জয়ী হওয়ার সাথে সাথেই তার স্ত্রী রামা দুয়াজি পাদপ্রদীপের আলোয় চলে এসেছেন। মাত্র ২৮ বছর বয়সে রামা দুয়াজি হতে চলেছেন নিউইয়র্ক সিটির ইতিহাসে সর্বকনিষ্ঠ ফার্স্ট লেডি।

নবনির্বাচিত মেয়র তার বিজয়ী ভাষণে পাশে দাঁড়িয়ে থাকা স্ত্রীর প্রতি বিশেষ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

তিনি আরবিতে 'হায়াতি' শব্দটি ব্যবহার করে বলেন, 'এবং আমার অবিশ্বাস্য স্ত্রী, রামা, হায়াতি'। আরবি এই শব্দটির অর্থ 'আমার জীবন'। মামদানি আরও বলেন, 'এই মুহূর্তে এবং প্রতিটি মুহূর্তে আমার পাশে আর কাউকে আমি চাই না।

দুয়াজি সিরীয় বংশোদ্ভূত একজন নিউইয়র্ক-ভিত্তিক শিল্পী, যার কাজে প্রায়ই মধ্যপ্রাচ্যের নানা বিষয় ফুটে ওঠে। তার কাজ বিবিসি নিউজ, দ্য নিউইয়র্ক টাইমস, দ্য ওয়াশিংটন পোস্ট, ভাইস এবং লন্ডনের টেট মডার্ন মিউজিয়ামে প্রদর্শিত হয়েছে।

মামদানি গত মে মাসে এক পোস্টে লিখেছিলেন, 'রামা শুধু আমার স্ত্রীই নয়; সে একজন অবিশ্বাস্য শিল্পী যে তার নিজের পরিচয়ে পরিচিত হওয়ার যোগ্য।' সেই পোস্টে তিনি জানান, তিন মাস আগেই তারা বিয়ে করেছেন।

সেই পোস্টে মজা করে দুয়াজি মন্তব্য করেন, 'ওএমজি [অহ মাই গড], সে আসল'।

এই দম্পতির পরিচয় হয়েছিল ডেটিং অ্যাপ 'হিঞ্জ'-এর মাধ্যমে। 'দ্য বুলওয়ার্ক'-কে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে মামদানি বলেন, 'সুতরাং, সেই ডেটিং অ্যাপগুলোতে এখনও আশা আছে।'

দুয়াজি সিরীয় বংশোদ্ভূত একজন নিউইয়র্ক-ভিত্তিক শিল্পী, যার কাজে প্রায়ই মধ্যপ্রাচ্যের নানা বিষয় ফুটে ওঠে। ছবি: দ্য নিউইয়র্ক টাইমস

মামদানির নির্বাচনী প্রচারণার শুরুতে রামা দুয়াজিকে খুব একটা জনসম্মুখে দেখা যায়নি। এ নিয়ে বিরোধীরা দাবি তুলেছিল, স্টেট অ্যাসেম্বলিম্যান মামদানি তার স্ত্রীকে 'লুকিয়ে' রাখছেন।

মার্কিন নির্বাচনে প্রার্থীরা সাধারণত তাদের পারিবারিক মূল্যবোধের প্রতি শ্রদ্ধাশীলতা দেখাতে স্ত্রীকে প্রচারণার পুরোভাগে রাখেন। সেই তুলনায় রামার অনুপস্থিতি ছিল লক্ষণীয়।

গত মে মাসে এক পোস্টে মামদানি স্ত্রীর অনুপস্থিতি নিয়ে সমালোচনার জবাব দেন। সেখানে তিনি নিউইয়র্ক সিটি ক্লার্কের অফিসে তাদের বিয়ের বেশ কয়েকটি ছবি যুক্ত করেন।

তিনি লেখেন, 'আপনি যদি আজ বা অন্য যেকোনো দিনে টুইটারের দিকে তাকান, তবে দেখতে পাবেন রাজনীতি কতটা নিষ্ঠুর হতে পারে। সাধারণত আমি এসব গায়ে মাখি না, তা *বাকি অংশ ৩৮ পৃষ্ঠায়*

New York City
First Muslim Mayor in the history.

Congratulations Mamdani

Giash Ahmed

Member: Central Executive Committee BNP
Former New York State Senator Candidate
Chairman: America Bangladesh Chamber of Commerce and Industry (ABCCI)
Chairman: Fobana
President: Jackson Heights Bangladeshi Business Association (JBBA).

‘যতক্ষণ আমি হোয়াইট হাউসে আছি, যুক্তরাষ্ট্র কমিউনিস্ট ধারায় যাবে না’- ডোনাল্ড ট্রাম্প

পরিচয় ডেস্ক: প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প বুধবার (৫ নভেম্বর) মিয়ামিতে দেওয়া এক ভাষণে নিউইয়র্ক শহরের নবনির্বাচিত মেয়র জোহরান মামদানির তীব্র সমালোচনা করেছেন। তিনি বলেছেন, এই ডেমোক্র্যাটিক সোশ্যালিস্টের রাজনীতি কংগ্রেসের ডেমোক্র্যাটদের বৃহত্তর দৃষ্টিভঙ্গিরই প্রতিফলন। আমেরিকান বিজনেস ফোরামে শ্রোতাদের উদ্দেশে ট্রাম্প বলেন,“কংগ্রেসের ডেমোক্র্যাটরা আমেরিকার কী করতে চায় তা যদি দেখতে চান, তাহলে নিউইয়র্কে গতকালের নির্বাচনের ফলাফলের দিকে তাকানড় যেখানে তাদের দল দেশের বৃহত্তম শহরের মেয়র হিসেবে একজন কমিউনিস্টকে বসিয়েছে”

তিনি আরও বলেন,“মনে আছে, আমি বলেছিলাম আমাদের দেশে কোনো সোশ্যালিস্ট কোনো পদে নির্বাচিত হবে না? আমি এটা বলতাম... আমরা সোশ্যালিস্টদের বাদ দিয়েছি, তার বদলে কমিউনিস্টদের নিয়ে এসেছি”

ট্রাম্প তার বক্তব্যে বলেন,“বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে কী ঘটছে তা দেখুন কিন্তু এখন ডেমোক্র্যাটরা এতটাই চরমপন্থী যে, মিয়ামি শীঘ্রই নিউইয়র্ক শহর থেকে কমিউনিজম ছেড়ে পালিয়ে আসা মানুষের আশ্রয়স্থলে পরিণত হবে”

এই মন্তব্যের মাধ্যমে ট্রাম্প প্রথমবারের মতো নিউইয়র্কের মেয়র নির্বাচনের ফলাফল নিয়ে বিস্তারিত কথা বললেন।

এর আগে নির্বাচনে রিপাবলিকান প্রার্থী কার্টিস স্লিওয়া এবং স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী সাবেক ডেমোক্র্যাট গভর্নর অ্যান্ড্রু কুওমোকে পরাজিত করেন মামদানি। ভোটগ্রহণ শুরুর মাত্র একদিন আগে ট্রাম্প কুওমোকে সমর্থন জানিয়েছিলেন।

এর আগে বুধবার (০৫ নভেম্বর) হোয়াইট হাউসে দেওয়া বক্তব্যে ট্রাম্প মামদানির বিজয় নিয়ে কোনো সুস্পষ্ট মন্তব্য করা থেকে বিরত ছিলেন। কিন্তু মিয়ামিতে তার সুর বদলে যায়।

ট্রাম্প বলেন,“গত রাতের ফলাফলের পর এখন সিদ্ধান্ত খুব স্পষ্টড় আমেরিকানদের সামনে দুটি পথ আমাদের সামনে কমিউনিজম এবং সাধারণ জ্ঞানের মধ্যে একটিকে বেছে নিতে হবে”

তিনি জোর দিয়ে বলেন,“এবং যতক্ষণ আমি হোয়াইট হাউসে আছি, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কোনোভাবেই কমিউনিস্ট ধারায় যাবে না”

ডোনাল্ড ট্রাম্পের দ্বিতীয় মেয়াদকালে অনুষ্ঠিত প্রথম বড় নির্বাচনী পরীক্ষায় বিপুল সাফল্য পেয়েছে ডেমোক্র্যাটিক পার্টি। ভার্জিনিয়া, নিউ জার্সি, নিউইয়র্ক সিটিতে গুরুত্বপূর্ণ তিনটি জয় দলটিকে আসন্ন ২০২৬ সালের মধ্যবর্তী নির্বাচনের আগে বড় মনোবল দিয়েছে। বুধবার তিনি তিনি বলেন,“আমি মনে করি না এটা রিপাবলিকানদের জন্য ভালো হয়েছে” এর আগের দিন তিনি বলেছিলেন, দেশটির ইতিহাসে সবচেয়ে দীর্ঘস্থায়ী হওয়া এই সরকারি শাটডাউন এবং ব্যালটে তার নাম না থাকাই এই ফলাফলের কারণ।

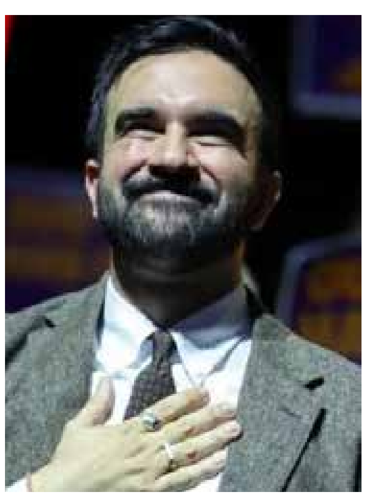

আমি প্রার্থী হলে মামদানি জিততে পারতেন না বললেন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প

পরিচয় ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্ক সিটির নতুন মেয়র হিসেবে ইতিহাস গড়া জোহরান মামদানির বিজয়ে প্রতিক্রিয়া জানিয়ে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প বলেছেন, আমি প্রার্থী হলে মামদানি জিততে পারতেন না।

বুধবার ৫ নভেম্বর সিএনএনের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে পোস্টে ট্রাম্প জানান, রিপাবলিকানদের পরাজয়ের পেছনে দুটি বড় কারণড় ব্যালটে ট্রাম্প ছিলেন না এবং সরকারের শাটডাউন।

আরেক পোস্টে ট্রাম্প বলেন, নিউইয়র্কের মেয়র নির্বাচনে যেসব ইহুদি ডেমোক্র্যাট প্রার্থী মামদানিকে ভোট দিয়েছেন। তারা মূলত বোকা এবং নিজেদের সম্প্রদায়ের ক্ষতি করছেন। তাদের এই পদক্ষেপ যুক্তরাষ্ট্রের ইহুদিদের বিরুদ্ধেই যাবে।

গত মঙ্গলবার অনুষ্ঠিত নির্বাচনে ডেমোক্র্যাটিক দলের প্রার্থী জোহরান মামদানি নিউইয়র্ক সিটির ১১১তম মেয়র নির্বাচিত হন।

সাবেক গভর্নর ও স্বতন্ত্র প্রার্থী অ্যান্ড্রু কুওমো এবং রিপাবলিকান প্রার্থী কার্টিস স্লিওয়াকে পরাজিত করে তিনি এই ঐতিহাসিক জয় ছিনিয়ে নেন।

৩৪ বছর বয়সী মামদানি শহরটির প্রথম মুসলিম, প্রথম দক্ষিণ এশীয় বংশোদ্ভূত এবং আফ্রিকায় জন্মগ্রহণকারী প্রথম মেয়র। পাশাপাশি তিনি গত এক শতাব্দীর মধ্যে নিউইয়র্কের সবচেয়ে কনিষ্ঠ মেয়রও।

তার জয়ে শহরজুড়ে উদযাপনের আবহ সৃষ্টি হয়েছে; সর্বস্তরের মানুষ ও সংগঠন থেকে আসছে শুভেচ্ছা বার্তা। ডেমোক্র্যাটরা বলছে, নিউইয়র্কের ভোটাররা এই নির্বাচনে প্রমাণ করেছেন, বৈচিত্র্য ও অন্তর্ভুক্তিই শহরের শক্তি।

মামদানির জয়ে নিউইয়র্কে সার্বভৌমত্ব হারিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র বললেন ক্ষুব্ধ ট্রাম্প

পরিচয় ডেস্ক: নিউইয়র্কের নতুন মেয়র জোহরান মামদানির বিজয়ের পর শহরটির ওপর ‘সার্বভৌমত্ব হারিয়েছে’ যুক্তরাষ্ট্র। এমন মন্তব্যই করেছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প।

এমনকি মামদানির জয়ে নিউইয়র্ক ‘কমিউনিস্ট শহরে’ পরিণত হবে বলেও অভিযোগ করেছেন তিনি। তবে মামদানি জানিয়েছেন, তিনি ট্রাম্পের সঙ্গে জীবনযাত্রার ব্যয় ইস্যুতে আলোচনা করতে প্রস্তুত।

বৃহস্পতিবার (৬ নভেম্বর) এক প্রতিবেদনে এই তথ্য জানিয়েছে সংবাদমাধ্যম টিআরটি ওয়ার্ল্ড।

প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প বলেছেন, নিউইয়র্কে জোহরান মামদানির মেয়র নির্বাচিত হওয়ায় যুক্তরাষ্ট্র তার ‘সার্বভৌমত্ব হারিয়েছে’।

বুধবার এক বক্তব্যে তিনি বলেন, “আমরা বিষয়টা দেখবো”। তবে তিনি ব্যাখ্যা দেননি কীভাবে যুক্তরাষ্ট্র সার্বভৌমত্ব হারিয়েছে। তিনি দাবি করেন, দেশটির সবচেয়ে বড় এই শহরটি এখন ‘কমিউনিস্ট শহরে’ পরিণত হবে।

মামদানির নিরঙ্কুশ বিজয়ের একদিন পর মায়ামিতে দেওয়া বক্তৃতায় ট্রাম্প আরও বলেন, “ফ্লোরিডা খুব শিগগিরই নিউইয়র্কের কমিউনিজম থেকে পালিয়ে আসা মানুষের আশ্রয়স্থল হয়ে উঠবে।”

তিনি আরও বলেন, “আমেরিকানদের সামনে এখন সিদ্ধান্ত খুব পরিষ্কারড় আমরা কমিউনিজম বেছে নেব, না বাকি অংশ ৪২ পৃষ্ঠায়

ট্রাম্পকে ‘ভলিউম বাড়াতে’ বললেন মামদানি

পরিচয় ডেস্ক: বুধবার (৫ নভেম্বর)ইতিহাস তৈরি করে নিউইয়র্ক সিটির মেয়র নির্বাচনে বিজয়ী হয়েছেন ডেমোক্রেটিক পার্টির প্রার্থী জোহরান মামদানি। নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণার পর তার জয়ের পথে সবচেয়ে বেশি বাধা সৃষ্টিকারী মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পকে চ্যালেঞ্জ জানিয়েছেন তিনি।

ভোটের চূড়ান্ত ফলাফল ঘোষণার পর নিউইয়র্ক সিটির একটি মিলনায়তনে সমর্থকদের উদ্দেশে বিজয় ভাষণ দেন মামদানি।

সেখানে তিনি বলেন, “আজ নিউইয়র্ক সিটি দেখিয়ে দিয়েছে, কীভাবে জাতির সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতাকারী ডোনাল্ড ট্রাম্পকে পরাজিত করতে হয়। কেউ যদি ডোনাল্ড ট্রাম্পকে পরাজিত করতে চান, তিনি এই শহরকে দেখতে পারেন।”

তো ডোনাল্ড ট্রাম্প, আমি জানি আপনি বাকি অংশ ৩৪ পৃষ্ঠায়

Congratulations
ZOHRAN MAMDANI
for New York City Mayor
The Greater Noakhali Society USA, Inc.
Estd. 1993
বৃহত্তর নোয়াখালী সোসাইটি, ইউ এস এ ইনক
THE GREATER NOAKHALI SOCITY USA, INC.
শুভেচ্ছান্তেঃ
জাহিদ মিন্টু
নব-নির্বাচিত সভাপতি
এ এস এম মাইনউদ্দিন পিন্টু
নব-নির্বাচিত সাধারণ সম্পাদক

সম্পূর্ণ নারী-নেতৃত্বাধীন ক্ষমতা হস্তান্তর দল গঠন করলেন জোহরান মামদানি

পরিচয় ডেস্ক: নিউইয়র্ক সিটির নবনির্বাচিত মেয়র জোহরান মামদানি গত ৫ নভেম্বর বুধবার তার ক্ষমতা হস্তান্তর প্রক্রিয়ার জন্য যৌথ চেয়ার হিসেবে সম্পূর্ণ নারী নেতৃত্বাধীন দলের নাম ঘোষণা করেছেন। এ দলে যুক্তরাষ্ট্রের ফেডারেল ট্রেড কমিশনের (এফটিসি) সাবেক চেয়ার লিনা খানও রয়েছেন।

যৌথ চেয়ারের এই দলে লিনা খান ছাড়াও রয়েছেন সাবেক ফার্স্ট ডেপুটি মেয়র মারিয়া তোরেস-স্প্রিংগার, ইউনাইটেড ওয়ে অভ নিউইয়র্ক সিটির প্রধান গ্রেস বনিলা, স্বাস্থ্য ও মানবসেবা বিষয়ক সাবেক ডেপুটি মেয়র মেলানি হার্জগ ও রাজনৈতিক পরামর্শক ইলানা লিওপল্ড।

লিনা খান ভার্মন্টের সিনেটর বার্নি স্যান্ডার্সের ঘনিষ্ঠ মিত্র। ডেমোক্র্যাট জো বাইডেন প্রেসিডেন্ট থাকাকালে এফটিসি পরিচালনায় তিনি কঠোর অ্যান্টিট্রাস্ট নিয়ন্ত্রক ছিলেন। তার এই নিয়োগ ইঙ্গিত দেয়, মামদানি ১ জানুয়ারি মেয়র হিসেবে দায়িত্ব নেওয়ার পর “অলিগার্কির” বিরুদ্ধে নিজের অবস্থান অব্যাহত রাখবেন। জীবনযাত্রার ব্যয় কমানোর নীতি বাস্তবায়নে ধনীদের ওপর কর বাড়ানোর আহ্বান জানিয়েছেন তিনি।

মামদানি তার এজেন্ডা বাস্তবায়নে আরও নেতার নাম ঘোষণার আভাস দিয়েছেন। তিনি বলেন, “এদের মধ্যে কিছু নাম পরিচিত হবে, আবার কিছু অপরিচিতও হতে পারে।”

“আমরা বিস্তৃত পরিসর থেকে সদস্য নির্বাচন করব,” মামদানি বলেন। “আমরা কথা বলব মাঠপর্যায়ের সেই সংগঠকদের সঙ্গে, যারা শহরের সরকার ব্যবস্থার উন্নয়নে লড়াই করছেন। এছাড়াও থাকবেন পরীক্ষিত অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ব্যক্তি, দেশ-বিদেশের নীতি বিশেষজ্ঞ ও শ্রমজীবী মানুষ—যারা তাদের এলাকার প্রয়োজন সম্পর্কে সবচেয়ে ভালো জানেন।”

১ জানুয়ারির প্রস্তুতি হিসেবে এই অন্তর্বর্তীকালীন প্রক্রিয়ার ব্যয় মেটাতে মামদানি তার সমর্থকদের আবার অনুদান শুরু করার আহ্বান জানিয়েছেন।

তিনি বলেন, “কয়েক মাস আগে আমি শহরজুড়ে সমর্থকদের অনুদান বন্ধ করতে বলেছিলাম, আজ তাদের আবারও তা শুরু করার অনুরোধ করছি।” *বাকি অংশ ৩২ পৃষ্ঠায়*

সাবেক ‘ঘৃণিত’ মেয়রকে সরানোর গোপন বৈঠক থেকে যেভাবে নিউইয়র্কের মেয়রের আসনে মামদানি

পরিচয় ডেস্ক: গত মঙ্গলবার (০৪ নভেম্বর) সকালে নিজের ভোটটি দিতে গিয়ে মামদানি ফিরে গেলেন সেই গোপন বৈঠকগুলোর স্মৃতিতে। ডেমোক্র্যাটিক প্রার্থী হিসেবে ব্যালটে নাম থাকলেও, তিনি ভোট দেন ক্রস-এন্ডোর্স করা ওয়ার্কিং ফ্যামিলিস পার্টির প্রতীকে।

২০২৩ সালের নভেম্বর মাসের কথা। তৎকালীন নিউইয়র্ক সিটির মেয়র এরিক অ্যাডামসের শীর্ষ তহবিল সংগ্রাহকের বাড়িতে অভিযানের পরদিনই, গোপনে একটি বৈঠকের আমন্ত্রণ পাঠায় ওয়ার্কিং ফ্যামিলিস পার্টির (ডব্লিউএফপি) নতুন নেতৃত্ব। এই প্রগতিশীল ও শ্রমিক সংগঠনগুলোর জোট তখন বুঝতে পেরেছিল—তাদের “ঘৃণিত” মেয়রকে হারানোর মোক্ষম সুযোগ এসেছে, প্রয়োজন শুধু একটি কার্যকর পরিকল্পনা।

লং আইল্যান্ড সিটির এক অ্যাপার্টমেন্ট ভবনের কমনরুমে অনুষ্ঠিত সেই গোপন বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন শহরের কম্পট্রোলার ব্র্যাড ল্যান্ডার, ব্রুকলিন বরো প্রেসিডেন্ট আন্তোনিও রেনোসো এবং অঙ্গরাজ্যের সিনেটর জেসিকা রামোস। তবে সেখানে অপ্রত্যাশিতভাবে উপস্থিত ছিলেন জোহরান মামদানিও, যা সেসময় বাকিদের মনে প্রশ্ন তৈরি করে।

প্রথম বৈঠক থেকেই সম্ভাব্য অন্যান্য প্রার্থীরা যখন নিজেদের পরিকল্পনা গোপন রাখছিলেন, মামদানি তখন ছিলেন সবচেয়ে সক্রিয়। তিনি আইডিয়া দিচ্ছিলেন, প্রস্তাব তুলছিলেন, আলোচনায় নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন। কফির আড্ডায় বারবার তিনি এমন এক প্রার্থীর প্রয়োজনীয়তার কথা বলছিলেন, যিনি ভাড়ার রেট স্থগিত করার প্রতিশ্রুতি নিয়ে মাঠে নামবেন। পরে তিনি ডেমোক্র্যাটিক সোশ্যালিস্টস অব আমেরিকার প্ল্যাটফর্ম ও কর্মী কাঠামোর ভিত্তিতে নিজের প্রচারণা তৈরি করেন।

গত গ্রীষ্মে মামদানি ওই বৈঠকটির অন্যতম আয়োজক ও ডব্লিউএফপি কো-চেয়ার আনা মারিয়া আর্চিলাকে জানান যে তিনি প্রার্থী হতে যাচ্ছেন। আলেকজান্দ্রিয়া ওকাসিও-কর্তেজ ও ব্রুকলিন সিটি কাউন্সিলম্যান চি ওসের মতো ঐতিহ্যবিরোধী রাজনীতি ভেঙে দিয়ে প্রভাবশালী সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম প্রচারণা এবং “দরজায় দরজায়” প্রচারের পরিকল্পনা বাস্তবায়নের কথা বলেন তিনি।

আর্চিলাকে তিনি আরও বলেন, “ওয়ার্কিং ফ্যামিলিস পার্টি কাকে প্রথমে সমর্থন জানাবে, তা ঘোষণার আগে আমাকে যতটা সম্ভব সময় দিন।”

সে সময় মামদানি তার ঘনিষ্ঠ সহযোগী ও বন্ধু জাবারি ব্রিসপোর্টের সঙ্গে অ্যালবানি যাতায়াত করতেন। গাড়িতে তারা পালা করে মিকা ও ব্রডওয়ের জনপ্রিয় গান গাইতেন, যার মধ্যে “হ্যামিলটন” এবং “ডিয়ার ইভান হ্যানসেন” থেকে “ওয়েভিং থ্রু আ উইন্ডো” তাদের প্রিয়। *বাকি অংশ ৩৪ পৃষ্ঠায়*

মামদানিকে অভিনন্দন জানালেন লন্ডনের মুসলিম মেয়র, বললেন আশার জয় হয়েছে

পরিচয় ডেস্ক: নিউইয়র্ক নগরীর নবনির্বাচিত মেয়র জোহরান মামদানিকে অভিনন্দন জানিয়ে তার বিজয়কে ‘‘ঐতিহাসিক প্রচারণা’’ এবং ‘‘ভয়ের বিপরীতে আশার জয়’’ বলে অভিহিত করেছেন যুক্তরাজ্যের রাজধানী লন্ডনের মেয়র সাদিক খান।

বুধবার সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে দেওয়া এক পোস্টে সাদিক খান লিখেছেন, ‘‘নিউইয়র্কবাসীর সামনে আশা এবং ভয়ের মাঝে ছিল এক স্পষ্ট পছন্দ। আর যেমনটা আমরা লন্ডনে দেখেছি—আশাই জিতেছে।’’ মার্কিন সংবাদমাধ্যম *বাকি অংশ ৩৮ পৃষ্ঠায়*

মামদানির জয়ে নিউইয়র্ক থেকে ইহুদিদের ‘পালাতে’

বললেন ইসরায়েলি মন্ত্রী

পরিচয় ডেস্ক: নিউইয়র্ক শহরের প্রথম মুসলিম ও দক্ষিণ এশীয় বংশোদ্ভূত মেয়র হিসেবে জোহরান মামদানির বিজয়ে যুক্তরাষ্ট্রজুড়ে আনন্দের ঢেউ উঠলেও ক্ষোভে ফেটে পড়েছেন ইসরায়েলের কট্টর ডানপন্থি নেতারা। *বাকি অংশ ১২ পৃষ্ঠায়*

Congratulations
SHAHANA HANIF
ON WINNING YOUR
RE-ELECTED AS NEW YORK CITY
COUNCILMEMBER FOR DISTRICT 39.
With Best Regards
Firoz Ahmed
President
917-400-1176
Alamgir Hossain
General Secretary
347-400-2644
সন্দ্বীপ সোসাইটি ইউ এস এ
SANDWIP SOCIETY USA

নিউইয়র্কে জোহরান মামদানির জয়

মার্কিন মানসে পরিবর্তনের হাওয়া?

পরিচয় ডেস্ক: মাত্র এক বছর আগের রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে নিউইয়র্ক শহরের প্রতিটি অঞ্চলে (বোরো) ডোনাল্ড ট্রাম্পের ভোট বেড়েছিল। কিন্তু, বছর ঘুরতেই সেই শহরের বাসিন্দারা যেন তার কথা কানেই তুললেন না। ট্রাম্প আহ্বান জানিয়েছিলেন জোহরান মামদানিকে ভোট না দেওয়ার জন্য, কিন্তু ভোটাররা তা শোনেননি। ট্রাম্প হুমকি দিলেন— জোহরান মামদানি বিজয়ী হলে তিনি নিউইয়র্কের জন্য সরকারি বরাদ্দ বন্ধ করে দেবেন। কিন্তু, তাও আমলে নিলেন না ভোটাররা। তাহলে কি ধরে নেওয়া যায় মার্কিন মনজগতে পরিবর্তন এসেছে?

রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের হিসাবে নিউইয়র্ক অঙ্গরাজ্যের প্রায় ৬৫ শতাংশ বাসিন্দা ডেমোক্র্যাটিক পার্টির প্রতি অনুগত। তবে বিশ্ব অর্থনীতির প্রাণকেন্দ্র হওয়ায় নিউইয়র্কের ডেমোক্র্যাট নেতাদের অনেকে ধনকুবের রিপাবলিকানদের হাতে বাঁধা।

নিউইয়র্ক মহানগরীর নবনির্বাচিত মেয়র জোহরান মামদানি ঐতিহাসিক বিজয়ের পর বললেন, “জনতার এই রায় পরিবর্তনের জন্য” এবং এটি “নিউইয়র্ক নগরীকে বাসযোগ্য করে তোলার রায়”।

তিনি আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ কথা বলেছেন। তা হলো— “বন্ধুরা আমরা রাজনীতিতে পরিবারতন্ত্র উৎখাত করেছি”।

জোহরানের দ্বিতীয় বাণীটি ছিল মূলত তার প্রধান নির্বাচনী প্রতিদ্বন্দ্বী অ্যান্ড্রু কুয়োমোকে উদ্দেশ্য করে বলা। নিউইয়র্কের সাবেক গভর্নর অ্যান্ড্রু কুয়োমোর বাবা মারিও কুয়োমোও একসময় এই অঙ্গরাজ্যের গভর্নর ছিলেন এবং ব্যাপক জনপ্রিয়তার ওপর ভর করে তিনবার নির্বাচিত হয়েছিলেন।

রাজনৈতিকভাবে প্রভাবশালী পরিবারের সদস্য হওয়ায় অ্যান্ড্রু কুয়োমো নিউইয়র্কবাসীর কাছে পরিচিত মুখ ছিলেন। কিন্তু যৌন কেলেঙ্কারির অভিযোগে তাকে গভর্নরের পদ ছাড়তে হয়। এরপর তিনি ডেমোক্রেটিক পার্টির মনোনয়ন নিয়ে মেয়র নির্বাচিত হতে চেয়েছিলেন। সঙ্গে ছিল সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সমর্থনও।

কিন্তু, নিজ দলের মনোনয়ন পেতে ব্যর্থ হন অ্যান্ড্রু কুয়োমো। প্রার্থী বাছাই পর্বে হেরে যান তরুণ ও অপেক্ষাকৃত অপরিচিত মুখ জোহরান মামদানির কাছে। তারপরেও হাল ছাড়েননি কুয়োমো। ভেবেছিলেন, ধনকুবেরদের টাকায় ভোটের সমীকরণ বদলে দেবেন। কিন্তু, বাস্তবে তা হলো না।

এবার আসা যাক জোহরান মামদানির প্রথম কথায়। অর্থাৎ “জনতার এই রায় পরিবর্তনের জন্য”।

ডোনাল্ড ট্রাম্প, ইলন মাস্ক বা মাইক ব্লুমবার্গের মতো যারা মনে করেন অর্থ দিয়ে *বাকি অংশ ৩২ পৃষ্ঠায়*

জোহরান মামদানির ‘দুনিয়া কাঁপানো ২১ মিনিট’

পরিচয় ডেস্ক: আজ থেকে শতবর্ষেরও বেশি আগে মার্কিন সাংবাদিক ও সমাজবাদী জন রিড লিখেছিলেন, “টেন ডেস দ্যাট শুক দ্য ওয়ার্ল্ড”— বাংলা অনুবাদে— “দুনিয়া কাঁপানো দশদিন”। বহু বছর তার সেই বইটি কাঁপিয়েছিল বহু দেশের পাঠক-হৃদয়। ১৯১৭ সালে রাশিয়ায় অক্টোবর বিপ্লবকে তিনি খুব কাছে থেকে দেখেছিলেন। সেটাই তার বইয়ের বিষয়বস্তু।

এই লেখার আলোচ্য বিষয় ভিন্ন হলেও প্রেক্ষাপট যুক্তরাষ্ট্র। কুশীলবও এক মার্কিনি। আর এটি দশদিনের ঘটনা নয়, এটি মাত্র ২১ মিনিটের গল্প-কবিতা-উপন্যাস-চিত্রশিল্প। এটি উপস্থাপিত হয়েছিল নিউইয়র্ক নগরীর ব্রুকলিনে।

গত ৪ নভেম্বর নিউইয়র্কে জোহরান মামদানির বিজয়ের মধ্য দিয়ে যে ইতিহাস তৈরি হয়, তা বিশ্ব রাজনীতির জন্যও সমান গুরুত্বপূর্ণ বললে খুব বেশি বলা হবে না। সব প্রতিকূলতা পেরিয়ে কীভাবে বিজয় অর্জন করতে হয়, সারা বিশ্বের রাজনীতিকদের জন্য সেই “সহজপাঠ” তৈরি করেছেন জোহরান মামদানি। তারা শিক্ষা নিতে পারেন জোহরান মামদানির নির্বাচনী প্রচারণা কৌশল থেকে।

শুধু নির্বাচনে জেতাই যে একজন নেতার মূল লক্ষ্য হতে পারে না তা পরিষ্কার বোঝা *বাকি অংশ ৩৩ পৃষ্ঠায়*

‘মামদানি মোবারক!’ নিউ ইয়র্কে মামদানির জয়ে উচ্ছ্বাসিত দক্ষিণ এশীয়রা

বিজয় ভাষণে মামদানি বলেন, ‘নিউ ইয়র্ক আগেও অভিবাসীদের শহর ছিল, অভিবাসীদের দ্বারা গড়ে উঠেছে, অভিবাসীদের শক্তিতে চলে, আর আজ রাত থেকে অভিবাসীর নেতৃত্বে চলবে!’

গত ৪ঠা নভেম্বর মঙ্গলবার রাতে জোহরান মামদানি যখন তার বিজয় ভাষণ দেওয়ার জন্য মঞ্চে উঠলেন, তখন কাবাব কিং-এর কর্মীরা স্থির হয়ে দাঁড়ালেন। তারা তার বক্তৃতা রেকর্ড করলেন এবং তার প্রতিটি শব্দ মনোযোগ দিয়ে শুনলেন। কিছুক্ষণ আগে খাবারের চামচ-ছুরির ঠোকাঠুকির যে শব্দ শোনা যাচ্ছিল তা তখন নীরব হয়ে গিয়েছিল।

মামদানি ভাষণে বলেন, “নিউ ইয়র্ক সিটি মুহূর্তটি অনুভব করো ও গভীরভাবে নিঃশ্বাস নাও”।

স্থানীয়রা কুইন্সের জ্যাকসন হাইটস এলাকায় সেদিন নির্বাচিত মেয়র জোহরান মামদানির বিরিয়ানি খাওয়ার পছন্দের জায়গা কাবাব কিংয়ে ভিড় জমিয়েছিলেন। তারা আশা করছিলেন যে হয়তো তিনি এসে উপস্থিত হবেন— কারণ তিনি এই জায়গাতে প্রায়শই প্রচারণার জন্য আসতেন কিংবা পার্শ্ববর্তী হওয়ায় প্রায়ই প্রতিটি টেবিলে কাবাব-বিরিয়ানি সাজানো এ রেস্তোরায় তিনি ঢুঁ দিতেন।

রুজভেল্ট আইল্যান্ডের বাসিন্দা লক্ষ্মী শুভা তার দুই বন্ধুকে নিয়ে কাবাব কিং-এ এসেছেন। তিনি বলেন, “অধিকাংশ মানুষ মনে করেন এটা খুব সাধারণ একটি জায়গা, কিন্তু তিনি এখানে আসেন”।

নিউ ইয়র্ক সিটির প্রথম মুসলিম এবং দক্ষিণ এশীয় মেয়র মামদানি নির্বাচিত হওয়ার পর পরই পার্শ্ববর্তী ব্রুকলিনে একটি ভাষণ দেন। সেখানে তিনি তার প্রচারণার জীবনী এবং তার শিকড়ের প্রতি শ্রদ্ধার কথা তুলে ধরেন।

বিজয় ভাষণে মামদানি বলেন, “নিউ ইয়র্ক আগেও অভিবাসীদের শহর ছিল, অভিবাসীদের দ্বারা গড়ে উঠেছে, অভিবাসীদের শক্তিতে চলে, আর আজ রাত থেকে, অভিবাসীর নেতৃত্বে চলবে”।

রেস্তোরাঁয় দর্শকরা সেই মুহূর্তে হাততালি দিয়ে উল্লাস প্রকাশ করেন।

কাবাব কিং-এর মালিক শাহরুখ আলী বলেন, “আমরা সেসময় ‘মামদানি মোবারক!’ বলে উচ্ছাস করছিলাম”।

২১ বছর বয়সী মামদানি সমর্থক সমেহা জামাল বলেন, “তিনি অবশ্যই একজন জনগণের মানুষ। তিনি আমাকে মনে করিয়ে দেন নিউ ইয়র্ক সিটি আসলে কিসের জন্য। আবার সেই অনুভূতি ফিরে পেয়ে ভালো লাগছে”।

জামালের বাবা মামদানিকে ভোট দিয়েছেন ও বলেন, অধিকাংশ গণতান্ত্রিক সমাজতান্ত্রিক প্রস্তাবনা তাকে আকর্ষণ করেছে, কিন্তু একজন বাড়ির মালিক হিসেবে, তিনি আরও স্পষ্টভাবে জানতে চেয়েছিলেন মামদানির ভাড়ার স্থিতিশীল অ্যাপার্টমেন্টের হ্রাস বন্ধ করার পরিকল্পনা সম্পর্কে। তিনি তার বহুতল পারিবারিক বাড়ির একটি অংশ ভাড়া দেন এবং আশা করেন যে ভাড়া স্থগিতকরণ ছোট মালিকদের মতো ব্যক্তিদের ওপর প্রভাব ফেলবে না। অন্যথায়, তিনি জানান, পরবর্তী নির্বাচনে তিনি মামদানির পক্ষে ভোট দেবেন না।

অন্যান্য ভোক্তারা বললেন, তারা এমন একজনকে দেখেছেন যে জাতীয় রাজনৈতিক মঞ্চে তাদের পরিচয় প্রতিফলিত করেন। তারা বর্ণনা করে বলেন, এই নির্বাচনে মামদানিকে বিজয়ী ঘোষিত দেখার মুহূর্তটি তাদের আশা ও উত্তেজনায় পূর্ণ করেছে।

জ্যাকসন হাইটস একটি অত্যন্ত বৈচিত্র্যময় এলাকা। নিউ ইয়র্ক সিটি স্মল বিজনেস সার্ভিসেসের একটি প্রতিবেদনের অনুযায়ী, এখানে প্রায় ৬৪ শতাংশ বাসিন্দা বিদেশী বংশোদ্ভূত, ৫০ শতাংশ হিস্পানিক বা ল্যাটিনো, ৩২ শতাংশ *বাকি অংশ ৩২ পৃষ্ঠায়*

নিউ ইয়র্কের বাংলাদেশী কমিউনিটির মাঝে জোহরান মামদানী

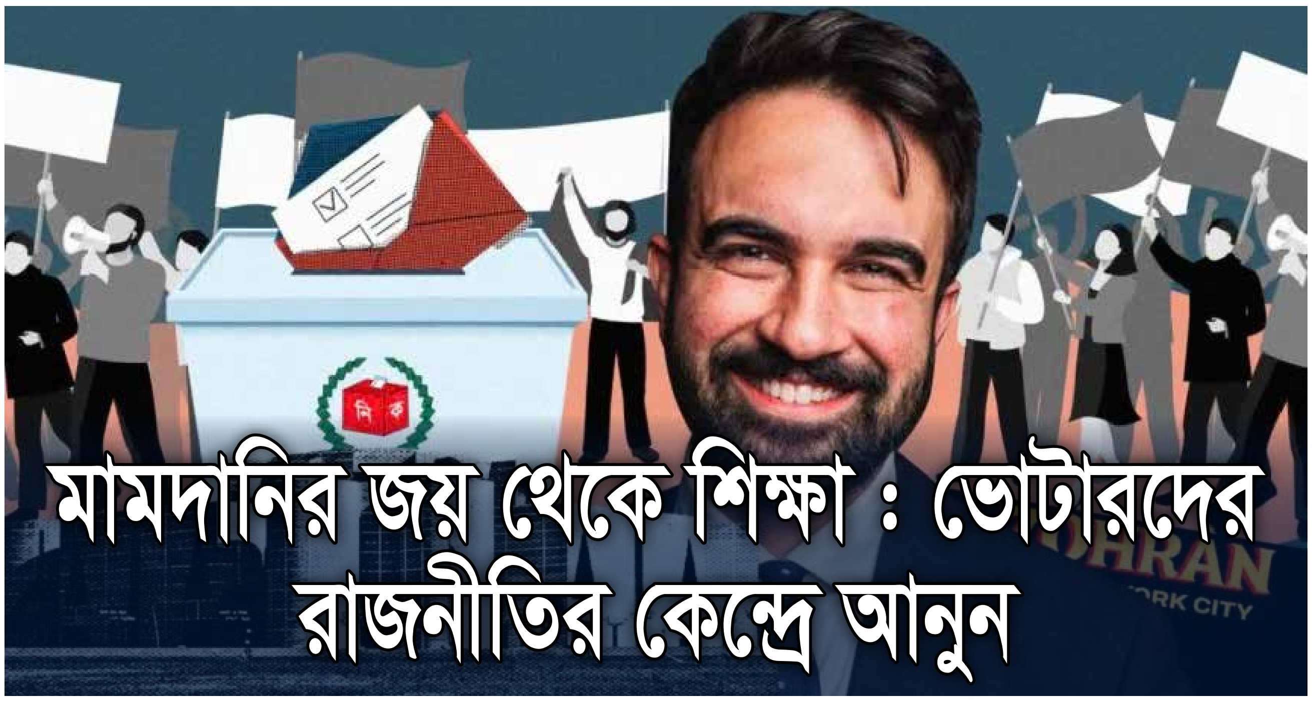

মামদানির জয় থেকে শিক্ষা : ভোটারদের রাজনীতির কেন্দ্রে আনুন

মাহফুজ আনাম

বাকি সব ভুলে যান, কেবল নিউইয়র্ক সিটির মেয়র হিসেবে জোহরান মামদানির নির্বাচিত হওয়াটাই ভোটারদের 'ইচ্ছাশক্তি'র যথাযথ প্রমাণ। নিউইয়র্কের প্রায় সব সংগঠিত শক্তিই তার বিপক্ষে ছিল। কিন্তু মামদানির পাশে ছিল 'জনতার শক্তি'। এটাই একমাত্র স্বীকৃত গণতান্ত্রিক শক্তি। যদি নির্বাচনযন্ত্র প্রশাসনের প্রভাবমুক্ত থাকে, তাহলে ভোটাররা অন্য সব শক্তিকে পরাজিত করতে পারে।
প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প প্রকাশ্যে মামদানির বিরোধিতা করেছেন। রিপাবলিকান পার্টি, এমনকি ডেমোক্র্যাটিক পার্টির শীর্ষ নেতারা (ক্লিনটন মামদানির প্রতিদ্বন্দ্বীকে সমর্থন করেছিলেন) তার বিপক্ষে ছিল, উচ্চবিত্তরা তার বিপক্ষে কোটি কোটি ডলার ঢেলেছে। তবুও শেষ পর্যন্ত মামদানিই জয় পেয়েছেন। জিতে গেছেন ভোটাররা। বিজয়ী হয়েছে গণতন্ত্র।
সবচেয়ে বড় কথা, এই নির্বাচন ভেঙে দিয়েছে দরিদ্রদের অসহায়ত্ব, মধ্যবিত্তদের হীনমন্যতা ও বঞ্চিতদের সেই মানসিক বাধাড়্যে অভিজাতদের কখনো হারানো যায় না। যুক্তরাষ্ট্রের গণতান্ত্রিক ভাবমূর্তি পুনরুদ্ধারে এই নির্বাচনের মতো শক্তিশালী বার্তা আর কিছুই হতে পারত না। এই নির্বাচন ভোটের শক্তি, ঐক্যবদ্ধ ভোটারদের ক্ষমতা ও জনগণের প্রজ্ঞার প্রতি নতুন আস্থা এনেছে। নিউইয়র্কের অধিকাংশ নাগরিক যুক্তরাষ্ট্রের বর্তমান রাজনৈতিক প্রবণতার সব ধারণাকেই চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিয়েছে।
মামদানি নিঃসন্দেহে অসাধারণ বক্তা, তার নির্বাচনী প্রচারণাও ছিল অনন্য। কিন্তু আসল বিষয় ছিলড়্তিনি জনগণের মনোভাব বুঝতে পেরেছিলেন এবং তা কার্যকরভাবে প্রকাশ করেছিলেন। ফলে ভোটাররা তার প্রতি আস্থা রেখেছেন। এর সবই অর্থহীন হয়ে যেত, যদি ভোটারদের মধ্যে তাদের মতামত প্রকাশের সেই সাহস, দৃঢ়তা ও শক্তি না থাকতড়্যা তারা রেকর্ড সংখ্যক ভোট দিয়ে প্রমাণ করেছেন।
আমাদের নির্বাচন মামদানির নির্বাচনের মতো শাসক শ্রেণিকে নাড়িয়ে দেওয়ার অর্থে হয়তো এক নয়, কিন্তু গণতন্ত্রে ফিরে আসার অর্থে একই রকম গুরুত্বপূর্ণ। আমরা আবারও আশা করছি, আমরা এমন এক প্রাণবন্ত সংসদের দোরগোড়ায়, যেখানে সরকার ও ক্ষমতাসীন দলকে জবাবদিহিতার আওতায় আনা সম্ভব হবে; যেখানে আমলাতন্ত্র 'প্রভু' নয়, 'সেবক' হিসেবে কাজ করবে; যেখানে পুলিশ আইন প্রয়োগ করবে, 'আইনের ঊর্ধ্বে' থাকবে না।
আমাদের মতে, এই নির্বাচন নিয়ে সবার প্রত্যাশা একটি শব্দেই ধারণ করা যায়ড়্জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠা। এত বছর ধরে আমরা জবাবদিহিতা দেখিনি। শেষ পর্যন্ত আমাদের কাছে নির্বাচন আসছে দীর্ঘ ১৭ বছর পর এবং আশা করি এটি অবাধ ও সুষ্ঠু হবে।
নিউইয়র্ক সিটির মেয়র নির্বাচন থেকে আমাদের শেখার অনেক কিছু আছে। অনেকেই হয়তো বলবেন যে দুটির প্রেক্ষাপট ভিন্ন। একটি যুক্তরাষ্ট্রে, অন্যটি বাংলাদেশে। কিন্তু এই ভিন্নতা কেবল বাহ্যিক। আসল সাদৃশ্য রয়েছে ক্ষমতাকে জবাবদিহির আওতায় আনার মধ্যে। আর এখানেই মূল শিক্ষাড়্কীভাবে ভোটারদের হৃদয়ে পৌঁছাতে হয়, তাদের আস্থা অর্জন করতে হয়, তাদের উজ্জীবিত করে পাশে দাঁড় করাতে হয়। মামদানির জন্য কাজ করেছেন ৫০ হাজারেরও বেশি স্বেচ্ছাসেবকড়্যাদের অধিকাংশই তরুণ। ভোটাররা তার প্রতি এমন গভীর আস্থা রেখেছিল যে, সব ঝুঁকি নিতে প্রস্তুত ছিল। তারা পিছু হটেনি। বাংলাদেশি ভোটারদের কি এমন সুযোগ দেওয়া হবে? চ্যালেঞ্জ শুধু তাদের কাছে পৌঁছানো নয়, বরং তাদের ক্ষমতায়ন। জনগণের মতামতই যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, এই আত্মবিশ্বাস তাদের দেওয়াটা জরুরি। মামদানি তার নির্বাচনী কৌশল ব্যাখ্যা করে বলেছেন, সাধারণত রাজনীতিবিদরা ভোটারদের কাছে যান তাদের পরিকল্পনা জানাতে এবং বলেন, তাতে জনগণের কী উপকার হবে। কিন্তু মামদানি উল্টো পথে হেঁটেছেন। তিনি জানতে চেয়েছিলেন জনগণ কী চায়। মামদানি বলেছিলেন, 'সবাই বলেছে, তারা চায় নিউইয়র্ক শহর যেন তাদের জন্য সাশ্রয়ী হয়। তাই আমরা আমাদের প্রচারণা চালিয়েছি জীবনযাত্রার খরচ কমানোর লক্ষ্যকে সামনে রেখে।' বাংলাদেশে আমাদের রাজনীতিবিদরা কি কখনো ভোটারদের জিজ্ঞেস করেন, তারা কী চান? এবার তারা কী করবেন?
আমরা আশা করেছিলাম, জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের আট মাসের সংলাপ শেষে সব রাজনৈতিক দলের মধ্যে একটি শক্তিশালী ঐকমত্য গড়ে উঠবে অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন আয়োজনের লক্ষ্যে। কিন্তু এটা আমাদের প্রত্যাশা ছিল না যে, তারা নানা শর্ত জুড়ে দেবে এবং সেখানে হুমকিও থাকবে। আমাদের *বাকি অংশ ৪৬ পৃষ্ঠায়*

জোহরান মামদানির জয়, বাস্তবতা নাকি ক্যারিশমা?

ড. সুজিত কুমার দত্ত

ড. সুজিত কুমার দততঃ নিউইয়র্ক সিটির নতুন ইতিহাস রচিত হলো ২০২৫ সালের নির্বাচনে। মাত্র ৩৪ বছর বয়সে জোহরান মামদানি যখন যুক্তরাষ্ট্রের বৃহত্তম শহরের মেয়র নির্বাচিত হলেন, তখন তা শুধু প্রজন্মগত পরিবর্তনের প্রতীক নয়, বরং আদর্শিক পুনর্জাগরণের এক ঘোষণাও।
আফ্রিকায় জন্ম নেওয়া, ভারতীয় বংশোদ্ভূত এই তরুণ অভিবাসী রাজনীতিক এমন এক সময়ে দায়িত্ব গ্রহণ করলেন, যখন আমেরিকান রাজনীতি আবার নতুন করে সংজ্ঞায়িত হচ্ছে প্রগতিশীলতা বনাম স্থবির ঐতিহ্যবাদের সংঘর্ষে। এমন এক নির্বাচনে, যেখানে সাবেক গভর্নর অ্যান্ড্রু মার্ক কুওমো নিউইয়র্ক রাজনীতির এক প্রভাবশালী নাম এবং রিপাবলিকান প্রার্থী কার্টিস স্লিওয়ার মতো শক্ত প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন, সেখানে মামদানির জয় ছিল বিস্ময়কর।
ভোট গ্রহণ শেষ হওয়ার মাত্র ৩৫ মিনিটের মধ্যেই অ্যাসোসিয়েটেড প্রেস তার জয় ঘোষণা করে। নিউইয়র্কবাসী শুধু একজন নতুন মুখকে বেছে নেননি; তারা এক নতুন দৃষ্টিভঙ্গি, এক নতুন রাজনীতির ভাষা গ্রহণ করেছেন।
জোহরান মামদানির বিজয়কে 'জেনারেশনাল আপরাইজিং' বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। এক শতাব্দীর মধ্যে সবচেয়ে কনিষ্ঠ মেয়র হিসেবে তার অভিষেক ইঙ্গিত দিচ্ছে নিউইয়র্কবাসী এখন এমন নেতৃত্ব চায়, যা তাদের বাস্তব জীবন ও ভবিষ্যতের সাথে সংযুক্ত।
এই প্রজন্ম জলবায়ু পরিবর্তন, সামাজিক বৈষম্য, আবাসন সংকট, পুলিশ সংস্কার এবং অভিবাসী অধিকার এসব ইস্যুকে কেবল রাজনৈতিক প্রতিশ্রুতি নয়, জীবনের প্রাত্যহিক বাস্তবতা হিসেবে দেখে। মামদানি ঠিক সেই প্রজন্মের প্রতিনিধি, যিনি বারবার বলেছেন, 'নিউইয়র্ক শুধু ধনীদের শহর নয়, এটি শ্রমিকদের, শিক্ষার্থীদের, অভিবাসীদের এবং স্বপ্নদর্শীদের শহর।'
তার প্রচারণা তরুণ ভোটারদের মধ্যে বিরাট সাড়া ফেলেছিল। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে তিনি ছিলেন সরাসরি, সৎ ও ব্যতিক্রমী রাজনৈতিক ভাষার জটিল অলংকারের পরিবর্তে ব্যবহার করেছেন মানবিক গল্প। অনেক তরুণ কর্মী বলেছেন, মামদানির প্রচারাভিযান ছিল 'রাজনীতি নয়, আন্দোলন' যেখানে মানুষ নিজেদের ভবিষ্যতের অংশীদার হিসেবে দেখেছে।
মামদানির প্রচারণার কেন্দ্রবিন্দুতে ছিল 'ইকোনমিক জাস্টিস ফর অল' অর্থনৈতিক ন্যায়বিচারের প্রতিশ্রুতি। নিউইয়র্কের ক্রমবর্ধমান আয়-বৈষম্য, গৃহহীনতার সংকট এবং জীবনযাত্রার ব্যয় বৃদ্ধির মধ্যে তিনি প্রস্তাব করেছেন এমন এক শহরব্যাপী পরিকল্পনা, যেখানে উন্নয়ন মানে কেবল আকাশচুম্বী ভবন নয়, বরং মানুষের মর্যাদাপূর্ণ জীবন।
তিনি বলেছেন, 'যদি নিউইয়র্ক বিশ্বের রাজধানী হয়, তবে এখানে কোনো নাগরিকের ঘুমানোর জায়গা না থাকা সভ্যতার ব্যর্থতা।' তার বাজেট প্রস্তাবে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে সাশ্রয়ী মূল্যের আবাসন প্রকল্প, শ্রমিক অধিকার সুরক্ষা, ও গণপরিবহন ব্যবস্থার সংস্কার। 'রেন্ট জাস্টিস' ভাড়ার ন্যায্যতা মামদানির অন্যতম মূল ইস্যু ছিল, যা নিম্ন আয়ের নিউইয়র্কবাসীদের মধ্যে গভীর সাড়া তোলে। এই ইস্যুগুলোর মাধ্যমে মামদানি নিজেকে এমন এক রাজনীতিক হিসেবে প্রতিষ্ঠা করেছেন, যিনি অর্থনৈতিক শক্তির বিপরীতে সামাজিক ন্যায়ের পক্ষে দাঁড়াতে সাহস করেন।
জোহরান মামদানির জয় বিচ্ছিন্ন কোনো ঘটনা নয়; এটি যুক্তরাষ্ট্রে ডেমোক্র্যাটিক পার্টির প্রগতিশীল পুনরুত্থানেরই অংশ। এবারের নির্বাচনে ডেমোক্র্যাটরা একাধিক গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গরাজ্যে সাফল্য দেখিয়েছে। দ্য গার্ডিয়ান এর বিশ্লেষণে বলা হয়েছে, মামদানির ঐতিহাসিক জয়ের দিনই ভার্জিনিয়ায় অ্যাবিগেইল স্প্যানবার্গার প্রথম নারী গভর্নর হিসেবে নির্বাচিত হন; নিউ জার্সিতে সাবেক নৌবাহিনী কর্মকর্তা মিকি শেরিল রিপাবলিকান ব্যবসায়ী জ্যাক সিয়াটারেলিকে পরাজিত করেন এবং ক্যালিফোর্নিয়ায় গভর্নর গ্যাভিন নিউজমের রিডিস্ট্রিকটিং প্রস্তাব ('প্রপ ৫০') পাস হয়েছে, যা ডেমোক্র্যাটদের জন্য কংগ্রেসে পাঁচটি নতুন আসন তৈরি করতে পারে।
রয়টার্স লিখেছে, 'প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের পুনর্নির্বাচনের পর এটি ছিল প্রথম বড় নির্বাচন, যেখানে ডেমোক্র্যাটরা তাদের শক্তি প্রদর্শন করেছে। মামদানির বিজয় সেই ধারার অংশ।' অর্থাৎ, মামদানির জয় কেবল নিউইয়র্কের নয় এটি জাতীয় পর্যায়ে প্রগতিশীল রাজনীতির শক্তি পুনঃপ্রতিষ্ঠার প্রতীক।
নিউইয়র্ক, যার ইতিহাস অভিবাসন, সংস্কৃতি ও বাণিজ্যের সংমিশ্রণে গঠিত, বরাবরই ছিল আমেরিকার রাজনৈতিক মাইক্রোকসম। *বাকি অংশ ৪৬ পৃষ্ঠায়*

কনগ্রেশনাল প্রক্লেমেশনপ্রাপ্ত, এক্সিডেন্ট কেইসেস
ও ইমিগ্রেশন বিষয়ে অভিজ্ঞ যুক্তরাষ্ট্র
সুপ্রিম কোর্টের এটর্নী এট ল’

এটর্নী মঈন চৌধুরী

Moin Choudhury, Esq.

Hon. Democratic District Leader at Large, Queens, NY

মাননীয় ডেমোক্রেটিক ডিস্ট্রিক্ট লিডার এট লার্জ, কুইন্স, নিউইয়র্ক।

সাবেক ট্রাষ্টি বোর্ড সদস্য-বাংলাদেশ সোসাইটি, ইন্‌ক.

917-282-9256

Moin Choudhury, Esq

Email: moinlaw@gmail.com

Moin Choudhury is admitted in the United States Supreme Court and MI State only. Also admitted in the U.S. Court of International Trade located in NYC

Timothy Bompart
Attorney at Law

এক্সিডেন্ট কেইসেস

বিনামূল্যে পরামর্শ
কনস্ট্রাকশন কাজে দূর্ঘটনা
গাড়ী/ বিল্ডিং এ দুর্ঘটনা/ হাসপাতালে
বিকলাঙ্গ শিশুর জন্য
ফেডারেল ডিজএবিলিটি
(কোন অগ্রিম ফি নেয়া হয় না)
Immigration

(To Schedule Appointment Only)
Call:917-282-9256
E-mail: moinlaw@gmail.com

Moin Choudhury
Attorney at Law

Law offices of Timothy Bompart : 37-11 74 St., Suite 209, Jackson Heights, NY 11372
Manhattan Office By Appointment Only.
Moin Choudhury Law Firm, P.C. 29200 Southfield Rd, Suite # 108, Southfield, MI 48076

Timothy Bompart is admitted in NY only. Moin Choudhury is admitted in MI State only and the U.S Supreme Court.

‘মামদানি মডেল’ কি নিউইয়র্কের বাইরেও ছড়িয়ে পড়বে

আদিত্য চক্রবর্তী

জোহরান মামদানি বেড়ে উঠেছেন বলা যায় ডোনাল্ড ট্রাম্পের আমলে। ২০১৬ সালে বার্নি স্যান্ডার্সের প্রেসিডেন্ট প্রার্থিতার প্রচার দেখে তিনি সমাজতন্ত্রের দিকে ঝুঁকেছিলেন। ওই বছরটি শেষ পর্যন্ত আমাদের ট্রাম্পের ‘প্রথম সংস্করণ’কে উপহার দিয়েছিল।

গত বছর নভেম্বর মাসে ট্রাম্প দ্বিতীয় মেয়াদে নির্বাচিত হওয়ার পরপরই মামদানি ভোটারদের কাছে যান এই প্রশ্ন নিয়েড়কেন তাঁরা এই লোকটিকে ভোট দিলেন? তাঁদের সঙ্গে সেই কথোপকথনগুলোই তাঁকে নিউইয়র্কের মেয়র হিসেবে লড়াইয়ের জন্য প্রস্তুত করেছিল। সেই আলাপচারিতার ভিডিওটিও সময়ের রাজনীতিকে বোঝার জন্য গুরুত্বপূর্ণ এক দলিল।

আমরা যারা বিল ক্লিনটন আর টনি ব্লেয়ারের রাজনৈতিক কৌশলের বিষয়ে জানি, তারা হয়তো এমন ‘জনতার কথা শোনা’ ধাঁচের অনুষ্ঠানের বিষয়ে সন্দিহান থাকি। কারণ, এ ধরনের অনুষ্ঠানে ক্ষমতার প্রতিনিধি এবং তাঁর সহযোগীরা আলোঝলমলে হলঘরে ‘জনতার পাশে’ থাকার অভিনয় করেন। কিন্তু মামদানির প্রচার একেবারেই তেমন নয়।

মামদানি ব্রঙ্কসের এক রাস্তার মোড়ে হাতে একটি প্ল্যাকার্ড নিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন; যেন তিনি এক দৃঢ়বিশ্বাসী ধর্মপ্রচারক। তিনি প্রচলিত রাজনৈতিক বুলি আওড়াননি। তিনি সরাসরি কথা বলেছেন সেই সব মানুষের সঙ্গে যাদের চেহারায় ক্লান্তি, শরীরে নাগরিক শ্রান্তি। তাঁরা আগে কখনো কোনো রাজনৈতিক ক্ষমতাধর লোকের সঙ্গে এমনভাবে কথা বলেননি, এমনকি মামদানির মতো ছোট পরিসরের কোনো আইনপ্রণেতার সঙ্গেও নয়।

এই মানুষেরা মামদানিকে মন খুলে বলেছেন, কেমন করে জীবনের প্রতিদিনের চাহিদাগুলো পূরণ করা তাঁদের পক্ষে অসম্ভব হয়ে উঠেছে; কীভাবে রাজনীতি তাঁদের জীবনকে সংকীর্ণ করে ফেলছে। এই মানুষেরা রাজনীতিকদের ব্যর্থ লোক হিসেবেই দেখেন। জনগণের এই হতাশাই একসময় ট্রাম্পকে হোয়াইট হাউসে তুলেছিল। এই হতাশার কারণেই মামদানি আজ আমেরিকার বৃহত্তম শহর নিউইয়র্কের মেয়র।

বিশ্লেষকেরা প্রায়ই ট্রাম্প আর মামদানিকে পাশাপাশি রেখে তুলনা করেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাঁদের বক্তব্য ‘দুজনেই টিকটকে জনপ্রিয়’ বা ‘দুজনেই পপুলিস্ট’ড় ধরনের কথায় গিয়ে শেষ হয়। কিন্তু এই তুলনার গভীরে আরও বড় বিষয় আছে। দুজনেই নিউইয়র্কের মানুষ। কিন্তু তাঁরা এই শহরের দুই বিপরীত দিককে তুলে ধরেন। ট্রাম্প তুলে ধরেন ম্যানহাটানের দালানকোঠার ছবি। আর মামদানি হন সাধারণ মানুষের পাড়া-মহল্লার প্রতিনিধি। তাঁদের দুজনকে দেখলে মনে হয়, আমেরিকার দুই ভিন্ন ভবিষ্যৎ মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আছে।

ট্রাম্প টেনে নিচ্ছেন দেশকে জাতিগত বিভাজন আর নির্মম অর্থনীতির পথে। আর মামদানি অভিবাসী ও সাধারণ নাগরিকদের পাশে এমন এক শহরের স্বপ্ন নিয়ে দাঁড়াচ্ছেন, যেখানে সবার জন্যই বেঁচে থাকা সম্ভব। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো মামদানি বুঝতে পেরেছেন, শহরের শ্রমজীবী মানুষ মানে শুধু শ্বেতাঙ্গ নয়; তাঁদের মধ্যে কৃষ্ণাঙ্গ, বাদামি ও অভিবাসীরাও আছেন।

ট্রাম্পের মতো লোকেরা যে ভয়াবহ বিপদের প্রতীক, তা গভীরভাবে ভাবলেই বোঝা যায়। আর সেটি বোঝা গেলেই বোঝা যায়, কেন মানুষ মামদানির মধ্যে এতটা আশা খুঁজে পেয়েছে। কয়েকটা উদাহরণ দিইড়গত সেপ্টেম্বর ট্রাম্পের দেহরক্ষীরা হুন্দাই কারখানা থেকে দক্ষিণ কোরিয়ার কয়েকজন প্রকৌশলীকে ধরে নিয়ে যান। সব কাগজপত্র ঠিকঠাক থাকার পরও জোর করে তাঁদের দেশ থেকে হাজার মাইল দূরে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। তার পরের মাসে যুক্তরাষ্ট্রে বৈধ ভিসা নিয়ে ভ্রমণরত এক ব্রিটিশ সাংবাদিককে আইসিই কর্মকর্তারা ধরে নিয়ে যান। কারণ, তিনি ইসরায়েলের নৃশংসতার সমালোচনা করেছিলেন।

মামদানির জনপ্রিয়তার উৎস শুধু তাঁর তারুণ্য, আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্ব নয়। তাঁর প্রতি এই প্রবল আগ্রহের মূল কারণ হলো, তিনিই প্রথম বামপন্থী রাজনীতিক, যিনি দেখিয়েছেন ট্রাম্পবাদের মুখোমুখি দাঁড়ানোই শুধু নয়, সেটিকে পরাজিত করাও সম্ভব। এটাই আমাদের সময়ের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক চ্যালেঞ্জড়আর নিউইয়র্কের নতুন মেয়র তা ভালোভাবেই জানেন।

বিজয় ভাষণে তিনি কৃতজ্ঞতা জানানোর পর বলেছিলেন, ‘যদি কেউ ট্রাম্পের বিশ্বাসঘাতকতায় ক্ষতবিক্ষত একটি জাতিকে দেখাতে পারে কীভাবে তাকে পরাজিত করতে হয়, তবে সেই শহরই পারে, যে শহর ট্রাম্পকে তৈরি করেছিল।’

এক বছর ধরে ট্রাম্পের দ্বিতীয় আমলে মধ্যপন্থী ও মধ্য- *বাকি অংশ ৪২ পৃষ্ঠায়*

অদৃশ্য সুতায় ঝুলছে বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ নির্বাচন

মো. কামরুল ইসলাম

চব্বিশের জুলাই আন্দোলন অনেক অপ্রাপ্তির পরিসমাপ্তি ঘটিয়েছে। সেই ওয়ান-ইলেভেন থেকে দীর্ঘ প্রায় ১৭ বছর একটি অবাধ, সুষ্ঠু, শান্তিপূর্ণ নির্বাচনের অপেক্ষায় সারাদেশ। অপেক্ষা নিরপেক্ষ সরকারের অধীন নির্বাচন হবে উৎসবমুখর। জনগণের প্রত্যাশার পারদ ছিল ঊর্ধ্বমুখী। সময়ের পরিক্রমায় দিনলিপির পৃষ্ঠা যতই সম্মুখে অগ্রসর হচ্ছে একটি অনিশ্চিত সম্ভাবনা যেন কড়া নাড়ছে। সাধারণ নাগরিকদের মধ্যে হতাশা কাজ করছে। সবাই একটি নির্বাচিত সরকারের প্রত্যাশার বীজ বপন করছে। ফল আসবে কিনা সে ভাবনাও পেয়ে বসেছে।

জুলাই সনদ, কিছুদিন উচ্চ কক্ষ-নিম্ন কক্ষ নিয়ে জোর আলোচনা, স্থানীয় সরকার নির্বাচন, পিআর পদ্ধতি, গণভোটসহ আরও কত ইস্যু নিয়ে তোলপাড় রাজনৈতিক অঙ্গন। এসব আলোচনার শেষ কোথায়, আমার বিশ্বাস দেশের জনগণ তো নয়ই রাজনৈতিক দলগুলো নিজেদের মধ্যে ধূম্রজাল তৈরি করেছে। সরকারের ঘোষণা অনুযায়ী জাতীয় সংসদ নির্বাচনের আর মাত্র তিন মাস বাকি সেখানে রাজনৈতিক দলগুলো ব্যস্ত ভিন্ন ভিন্ন ইস্যু নিয়ে। কখনো কখনো গুজব ডালপালা গজিয়ে সশস্ত্র বাহিনীর প্রতিও আঙুল প্রদর্শন করছে।

এইসব আলোচনা-সমালোচনার কেন্দ্রবিন্দু হলো সোশ্যাল মিডিয়া। বিশেষ করে ফেসবুক, ইউটিউবসহ নানা মাধ্যম। সোশ্যাল মিডিয়া মেইনস্ট্রিম মিডিয়াকে চ্যালেঞ্জের মুখে ফেলে দিচ্ছে। কোনো কোনো সংবাদমাধ্যম আরও এক ধাপ এগিয়ে যেমন ফেসবুকের কোনো মেসেজকে ফ্যাক্টচেক না করে নিউজ করে দিচ্ছে তেমনি কিছু কিছু কনটেন্ট ক্রিয়েটর কিংবা ইউটিউবারদের কনটেন্ট থেকে সংবাদ পরিবেশন করে সাধারণ জনগণকে বিভ্রান্ত করে দিচ্ছে। উড়ো খবর নিয়ন্ত্রণ এখন কঠিন থেকে কঠিনতর হয়ে যাচ্ছে। যা সমাজ ও রাষ্ট্র পরিচালন ব্যবস্থায় অস্থিরতা কাজ করছে।

জাতীয় নির্বাচনের প্রাক্কালে নানা ইস্যুতে নানা সমীকরণ নিয়ে কাজ করছে রাজনৈতিক দলগুলো। জুলাই আন্দোলনের পর কিছু ঘটনার পুনরাবৃত্তি দেখতে পাচ্ছি।

অতীতে নির্বাচনের নামে সরকার সমর্থিত কিছু রাজনৈতিক দল ও আওয়ামী লীগ ‘নির্বাচননাটক’ মঞ্চস্থ করেছে। প্রায় প্রতিটি নির্বাচনে জাতীয় পার্টির লুকোচুরি খেলার মুখস্থ প্ল্যাটফর্ম দেখতে হয়েছে, বিরোধী রাজনৈতিক দলের পরিচয়ে ১৪ দলের বিশেষ করে হাসানুল হক ইনু’র জাসদ, রাশেদ খান মেননের ওয়ার্কার্স পার্টি, সাম্যবাদী দলগুলো নিয়ে নির্বাচন নির্বাচন খেলায় মেতে উঠেছিল।

বিভিন্ন সময় নির্বাচন কমিশনের ক্যারিশমা দেখার সুযোগ পেয়েছে দেশের জনগণ। কখনো বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ১৫১ আসন, কখনো দিনের ভোট রাতে আবার কখনো আমি-ডামি’র নির্বাচন।

এবার দল হিসেবে আওয়ামী লীগ যেমন রাজনীতির বাইরে তেমনই তাদের সমর্থিত জাতীয় পার্টি এবং ১৪ দলও নেই রাজনীতির মাঠে। প্রায় ৩৫-৪০ শতাংশ ভোটারের অনিশ্চয়তা আগামী নির্বাচনে। এটাও বর্তমান সরকার ও নির্বাচন কমিশনের জন্য এক বিরাট চ্যালেঞ্জ। সেই চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করার জন্য পর্যাপ্ত প্রস্তুতি কি আছে নির্বাচন কমিশনের? তা সময় বলে দেবে।

আজ যারা তরুণ তারা তাদের জ্ঞান-বুদ্ধি হওয়ার পর এখন পর্যন্ত নাগরিক হিসেবে ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারেনি। রাষ্ট্র সেই অধিকার তুলে দিতে পারেনি তার নাগরিকদের। অধীর আগ্রহে তারা প্রথমবারের মতো নির্বাচনে ভোট দেওয়ার অপেক্ষায়, নেতা নির্বাচন করার জন্য অপেক্ষায়, সেই অপেক্ষার প্রহরটা কি সরলভাবে দেখা দিচ্ছে? মনে নানা প্রশ্নের উদ্রেক ঘটছে। এসব প্রশ্নের সহজ সরল উত্তর রাষ্ট্রকেই দিতে হবে।

অনেক আশা-ভরসার কেন্দ্রবিন্দুতে অবস্থান করছে বর্তমান অন্তর্বর্তীকালীন সরকার। সারা বিশ্বের কাছে অতি সমাদৃত শান্তিতে নোবেল বিজয়ী ডক্টর মুহাম্মদ ইউনূস।

দেশের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি কোন অবস্থায় আছে দেশের জনগণই ভালো বলতে পারবে। একজন নাগরিক হিসেবে অসহিষ্ণু পরিবেশের মধ্যে আছি তা বলতে পারি।

পুলিশ এখনো আস্থার জায়গায় পৌঁছাতে পারেনি। সড়কে বের হলেই দেখা যায় ট্রাফিক সার্জেন্টদের সড়কে শৃঙ্খলা ফেরাতে মামলায় ব্যস্ত সময় পার করতে হচ্ছে, অথচ সড়কে অস্বাভাবিক ট্রাফিক জটের কারণে মানুষের নাভিশ্বাস ওঠার উপক্রম সেদিকে কোনো ভ্রুক্ষেপ নেই। স্বাধীনতার *বাকি অংশ ৪৬ পৃষ্ঠায়*

Advanced SENIOR CARE
ADVANCED SENIOR DAY CARE
DAY CARE SERVICE
We have strong connections with MLTC.
Anthem
SWH Senior Whole Health.
VILLAGECAREMAX
And More
SHAHAB UDDIN SAGOR
MANAGING DIRECTOR
NIMME NAHAR
DIRECTOR
উত্তম সেবাই আমাদের লক্ষ্য
718 799 1007
• We Provide Transportation for Pick-up and Drop Off
• Both Halal and Vegetarian Food Option
CONTACT US
daycare@shahabsagor.com
220-05, Jamaica Ave, NY 11428

শুল্কনীতি নিয়ে সুপ্রীম কোর্টের শুনানিতে তীব্র প্রশ্নের মুখে ট্রাম্প

পরিচয় ডেস্ক: ব্যাপক হারে বিভিন্ন দেশের ওপর শুল্ক প্রয়োগ নিয়ে এক মামলায় সুপ্রিম কোর্টে বুধবার (৫ নভেম্বর) তীব্র প্রশ্নের মুখে পড়েছেন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। এই মামলা প্রেসিডেন্টের এজেন্ডা এবং বিশ্ব অর্থনীতির ওপর বড় প্রভাব ফেলতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে।

বিচারপতিদের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ হোয়াইট হাউজের আমদানি শুল্ক আরোপের যুক্তি নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন, যাদের মধ্যে একাধিক রক্ষণশীলও রয়েছেন। যদিও প্রেসিডেন্টের দাবি, যুক্তরাষ্ট্রের উৎপাদনভিত্তি পুনরুদ্ধার ও বাণিজ্য ঘাটতি দূর করতে এই শুল্ক প্রয়োজনীয়।

একাধিক ক্ষুদ্র ব্যবসা প্রতিষ্ঠান এবং কয়েকটি অঙ্গরাজ্য এই পদক্ষেপগুলোর বিরুদ্ধে চ্যালেঞ্জ জানিয়েছে। তাদের অভিযোগ, প্রেসিডেন্ট তার সাংবিধানিক ক্ষমতার সীমা অতিক্রম করে কার্যত করের সমান এই শুল্ক আরোপ করেছেন।

নয়জনের মধ্যে ছয়জন রক্ষণশীল বিচারপতি নিয়ে পরিচালিত যুক্তরাষ্ট্রের সর্বোচ্চ আদালত সাধারণত বড় কোনো সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে কয়েক মাস সময় নেয়। তবে অনেকেই মনে করছেন, এই মামলায় আদালত দ্রুত রায় দিতে পারে। একে ট্রাম্প প্রশাসনের প্রেসিডেন্টের ক্ষমতা সম্প্রসারণ প্রচেষ্টার প্রথম বড় পরীক্ষা হিসেবেও দেখা হচ্ছে।

তাহলে কি আপনার বক্তব্য এই যে প্রতিটি দেশকেই প্রতিরক্ষা ও শিল্পের জন্য হুমকি বিবেচনা করে শুল্ক আরোপ করতে হয়েছে? যেমন, স্পেন? ফ্রান্স? এমনটাই প্রশ্ন করেছেন বিচারপতি অ্যামি কনি ব্যারেট, যাকে নিয়োগ দিয়েছিলেন খোদ ট্রাম্প।

বিচারপতি বলেন, কিছু দেশের ক্ষেত্রে তা বোঝা যায়, কিন্তু আমাকে বোঝান এতগুলো দেশের ওপর পারস্পরিক শুল্ক নীতি প্রয়োগের প্রয়োজন কেন পড়লো? বিলিয়ন ডলারের শুল্ক অর্থ ঝুঁকিতে রয়েছে। যদি ট্রাম্প প্রশাসন মামলায় হেরে যায়, তাহলে সরকারকে সংগৃহীত অর্থের একটি বড় অংশ ফেরত দিতে হতে পারে। ব্যারেটের ভাষায় এটা সম্পূর্ণ বিশৃঙ্খল পরিস্থিতি তৈরি করতে পারে।

হোয়াইট হাউজের পক্ষ থেকে শুনানিতে অর্থমন্ত্রী স্কট বেসেন্ট, বাণিজ্যমন্ত্রী হাওয়ার্ড লুটনিক এবং মার্কিন বাণিজ্য প্রতিনিধি জেমিসন গ্রিয়ার উপস্থিত ছিলেন। হোয়াইট হাউজ জানিয়েছে, আদালত যদি তাদের পক্ষে রায় না দেয়, তবে তারা বিকল্প পথ খুঁজবে।

হোয়াইট হাউজ সব সময়ই 'প্ল্যান বি'-এর জন্য প্রস্তুত থাকে। শুনানির আগে এক বিবৃতিতে বলেন হোয়াইট হাউজের প্রেস সেক্রেটারি ক্যারোলিন লেভিট।

দেশ-ধ্বংসকারী সংকট নিয়ে বিতর্ক

১৯৭৭ সালের ইন্টারন্যাশনাল ইমার্জেন্সি ইকোনমিক পাওয়ার্স অ্যাক্ট (আইইইপিএ) আইনকে কেন্দ্র করে মামলাটি চলছে, যেখানে জরুরি পরিস্থিতিতে প্রেসিডেন্টকে বাণিজ্য 'নিয়ন্ত্রণের' ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে।

চীন, মেক্সিকো ও কানাডা থেকে আসা পণ্যের ওপর কর আরোপ করতে ফেব্রুয়ারিতে প্রথমবারের মতো আইইইপিএ ব্যবহার করেন ট্রাম্প। তিনি দাবি করেন, এসব দেশ থেকে পাচার হয়ে আসা মাদক যুক্তরাষ্ট্রের জন্য এক ধরনের 'জরুরি অবস্থা' সৃষ্টি করেছে।

এরপর এপ্রিল মাসে তিনি আবারও একই আইন প্রয়োগ করে বিশ্বের প্রায় সব দেশের পণ্যের ওপর ১০ থেকে ৫০ শতাংশ পর্যন্ত শুল্ক আরোপের নির্দেশ দেন। সেসময় তার যুক্তি ছিল, যুক্তরাষ্ট্রের বাণিজ্য ঘাটতি অর্থাৎ *বাকি অংশ ৫১ পৃষ্ঠায়*

দক্ষিণ চীন সাগরে আমেরিকা ও চীনের একে অন্যকে ঘেরাওয়ের চেষ্টা

পরিচয় ডেস্ক: ২০১৩ থেকে ২০১৫ সালের মধ্যে বেইজিং দক্ষিণ চীন সাগরের আরও দক্ষিণাঞ্চলে সাতটি সামরিক ঘাঁটি গড়ে তোলেড়এর মধ্যে তিনটি ছিল বড় আকারের বিমানঘাঁটি।

এ যেন পুরনো এক দৃশ্যের পুনরাবৃত্তি। দক্ষিণ চীন সাগরে আবারও মুখোমুখি আমেরিকা ও চীন, দুটি পরাশক্তি যারা এখন বিশ্বের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূরাজনৈতিক দাবার ছকে ঘুঁটি সাজাচ্ছে। এইবার কেন্দ্রবিন্দুতে আছে স্কারবারো শোল বা ফিলিপাইনের উপকূল থেকে ২৫০ কিলোমিটার দূরের এক ক্ষুদ্র প্রবালপ্রাচীর, কিন্তু যার চারপাশে জড়ো হয়েছে সামরিক উত্তেজনা, কূটনৈতিক সমীকরণ আর শক্তির প্রদর্শন।

অক্টোবরের ২৬ তারিখে মার্কিন নৌবাহিনীর বিশালাকার বিমানবাহী রণতরী ইউএসএস নিমিৎজ-এ ঘটে আকস্মিক দুই দুর্ঘটনা। প্রথমে একটি হেলিকপ্টার দক্ষিণ চীন সাগরে বিধ্বস্ত হয়, এর আধাঘণ্টার মধ্যেই ক্র্যাশ করে একটি এফ-১৮ সুপার হরনেট যুদ্ধবিমান। কী ঘটেছিল, তা নিয়ে মার্কিন সামরিক বাহিনী নীরব থাকলেও প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প সাংবাদিকদের বলেন, "খারাপ জ্বালানিচ ছিল কারণ।

তবে সামরিক পর্যবেক্ষকরা বলছেন, চীনের মারাত্মক ইলেকট্রনিক জ্যামিং সক্ষমতার শিকার হয়ে দুর্ঘটনাগ্রস্ত হতে পারে আকাশযান দুটি। তাই মার্কিন কর্তৃপক্ষ ধামাচাপা দিতে চাইছে।

কারণ যাই হোক, এই ক্ষতি এমন সময় ঘটল যখন দক্ষিণ চীন সাগরে পরিস্থিতি ছিল বহু বছরের মধ্যে সবচেয়ে স্নায়ুচাপপূর্ণ। মার্কিন নৌবহরের এই উপস্থিতি কেবল সামরিক তৎপরতা নয়, বরং একটি রাজনৈতিক বার্তাড়বিশেষ করে বেইজিং ও ম্যানিলার মধ্যে বাড়তে থাকা সংঘাতের প্রেক্ষিতে।

স্কারবারো শোল: নতুন সংঘাতের পুরনো মঞ্চ

ফিলিপাইনের অর্থনৈতিক অঞ্চলের ভেতরে অবস্থিত এই প্রবালপ্রাচীরের দখল নিয়ে বিতর্ক দীর্ঘদিনের। ২০১২ সালে চীন ফিলিপাইনের জাহাজগুলোকে এলাকা থেকে সরিয়ে দিয়ে কার্যত ওই এলাকার নিয়ন্ত্রণ *বাকি অংশ ৫১ পৃষ্ঠায়*

বন্ধু মোদিকে মহান ব্যক্তি বলে ভারত সফরের ইঙ্গিত দিলেন ট্রাম্প

পরিচয় ডেস্ক: ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির প্রশংসা করে তাকে একজন মহান ব্যক্তি এবং বন্ধু হিসেবে উল্লেখ করেছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। সেই সঙ্গে ট্রাম্প ইঙ্গিত দিয়েছেন যে আগামী বছরে তিনি ভারত সফর করতে পারেন। দুই দেশের মধ্যে বাণিজ্যিক সম্পর্ক জোরদারের অংশ হিসেবে ট্রাম্প ভারত সফর করতে পারেন বলে জানিয়েছে ভারতীয় সংবাদমাধ্যম এনডিটিভি। ওজন কমানোর ওষুধের দাম কমাতে নতুন এক চুক্তি ঘোষণা করার পর হোয়াইট হাউসে সাংবাদিকদের ট্রাম্প বলেছেন, প্রধানমন্ত্রী মোদির সঙ্গে তার আলোচনা চমৎকার হয়েছে। মার্কিন প্রেসিডেন্ট বলেছেন, তিনি (মোদি) রাশিয়া থেকে তেল কেনা মূলত বন্ধ করেছেন। তিনি আমার বন্ধু এবং আমরা কথা বলি। মোদি চান আমি সেখানে (ভারত) যাই। আমরা এটি ঠিক করব এবং আমি যাবো।

ট্রাম্প আরও বলেছেন, প্রধানমন্ত্রী মোদি একজন মহান ব্যক্তি এবং আমি সেখানে যাচ্ছি।

আগামী বছর ভারত সফরের পরিকল্পনা করছেন কিনা- এমন প্রশ্নের জবাবে মার্কিন প্রেসিডেন্ট বলেন, হ্যাঁ, এটা হতে পারে।

ভারতের উপর অধিক শুল্কারোপ করায় দেশ দুইটির মধ্যে সম্পর্ক অনেকটা জটিলতায় পড়ে। গত আগস্টে নিউ ইয়র্ক টাইমসের প্রতিবেদনে বলা হয়, কোয়াডের সম্মেলনে ভারত সফর করছেন না ট্রাম্প।

যুক্তরাষ্ট্র থেকে ১ বিলিয়ন ডলারে সয়াবিন কিনবে বাংলাদেশের তিন প্রতিষ্ঠান

পরিচয় ডেস্ক: আগামী এক বছরে যুক্তরাষ্ট্র থেকে ১ বিলিয়ন ডলারের সয়াবিন কেনার ঘোষণা দিয়েছে বাংলাদেশের তিন শীর্ষ সয়াবিন প্রক্রিয়াজাতকারী প্রতিষ্ঠান মেঘনা গ্রুপ, সিটি গ্রুপ এবং ডেল্টা অ্যাগ্রো।

ঢাকাস্থ মার্কিন দুতাবাস থেকে পাঠানো এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়। সম্প্রতি, যুক্তরাষ্ট্র সয়াবিন এক্সপোর্ট কাউন্সিলের সঙ্গে স্বাক্ষরিত এই চুক্তিকে দুই দেশের কৃষিবাণিজ্য সম্পর্ক জোরদারের গুরুত্বপূর্ণ অগ্রগতি হিসেবে দেখা হচ্ছে।

এ বিষয়ে যুক্তরাষ্ট্রের চার্জ দ্য অ্যাফেয়ার্স ট্রেসি জ্যাকবসন বলেন, বাংলাদেশ এখন যুক্তরাষ্ট্রের কৃষিপণ্যের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ বাজারে পরিণত হয়েছে।

তিনি আরও জানান, এই চুক্তির ফলে আগামী বছরে বাংলাদেশে যুক্তরাষ্ট্রের সয়াবিন রপ্তানি তিনগুণ বাড়বে, যা দুই দেশের অর্থনৈতিক সম্পর্ক আরও মজবুত করবে।

যুক্তরাষ্ট্র মিশনের মুখপাত্র পূর্ণিমা রায় বলেন, এই চুক্তি বাংলাদেশ-যুক্তরাষ্ট্র কৃষি বাণিজ্য ও কৌশলগত অংশীদারত্বে নতুন মাইলফলক যুক্ত করেছে। *বাকি অংশ ২০ পৃষ্ঠায়*

ট্রাম্পের জনপ্রিয়তায় ধস, তবুও ভোটারদের মন জয় করতে পাচ্ছে না ডেমোক্র্যাটরা জানা গেল জরিপে

পরিচয় ডেস্ক: ওয়াশিংটন পোস্ট-এবিসি নিউজ-ইপসোস পরিচালিত নতুন এক জনমত জরিপ অনুযায়ী, যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের কর্মকাণ্ডে বেশিরভাগ আমেরিকানই অসন্তুষ্ট এবং তাদের মতে, তিনি ক্ষমতার অপব্যবহার করছেন। তবে ২০২৬ সালের মধ্যবর্তী নির্বাচনের এক বছর আগে এই জরিপে ডেমোক্র্যাটিক পার্টির জন্য তেমন কোনো সুখবর নেই। ট্রাম্পের প্রতি নেতিবাচক মনোভাবের কোনো সুবিধাই তারা নিতে পারছে না এবং রিপাবলিকান ও ডেমোক্র্যাটড়ূউভয় দলের প্রতি ভোটারদের সমর্থন প্রায় সমানভাবে বিভক্ত।

জরিপে দেখা গেছে, সার্বিকভাবে ৪১ শতাংশ আমেরিকান ট্রাম্পের কাজকে সমর্থন করছেন, যেখানে ৫৯ শতাংশই তার কাজের বিরোধী। ২০২১ সালের জানুয়ারিতে ক্যাপিটল হিলে হামলার এক সপ্তাহ পরের জরিপের পর এটিই ট্রাম্পের প্রতি সর্বোচ্চ অসন্তোষের হার।

তবে রিপাবলিকান ভোটারদের মধ্যে ট্রাম্পের জনপ্রিয়তা এখনও অটুট। ৮৬ শতাংশ রিপাবলিকান তাকে সমর্থন করছেন। অন্যদিকে, ৯৫ শতাংশ ডেমোক্র্যাট এবং ৬৯ শতাংশ স্বতন্ত্র ভোটার তার কাজের বিরোধী।

অর্থনীতি, অভিবাসন, শুল্ক, ফেডারেল সরকার পরিচালনা, অপরাধ ও মধ্যপ্রাচ্য ও ইউক্রেন সংঘাতসহ আটটি বিষয়ের মধ্যে প্রায় সব ক্ষেত্রেই জনগণ ট্রাম্পের কার্যপ্রণালীকে অসন্তোষজনক মনে করছে। কেবল ইসরায়েল ও গাজার পরিস্থিতিতে বিরোধ কিছুটা কম, তবু ৫২ শতাংশ জনগণ অসন্তুষ্ট।

ট্রাম্প প্রধানত নির্বাহী আদেশের মাধ্যমে শাসন করছেন, যা ফেডারেল সরকার, নির্বাচনী ব্যবস্থা, বেসরকারি খাত ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসহ নানা ক্ষেত্রে বিতর্ক সৃষ্টি করেছে। এসব আদেশকে চ্যালেঞ্জ করে একাধিক মামলা হয়েছে, যা এখনও বিচারাধীন।

জরিপে দেখা গেছে, ৬৪ শতাংশ মনে করছেন ট্রাম্প রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা বাড়ানোর চেষ্টায় অনেকটা অতিরিক্ত করছেন। পাশাপাশি বেশিরভাগই তার সরকারের কর্মচারী ছাঁটাই, ন্যাশনাল গার্ডকে শহরে পাঠানো ও কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে নীতি পরিবর্তনের চেষ্টা নিয়ে অতিরিক্ত পদক্ষেপ মনে করছেন।

অভিবাসন, বৈধ প্রবেশপথ বন্ধ করা ও ডিইআই (বৈচিত্র্য, সমতা ও অন্তর্ভুক্তি) প্রোগ্রামের বিরোধ নিয়ে জনগণ বিভক্ত।

ভোটারদের আস্থা পাচ্ছে না ডেমোক্র্যাটরাও

ট্রাম্পের জনপ্রিয়তা কমলেও ডেমোক্র্যাটরা এর কোনো রাজনৈতিক সুবিধা নিতে পারছে না। জরিপে দেখা গেছে, আমেরিকানরা প্রেসিডেন্ট এবং উভয় রাজনৈতিক দলকেই জনবিচ্ছিন্ন বলে মনে করে। তবে এক্ষেত্রে ডেমোক্র্যাটদের প্রতি অসন্তোষ সবচেয়ে বেশি।

৬৩ শতাংশ আমেরিকান ট্রাম্পকে এবং ৬১ শতাংশ রিপাবলিকান দলকে জনবিচ্ছিন্ন মনে করলেও, ৬৮ শতাংশের মতে ডেমোক্র্যাটরা জনবিচ্ছিন্ন।

২০২৬ সালের নির্বাচনে কংগ্রেসের নিয়ন্ত্রণ নেওয়ার আশা করছে ডেমোক্র্যাটরা। কিন্তু বর্তমান জরিপ একটি তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ নির্বাচনের ইঙ্গিত দিচ্ছে। আজ নির্বাচন হলে, নিবন্ধিত ভোটারদের মধ্যে ৪৬ শতাংশ ডেমোক্র্যাট প্রার্থীকে এবং ৪৪ শতাংশ রিপাবলিকান প্রার্থীকে ভোট দেবেন বলে জানিয়েছেন। ট্রাম্পের প্রথম মেয়াদের এই সময়ে ডেমোক্র্যাটরা ১১ পয়েন্টে এগিয়ে ছিল।

ডেমোক্র্যাটদের জন্য একটি বড় সমস্যা হলো, যারা ট্রাম্পের কাজের সমর্থক, তাদের প্রায় ৯০ শতাংশই রিপাবলিকান প্রার্থীকে ভোট *বাকি অংশ ৫১ পৃষ্ঠায়*

সরকারি শাটডাউন: যুক্তরাষ্ট্রে ৫ হাজারের বেশি ফ্লাইট বাতিল, যাত্রায় বিলম্ব

পরিচয় ডেস্ক: কর্মী স্বল্পতা মোকাবিলায় ফেডারেল এভিয়েশন অ্যাডমিনিস্ট্রেশন (এফএএ) ফ্লাইট ৪ শতাংশ কমানোর জন্য একটি জরুরি আদেশ জারি করেছে। পরিস্থিতি এভাবে চলমান থ াকলে আগামী সপ্তাহে ১০ শতাংশ ফ্লাইট কমানো হতে পারে।

সরকারি শাটডাউনের সময় এয়ারলাইনগুলোকে ফ্লাইট চলাচল কমাতে বাধ্য করার নতুন নির্দেশনার প্রথম দিনেই শুক্রবার ৫,০০০-এর বেশি মার্কিন ফ্লাইট বাতিল বা বিলম্বিত হয়েছে। খবর বিবিসির।

ঐতিহাসিক ফেডারেল তহবিল সংকটের মধ্যে বেতন ছাড়াই কাজে যোগ দেওয়া এয়ার ট্র্যাফিক কন্ট্রোলার এবং অন্যান্য ফেডারেল কর্মীদের ওপর চাপ কমানোর জন্য দেশটির ৪০টি বৃহত্তম বিমানবন্দরে শুক্রবার থেকে এই নতুন নিয়ম কার্যকর হয়েছে।

ডেমোক্র্যাটিক ও রিপাবলিকান পার্টির আইনপ্রণেতারা গুরুত্বপূর্ণ সরকারি ব্যয়সংক্রান্ত বিল নিয়ে সমঝোতায় পৌঁছাতে ব্যর্থ হওয়ায় যুক্তরাষ্ট্রে কেন্দ্রীয় সরকারের কার্যক্রম বন্ধ বা শাটডাউন শুরু হয় গত ১ অক্টোবর থেকে।

গত মাসে শাটডাউন শুরু হওয়ার পর থেকে অত্যাবশ্যকীয় কর্মীরা সংসার চালানোর জন্য অসুস্থতার কথা বলে ছুটি নিচ্ছেন বা অন্য কাজ করছেন।

কর্মী স্বল্পতা মোকাবিলায় ফেডারেল এভিয়েশন অ্যাডমিনিস্ট্রেশন (এফএএ) ফ্লাইট ৪ শতাংশ কমানোর জন্য একটি জরুরি আদেশ জারি করেছে। পরিস্থিতি এভাবে চলমান থাকলে আগামী সপ্তাহে ১০ শতাংশ ফ্লাইট কমানো হতে পারে।

এফএএ-এর মতে, নিউইয়র্ক, লস অ্যাঞ্জেলেস, শিকাগো এবং ওয়াশিংটন ডিসি-র মতো প্রধান ভ্রমণ কেন্দ্রগুলোকে প্রভাবিত করা এই নির্দেশনাটি এমন সময়ে এলো, যখন এয়ার ট্র্যাফিক কন্ট্রোলাররা কর্মী *বাকি অংশ ৫০ পৃষ্ঠায়*

অবসরের ঘোষণার পর ন্যান্সি পেলোসিকে ‘শয়তান মহিলা’ বললেন ট্রাম্প

পরিচয় ডেস্ক: প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প সাবেক হাউস স্পিকার ও ডেমোক্রেটিক পার্টির প্রবীণ নেত্রী ন্যান্সি পেলোসিকে ‘একজন শয়তান মহিলা’ বলে আখ্যা দিয়েছেন। যুক্তরাষ্ট্রের কংগ্রেসের নিম্নকক্ষ হাউস অব রিপ্রেজেনটেটিভ থেকে অবসরের ঘোষণা দেওয়ার পর এমন মন্তব্য করেন ট্রাম্প।

বৃহস্পতিবার (৬ নভেম্বর) এক ভিডিও বার্তায় ন্যান্সি পেলোসি জানান, ২০২৭ সালের জানুয়ারিতে তার বর্তমান মেয়াদ শেষ হওয়ার পর আর কংগ্রেসে প্রার্থী হবেন না।

এ বিষয়ে প্রতিক্রিয়া জানাতে গিয়ে ওভাল অফিসে সাংবাদিকদের ট্রাম্প বলেন, ‘আমি মনে করি, তিনি ছিলেন একজন শয়তান মহিলা। তার খারাপ কাজের কারণে দেশের অনেক ক্ষতি হয়েছে এবং ভাবমূর্তি নষ্ট হয়েছে। তিনি ছিলেন অত্যন্ত খারাপ।’

ট্রাম্প আরও বলেন, ‘আমি মনে করি, তিনি অবসরের ঘোষণা দিয়ে দেশের উপকার করেছেন। তিনি দেশের জন্য একটি বিশাল বোঝা ছিলেন।’

ডোনাল্ড ট্রাম্প ও ন্যান্সি পেলোসির রাজনৈতিক সম্পর্ক দীর্ঘদিন ধরেই তিক্ত। দুইজনের মধ্যে বহুবার প্রকাশ্যে বাকযুদ্ধ ও রাজনৈতিক বিরোধ দেখা গেছে।

৮৫ বছর বয়সী পেলোসি যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাসে প্রথম নারী হাউস স্পিকার। ২০০৩ থেকে ২০২৩ পর্যন্ত টানা দুই দশক ডেমোক্র্যাট দলের নেতৃত্ব দিয়েছেন প্রতিনিধি পরিষদে। *বাকি অংশ ৫০ পৃষ্ঠায়*

দক্ষিণ আফ্রিকায় শ্বেতাঙ্গ নির্যাতনের অভিযোগ তুলে যুক্তরাষ্ট্রের জি-২০ সম্মেলন বয়কট

পরিচয় ডেস্ক: দক্ষিণ আফ্রিকায় অনুষ্ঠেয় জি-২০ সম্মেলনে যোগ দেবে না যুক্তরাষ্ট্র। মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প দাবি করেছেন, দক্ষিণ আফ্রিকায় শ্বেতাঙ্গদের ওপর নির্যাতন-নিপীড়ন ও গণহত্যা চলছে। এসব বন্ধ না হওয়া পর্যন্ত যুক্তরাষ্ট্রের কোনো সরকারি প্রতিনিধি দক্ষিণ আফ্রিকায় যাবেন না।

প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প তাঁর সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম ট্রুথ সোশ্যালে লিখেছেন, ‘দক্ষিণ আফ্রিকায় জি-২০ সম্মেলন আয়োজন করা লজ্জাজনক। আফ্রিকানরা সেখানে বসতি স্থাপনকারী ডাচ, ফরাসি ও জার্মান বংশোদ্ভূত শ্বেতাঙ্গদের হত্যা করছে, তাদের জমি ও খামার জোর করে দখল করছে। যত দিন সেখানে এ ধরনের মানবাধিকার লঙ্ঘন চলবে, তত দিন পর্যন্ত কোনো মার্কিন প্রতিনিধি সেখানে যাবে না।’

তবে দক্ষিণ আফ্রিকার পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় যুক্তরাষ্ট্রের এই সিদ্ধান্তকে দুঃখজনক বলে উল্লেখ করেছে। তারা এক বিবৃতিতে বলেছে, আফ্রিকানারদের (দক্ষিণ আফ্রিকায় বসতি স্থাপনকারী ডাচ, ফরাসি ও জার্মান বংশোদ্ভূত শ্বেতাঙ্গ) একচেটিয়া শ্বেতাঙ্গ জনগোষ্ঠী *বাকি অংশ ৫০ পৃষ্ঠায়*

অনলাইন প্রতারণায় অস্থিতিশীল বাংলাদেশের ১ বিলিয়ন ডলারের এয়ার টিকিটের বাজার

পরিচয় ডেস্ক: কিছু অনলাইন ট্রাভেল এজেন্সির (ওটিএ) বারবার প্রতারণায় মারাত্মক অস্থিরতায় পড়েছে বাংলাদেশের প্রায় এক বিলিয়ন ডলারের বিমান পরিবহন খাত। খাতসংশ্লিষ্টরা বলছেন, নিয়ন্ত্রক সংস্থাগুলোর নজরদারির অভাব ও দীর্ঘদিনের উদাসীনতায় এই বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয়েছে।

গত দুই মাসে অন্তত তিনটি অনলাইন ট্রাভেল এজেন্সি বন্ধ হয়ে বাজার থেকে উধাও হয়ে গেছে। অভিযোগ রয়েছে, তারা গ্রাহকদের কাছ থেকে অগ্রিম শত শত কোটি টাকা নিয়েছে, যাদের বেশিরভাগই ছোট ও মাঝারি ট্রাভেল এজেন্ট। অনেক যাত্রীও পড়েছেন বিপাকে; আকর্ষণীয় ছাড় ও অগ্রিম টিকিট অফারে ফেঁসে তারা প্রতারিত হয়েছেন। যদিও পরে দেখা যায়, এসব অফারের বেশিরভাগই ভুয়া বা প্রতারণামূলক।

শুধু ওটিএ নয়, দীর্ঘদিনের কিছু প্রতিষ্ঠিত ট্রাভেল এজেন্সির বিরুদ্ধেও এমন অভিযোগ উঠেছে, যা এই খাতে নিয়ন্ত্রণ ও জবাবদিহির ঘাটতি স্পষ্ট করেছে।

খাতসংশ্লিষ্টদের মতে, এসব প্রতারণার মূল কারণ হচ্ছে অনলাইন ট্রাভেল এজেন্সি (ওটিএ) নিয়ন্ত্রণে নির্দিষ্ট নীতির অভাব, শক্তিশালী মনিটরিং ব্যবস্থার ঘাটতি, যার ফলে ট্রাভেল এজেন্টরা যাত্রীদের অনুমতি ছাড়াই টিকিট বাতিলের সুযোগ নিয়ে একের পর এক প্রতারণা ঘটনা ঘটাচ্ছে।

ফ্লাই ফার ইন্টারন্যাশনাল কেলেঙ্কারির এক সপ্তাহ না যেতেই

অক্টোবর মাসে হঠাৎ করেই “ট্রাভেল বিজনেস পোর্টালচ নামের আরেকটি ওটিএ বন্ধ হয়ে যায়। প্রতিষ্ঠানটি শত শত গ্রাহকের কাছ থেকে অগ্রিম টাকা নিয়ে উধাও হয়েছে।

এর আগে আগস্টে ফ্লাইট এক্সপার্টের মালিকরা শত শত কোটি টাকার গ্রাহক অর্থ নিয়ে দেশ ছাড়েন বলে অভিযোগ ওঠে। দুই মাসের ব্যবধানে এটিই তৃতীয় বড় ওটিএ কেলেঙ্কারি।

এইসব ঘটনায় ইতোমধ্যে একাধিক ট্রাভেল এজেন্ট থানায় মামলা ও অভিযোগ করেছেন। তবে এটি কোনো বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয় ড় এর আগে ২৪টিকিট ডটকম, ফ্লাইটবুকিং ডটকমসহ আরও কয়েকটি কোম্পানির বিরুদ্ধেও একই অভিযোগ উঠেছিল, যেগুলোর এখনো কোনো সমাধান হয়নি।

ট্রাভেল এজেন্টদের শীর্ষ সংগঠন- অ্যাসোসিয়েশন অব ট্রাভেল এজেন্টস অব বাংলাদেশের (আটাব) মহাসচিব আসফিয়া জান্নাত সালেহ টিবিএসকে বলেন, “অতিরিক্ত মূল্য ছাড়, এডভান্স পেমেন্ট কালেকশন, ক্যাশব্যাক প্রভৃতি প্রলোভন দেখিয়ে অনলাইন ট্রাভেল এজেন্সিগুলো বিপুল টাকা হাতিয়ে নেয়। এরপর হঠাৎ করে উধাও হয়ে যায়। এসব বন্ধ করার জন্য আমরা একাধিকবার মন্ত্রণালয়ে চিঠি দিয়েছি। কার্যকর ব্যবস্থা নিলে বারবার এমন প্রতারণা হতো না।চ

সরকারের বিলম্বিত পদক্ষেপ

একের পর এক অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে সরকার অবশেষে নড়েচড়ে বসেছে। ট্রাভেল এজেন্সিগুলোর নিয়ন্ত্রণ ও নিবন্ধন আইন সংশোধন করে খসড়া অধ্যাদেশ প্রকাশ করেছে।

এতে প্রস্তাব করা হয়েছেড় কোনো এজেন্সি *বাকি অংশ ৪৪ পৃষ্ঠায়*

অক্টোবরে বাংলাদেশের মূল্যস্ফীতি কমেও ৮.১৭ শতাংশ

পরিচয় ডেস্ক: পয়েন্ট-টু-পয়েন্ট ভিত্তিতে বাংলাদেশেচলতি বছরের অক্টোবরে মূল্যস্ফীতি কমে হয়েছে ৮.১৭ শতাংশ। গত সেপ্টেম্বরে যা ছিল ৮.৩৬ শতাংশ। আর গত বছরের অক্টোবরে এ হার ছিল ১০.৮৭ শতাংশ।

বুধবার প্রকাশিত বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর (বিবিএস) সর্বশেষ প্রতিবেদনে এ চিত্র উঠে এসেছে।

পর্যালোচনায় দেখা গেছে, মূল্যস্ফীতির এ হার গত ৩৯ মাসের মধ্যে সর্বনিম্ন। এর আগে সর্বনিম্ন মূল্যস্ফীতি ছিল ২০২২ সালের জুলাই মাসে, ৭.৪৮ শতাংশ। এর পর মূল্যস্ফীতি ঊর্ধ্বমুখী ছিল। ২০২৪ সালের জুলাই মাসে মূল্যস্ফীতি ছিল সর্বোচ্চ ১১.৬৬ শতাংশ।

বিবিএস কর্মকর্তারা জানান, অক্টোবর মাসে খাদ্য মূল্যস্ফীতি কমলেও বেড়েছে খাদ্যবহির্ভূত মূল্যস্ফীতি। খাদ্যবহির্ভূত মূল্যস্ফীতির প্রভাব সাধারণ মূল্যস্ফীতিতে পড়েছে।

বিবিএসের তথ্য অনুযায়ী, চলতি বছরের অক্টোবরে খাদ্য মূল্যস্ফীতি দাঁড়িয়েছে ৭.০৮ শতাংশ, যা ২০২২ সালের এপ্রিলের পর অর্থাৎ, গত ৪২ মাসের মধ্য সর্বনিম্ন। ওই সময় খাদ্য মূল্যস্ফীতি ছিল ৬.২৩ শতাংশ।

অন্যদিকে খাদ্যবহির্ভূত মূল্যস্ফীতি বেড়ে হয়েছে ৯.১৩ শতাংশ, যা গত সেপ্টেম্বর মাসে ছিল ৮.৯৮ শতাংশ। তুলনামূলকভাবে গত বছরের অক্টোবর মাসে খাদ্য মূল্যস্ফীতি ছিল ১২.৬৬ শতাংশ এবং খাদ্যবহির্ভূত মূল্যস্ফীতি ছিল ৯.৩৪ শতাংশ।

বিশ্বব্যাংক ঢাকা অফিসের সাবেক মুখ্য অর্থনীতিবিদ জাহিদ হোসেন বলেন, বিবিএসের তথ্য অনুযায়ী গ্রামে সাধারণ মূল্যস্ফীতি কমলেও শহরে বেড়েছে। গ্রাম ও শহর উভয় স্থানে খাদ্য মূল্যস্ফীতি কমেছে। তবে বেড়েছে খাদ্যবহির্ভূত মূল্যস্ফীতি।

অক্টোবরে গ্রামীণ পর্যায়ে সাধারণ পয়েন্ট-টু-পয়েন্ট মূল্যস্ফীতি দাঁড়িয়েছে ৮.১৬ শতাংশে, যা সেপ্টেম্বর ২০২৫-এ ছিল ৮.৪৭ শতাংশ এবং গত বছরের একই সময়ে (অক্টোবর ২০২৪) ছিল ১১.২৬ শতাংশ।

খাদ্যখাতে গ্রামীণ *বাকি অংশ ৩৩ পৃষ্ঠায়*

বাংলাদেশের ‘ওষুধশিল্প ২০২৫ সালের মধ্যে ৬ বিলিয়ন ডলার ছাড়াবে’

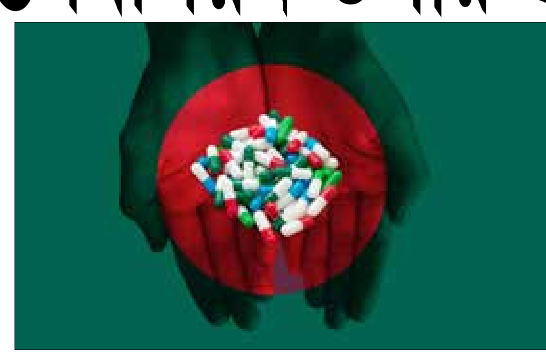

পরিচয় ডেস্ক: বাংলাদেশের ওষুধশিল্প দ্রুত সম্প্রসারণের মধ্য দিয়ে নতুন প্রবৃদ্ধির সম্ভাবনা তৈরি করেছে। তবে বাড়তি প্রতিযোগিতা, নীতিগত অনিশ্চয়তা, সুদের চাপ, মুদ্রার অবমূল্যায়ন ও তালিকাভুক্ত কোম্পানির স্বল্পতা শিল্পটির সামনে বড় চ্যালেঞ্জ হিসেবে দেখা দিচ্ছে। গবেষণা-উন্নয়ন, উৎপাদন সম্প্রসারণ ও মূলধন সংগ্রহে পুঁজিবাজার হতে পারে বড় সহায়তা। তাই নীতিগত স্থিতিশীলতা, কর প্রণোদনা ও স্বচ্ছ বাজারকাঠামো নিশ্চিত করা জরুরি।

গত বুধবার ৫ নভেম্বররাজধানীর গুলশানে বাংলাদেশ ঔষধ শিল্প সমিতির (বিএপিআই) কার্যালয়ে ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ (ডিএসই) ও বিএপিআইয়ের মতবিনিময় সভায় বক্তারা এসব কথা বলেন। সভায় ডিএসই চেয়ারম্যান মমিনুল ইসলামের নেতৃত্বে পাঁচ সদস্যের প্রতিনিধিদল ও বিএপিআইয়ের সভাপতি আব্দুল মুক্তাদিরের নেতৃত্বে সংগঠনের নেতারা উপস্থিত ছিলেন।

বক্তারা জানান, দেশের ওষুধশিল্প ২০২৫ সালের মধ্যে ৬ বিলিয়ন মার্কিন ডলার অতিক্রম করবে বলে আশা করা হচ্ছে। বর্তমানে ২৫৭টি কার্যকর ওষুধ কোম্পানির উৎপাদিত ওষুধ ১৫০টির বেশি দেশে রপ্তানি হচ্ছে। জিডিপিতে ফার্মাসিউটিক্যালস খাতের অবদান ১ দশমিক ৮৩ শতাংশ। বিএপিআই সভাপতি এবং ইনসেপ্টা ফার্মাসিউটিক্যালসের চেয়ারম্যান ও ব্যবস্থাপনা *বাকি অংশ ৪৪ পৃষ্ঠায়*

বিশ্বের যে ১০টি দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংকে সবচেয়ে বেশি সোনা মজুত রয়েছে

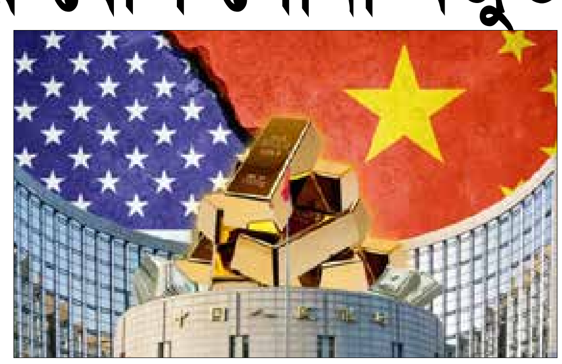

পরিচয় ডেস্ক: ২০২৫ সালে এসে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, জার্মানি, ইতালি, ফ্রান্স, রাশিয়া এবং চীনের মতো দেশগুলো সবচেয়ে বেশি সোনার মালিক হয়ে উঠেছে, যা বিশ্বজুড়ে অনিশ্চয়তার মধ্যেও তাদের অর্থনীতিকে রাখছে সুরক্ষিত।

মুদ্রাস্ফীতি, মুদ্রার ঝুঁকি আর আর্থিক সংকট থেকে নিজেদের অর্থনীতিকে বাঁচাতে কেন্দ্রীয় ব্যাংকগুলো সোনার মজুতকে ব্যবহার করে এক অস্ত্র হিসেবে। ২০২৫ সালে এসে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, জার্মানি, ইতালি, ফ্রান্স, রাশিয়া এবং চীনের মতো দেশগুলো সবচেয়ে বেশি সোনার মজুতের মালিক হয়ে উঠেছে, যা বিশ্বজুড়ে অনিশ্চয়তার মধ্যেও তাদের অর্থনীতিকে রাখছে সুরক্ষিত। পিছিয়ে নেই ভারতসহ অন্যান্য দেশগুলোও, তারাও বাড়িয়ে চলেছে তাদের সোনার ভান্ডার।

১. মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র: ৮,১৩৩ টনেরও বেশি সোনার মালিক

বিশ্বের সবচেয়ে বেশি সোনার মজুত রয়েছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের হাতে, যার পরিমাণ ৮,১৩৩ টনেরও বেশি। এই বিপুল পরিমাণ সোনার বেশিরভাগই ফোর্ট নক্সের দুর্ভেদ্য ভল্টে সুরক্ষিত আছে। এই বিশাল মজুত কেবল মার্কিন *বাকি অংশ ৪৪ পৃষ্ঠায়*

KARNAFULLY HOME CARE

KARNAFULLY HOME CARE LLC

A TRUSTED INSTITUTION FOR HOME CARE SERVICES

WE ARE LICENSED HOME CARE SERVICES AGENCY

We Care
Your Family
Like Ours

LHCSAs

Our Services in New York Counties

We Provide The Following Home Care Services

HHA (Home Health Aide)
PCA (Personal Care Assistant)
CDPAP (Consumer Directed Personal Assistance Program)

Service Areas (Boroughs & Counties)

- Queens
- Nassau
- Suffolk
- Bronx
- Westchester
- Dutchess
- Orange
- Rockland
- Sullivan
- Ulster

Main Office
37-20 74th Street, 2nd Fl,
Jackson Heights, NY, 11372

Jamaica Office
167-18 Hillside Ave, 2nd Fl,
Jamaica, NY, 11432

NYS Department of Health LHCSAs

Mohammed Hasem, EA, MBA
President and CEO

MBA in Accounting
IRS Enrolled Agent
Admitted to Practice before the IRS
IRS Certifying Acceptance Agent

Fax: 347-338-6799
347-621-6640

কারও দলীয় স্বার্থ বাস্তবায়ন করা অন্তর্বতী সরকারের কাজ নয় - বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান

পরিচয় ডেস্ক: কারও দলীয় স্বার্থ বাস্তবায়ন করা অন্তর্বতী সরকারের কাজ নয় বলে উল্লেখ করেছেন বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান।

শনিবার (৮ নভেম্বর) রাজধানীর কৃষিবিদ ইনস্টিটিউটে বিএনপির আয়োজনে হিন্দু প্রতিনিধি সম্মেলনে লন্ডন থেকে ভার্চুয়ালি যুক্ত হয়ে তিনি এ কথা বলেন।

ফ্যাসিবাদমুক্ত বাংলাদেশে জনগণের ভোটের মাধ্যমে জনগণের প্রতি দায়বদ্ধ ও জবাবদিহিমূলক একটি গণতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠাই অন্তর্বতী সরকারের অন্যতম প্রধান কর্তব্য বলে উল্লেখ করেন তারেক।

তিনি এও বলেন,ওঅবশ্যই কারও দলীয় স্বার্থ বাস্তবায়ন করা এই সরকারের কাজ নয়। এ কারণে বিএনপি এই সরকারের প্রতি কোনো রকম চাপ প্রয়োগ করার পরিবর্তে বরং ভিন্ন মতের জায়গাগুলোতে নোট অব ডিসেন্ট দিয়েছে। এটাকেই বিএনপি ডিসেন্ট ওয়ে বলে মনে করে৺

অনুষ্ঠানে উপস্থিতদের উদ্দেশে তারেক বলেন,ওআপনাদের ধর্মীয় পরিচয় কেউ যাতে দলীয় স্বার্থে ব্যবহার করতে না পারে, সে ব্যাপারে আপনারা সজাগ থাকবেন। নিজেদের অবশ্যই সংখ্যালঘু ভাববেন না। বাংলাদেশে সবার অধিকার সমান। বিএনপির কাছে দেশ ও জনগণের স্বার্থই অগ্রাধিকার৺

তিনি বলেন, ওদেশ যদি অস্থিতিশীল হয়ে ওঠে, তাহলে পরাজিত ও পলাতক ফ্যাসিবাদী অপশক্তির পুনর্বাসনের পথ সুগম হতে পারে। ফ্যাসিবাদী আমলে ফ্যাসিবাদবিরোধীদের কেউ কেউ যে উপায়ে গুপ্ত কৌশল অবলম্বন করেছিল, পতিত ও পরাজিত অপশক্তিও বর্তমানে একইভাবে গুপ্ত কৌশল অবলম্বন করে দেশকে গণতন্ত্রের পথে উত্তরণের পথকে বাধাগ্রস্ত করে তুলছে কি না, সে ব্যাপারে সজাগ দৃষ্টি রাখার জন্য আমি সরকার ও গণতান্ত্রিক শক্তিগুলোর প্রতি বিশেষভাবে আহ্বান জানাই৺

ওগুপ্ত বাহিনীর সেই অপকৌশল থেকে রক্ষা পাওয়ার অন্যতম বাকি অংশ ৪৭ পৃষ্ঠায়

জুলাই সনদ নিয়ে বিএনপি প্রতিবাদ করলে সরকার টিকবে না - গয়েশ্বর রায়

পরিচয় ডেস্ক: জুলাই সনদ ইস্যুতে বিএনপি প্রতিবাদের পথ বেছে নিলে বর্তমান সরকার টিকে থাকতে পারবে না বলে মন্তব্য করেছেন দলটির স্থায়ী কমিটির সদস্য গয়েশ্বর চন্দ্র রায়। তিনি বলেন, বিএনপি ধৈর্য ধরে পরিস্থিতি মোকাবিলা করছে এবং এই সরকারের অধীনেই অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচনের প্রত্যাশা রাখছে।

রোববার (২ নভেম্বর) সকালে ডক্টরস অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশের (ড্যাব) নবগঠিত পূর্ণাঙ্গ কমিটির নেতৃবৃন্দকে সঙ্গে নিয়ে বিএনপির প্রতিষ্ঠাতা জিয়াউর রহমানের সমাধিতে শ্রদ্ধা জানান গয়েশ্বর। পরে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে তিনি বলেন, “জুলাই সনদ ইস্যুতে জাতির সঙ্গে প্রতারণা করা হয়েছে, যা জনগণ বুঝে গেছে। সরকার এ বিষয়ে নীরব থাকলেও বিএনপি জনগণের সামনে বিষয়টি তুলে ধরছে।”

বিএনপিকে ঘিরে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সমালোচনার জবাবে গয়েশ্বর বলেন, “আগামী দিনে রাষ্ট্রক্ষমতায় আসার সম্ভাবনা থাকায় বিএনপিকে বিতর্কিত করার চেষ্টা চলছে।” তিনি আরও বলেন, “বিএনপি অন্য দলগুলোকে প্রতিদ্বন্দ্বী মনে করে না।”

এত শক্তি প্রদর্শন আপনাদের মানায় না -অন্তর্বতী সরকারকে কড়া হুঁশিয়ারি বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য

পরিচয় ডেস্ক: জুলাই সনদ ও গণভোট নিয়ে সৃষ্ট মতভেদ নিরসনে রাজনৈতিক দলগুলোকে অন্তর্বতী সরকারের সময়সীমা বেঁধে দেওয়ার তীব্র সমালোচনা করেছেন বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য সালাহউদ্দিন আহমদ। ড. মুহাম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বে এই সরকার নিরপেক্ষতা লঙ্ঘন করে একটি দলের পক্ষ নিয়ে তাদেরকে দিয়ে আলোচনার প্রস্তাব দিচ্ছে বলে অভিযোগ করেন বিএনপির সর্বোচ্চ নীতিনির্ধারণী ফোরামের এই নেতা।

সরকারের বেঁধে দেওয়া সময়সীমার আগের দিন ৮ নভেম্বর শনিবার রাজধানীতে এক অনুষ্ঠানে তিনি এসব কথা বলেন। ঐতিহাসিক ৭ নভেম্বর জাতীয় বিপ্লব ও সংহতি দিবসের ৫০ বছর পূর্তি উপলক্ষে বিকেলে কাকরাইলের ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশনে আলোচনা সভার আয়োজন করে ছাত্রদল।

স্থায়ী কমিটির এই সদস্য বলেন, ‘সরকারের উদ্দেশে বলতে চাচ্ছি, আমরা মনে করেছিলাম, জাতীয় ঐকমত্য কমিশন রেফারির ভূমিকা পালন করবে। অন্তর্বতী সরকার অত্যন্ত নিরপেক্ষভাবে তার দায়িত্ব পালন করবেন; তত্ত্বাবধায়ক সরকারের ভূমিকা পালন করবেন। অথচ এখন আপনারা রেফারি হয়ে হাত দিয়ে একটা গোল দিয়ে দিয়েছেন। এখন বলছেন, রাজনৈতিক দলগুলোকে সিদ্ধান্ত নিতে হবে সাত দিনের মধ্যে, না হলে আমরা সিদ্ধান্ত নেব।’

দলগুলোকে এভাবে সময় বেঁধে দেওয়ার এখতিয়ার অন্তর্বতী সরকারের নেই বলে মনে করেন সালাহউদ্দিন বাকি অংশ ৪৭ পৃষ্ঠায়

গণভোট ছাড়া নির্বাচন অর্থহীন - লন্ডনে জামায়াত আমির ডা. শফিকুর রহমান

পরিচয় ডেস্ক: বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর আমির ডা. শফিকুর রহমান বলেছেন, জাতীয় নির্বাচনের আগে গণভোট অনুষ্ঠিত না হলে সেই নির্বাচন কার্যকর হবে না।

যুক্তরাষ্ট্র সফর শেষে লন্ডনে যাত্রাবিরতিকালে শুক্রবার (৩১ অক্টোবর) এক সংবাদ সম্মেলনে তিনি বলেন, ‘বাংলাদেশে জুলাই সনদের বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে হলে আগে গণভোট আয়োজন করতে হবে। গণভোট ছাড়া নির্বাচনের কোনো বাস্তব মূল্য থাকবে না।’ বাকি অংশ ৪৭ পৃষ্ঠায়

চার দিনের সফরে বাংলাদেশে পাকিস্তান নৌবাহিনীর জাহাজ ‘পিএনএস সাইফ’

চার দিনের শুভেচ্ছা সফরে আজ শনিবার (০৮ নভেম্বর) বাংলাদেশ নৌবাহিনীর জাহাজওপিএনএস সাইফ৺ চট্টগ্রাম বন্দরে এসে পৌঁছেছে। বাংলাদেশ নৌবাহিনীর অফিশিয়াল ফেসবুক পেইজ থেকে এই তথ্য জানানো হয়েছে। ক্যাপ্টেন সুজাত আব্বাস রাজার নেতৃত্বে আগত জাহাজটি বন্দরে পৌঁছালে কমান্ডার (চট্টগ্রাম নৌ অঞ্চল)-এর পক্ষ থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে স্বাগত জানানো হয়। এ সময় বাংলাদেশে নিযুক্ত পাকিস্তান দূতাবাসের প্রতিনিধি এবং বাংলাদেশ নৌবাহিনীর ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারাও উপস্থিত ছিলেন। এর আগে, জাহাজটি বাংলাদেশের জলসীমায় প্রবেশ করলে বাংলাদেশ নৌবাহিনীর জাহাজওবানৌজা স্বাধীনত৺ আনুষ্ঠানিকভাবে একে অভ্যর্থনা জানায়।

নৌবাহিনীর পক্ষ থেকে জানানো হয়, এই শুভেচ্ছা সফর বাংলাদেশ ও পাকিস্তান নৌবাহিনীর মধ্যে বিদ্যমান বন্ধুত্বপূর্ণ ও সহযোগিতামূলক সম্পর্ককে আরও সুদৃঢ় করবে বলে আশা করা হচ্ছে।

বাংলাদেশ সীমান্তে সেনাসমাবেশ বাড়াচ্ছে ভারত, চিকেনস নেকের কাছে নতুন তিন গ্যারিসন

পরিচয় ডেস্ক: ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তের কাছে নতুন তিনটি সক্রিয় সেনাঘাঁটি স্থাপন করেছে ভারত। সিলিগুড়ি করিডর বা 'চিকেনস নেক' নামে পরিচিত এই অঞ্চল কৌশলগতভাবে ভারতের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ধারণা করা হচ্ছে, এর নিরাপত্তা বাড়াতেই এমন পদক্ষেপ নিয়েছে দেশটি।

ভারতীয় সংবাদমাধ্যম ইন্ডিয়া টুডের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, আসাম-বাংলাদেশ সীমান্তের ধুবড়ির কাছে বামুনি, বিহারের কিশনগঞ্জ এবং পশ্চিমবঙ্গের চোপড়ায় এই তিন নতুন ঘাঁটি তৈরি করা হয়েছে। এই পদক্ষেপ ভারতের পূর্ব সীমান্তে প্রতিরক্ষা জোরদার করার বড় পরিকল্পনার অংশ, যার লক্ষ্য সীমান্তে নজরদারি বাড়ানো, ট্যাকটিক্যাল ঘাটতি পূরণ করা এবং দ্রুত প্রতিক্রিয়া জানানোর সক্ষমতা বৃদ্ধি করা।

উত্তরবঙ্গের ২২ কিলোমিটার প্রশস্ত সিলিগুড়ি করিডর ভারতের মূল ভূখণ্ডকে সাতটি উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্যের সঙ্গে যুক্ত করে। এই অঞ্চল চারদিক থেকে নেপাল, ভুটান, বাংলাদেশ ও চীনের ঘেরা।

চিকেনস নেককে অনেকে ভারতের দুর্বল অংশ মনে করলেও ভারতীয় সেনাবাহিনীর উর্ধ্বতন কর্মকর্তারা একে দেশের 'সবচেয়ে শক্তিশালী প্রতিরক্ষা করিডর' বলে আখ্যা দিয়েছেন।

সংশ্লিষ্ট এক সেনা সূত্রের ভাষায়, 'সিলিগুড়ি করিডর বহুস্তরীয় নিরাপত্তাবলয়ে সুরক্ষিত। নতুন ঘাঁটিগুলো আমাদের দ্রুত চলাচল, লজিস্টিকস এবং রিয়েল টাইম গোয়েন্দা তথ্য সংহত করার ক্ষমতা আরও বাড়াবে।' এর আগে ভারতীয় সেনাপ্রধানও মন্তব্য করেছিলেন, 'চিকেনস নেককে আমি দুর্বল অংশ হিসেবে দেখি না। এটি আমাদের সবচেয়ে শক্তিশালী অঞ্চল। কারণ, পশ্চিমবঙ্গ, সিকিম এবং উত্তর-পূর্বাঞ্চলে অবস্থানরত আমাদের সব বাহিনী এখানে একত্রে মোতায়েন করা যায়।'জানা গেছে, সিলিগুড়ির কাছে সুখনায় অবস্থিত ত্রি-শক্তি কর্পস (৩৩-কর্পস) এই করিডরের প্রতিরক্ষা তদারক করে।

ইন্ডিয়া টুডের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, আকাশপথে করিডরের নিরাপত্তা নিশ্চিত করছে পশ্চিমবঙ্গের হাশিমারা বিমানঘাঁটিতে মোতায়েন রাফাল যুদ্ধবিমান। এ ছাড়া মিগ সিরিজের বিমান এবং ব্রহ্মস ক্ষেপণাস্ত্র রেজিমেন্টও রয়েছে।

ড. ইউনূসকে 'শব্দ চয়ন নিয়ে সতর্ক থাকার' আহ্বান, বাংলাদেশের সঙ্গে সম্পর্কের টানাপোড়েন চায় না ভারত বললেন প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং

পরিচয় ডেস্ক: বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. মুহম্মদ ইউনূসকে নিজের বক্তব্যের শব্দ চয়ন নিয়ে সতর্ক থাকার পরামর্শ দিয়েছেন ভারতের প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং। তিনি বলেন, ভারত বাংলাদেশের সঙ্গে কোনো ধরনের উত্তেজনা চায় না।

গত ৭ নভেম্বর শুক্রবার ভারতীয় সাংবাদিক ও নেটওয়ার্ক ১৮ গ্রুপের প্রধান সম্পাদক রাহুল জোশিকে দেওয়া এক বিশেষ সাক্ষাৎকারে রাজনাথ সিং এ মন্তব্য করেন। সাক্ষাৎকারের একটি অংশজুড়ে ছিল ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্কের বর্তমান প্রেক্ষাপট।

এক প্রশ্নের জবাবে ভারতের প্রতিরক্ষামন্ত্রী বলেন, আমরা বাংলাদেশের সঙ্গে উত্তেজনা চাই না। তবে ইউনূসের (অধ্যাপক ড. মুহম্মদ ইউনূস) উচিত হবে নিজের বিবৃতির শব্দ চয়ন নিয়ে সতর্ক থাকা। তিনি আরও যোগ করেন, ভারত যেকোনো ধরনের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় সক্ষম, কিন্তু আমাদের মূল লক্ষ্য প্রতিবেশী দেশগুলোর সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রাখা।

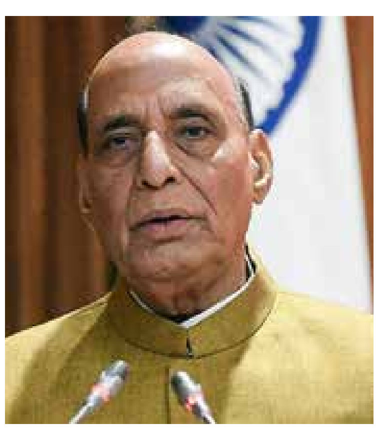

২০২৪ সালের জুলাই আন্দোলনের পর গঠিত অন্তর্বর্তী সরকারের নেতৃত্বে আসেন অধ্যাপক ড. মুহম্মদ ইউনূস। তার সঙ্গে ভারতের কেন্দ্রীয় সরকারের টানাপোড়েন শুরু থেকেই বিদ্যমান। সাম্প্রতিক কিছু ঘটনা এই সম্পর্ককে আরও জটিল করে তুলেছে।

সম্প্রতি ঢাকায় পাকিস্তানের সেনাবাহিনীর জয়েন্ট চিফস অব স্টাফস কমিটির চেয়ারম্যান জেনারেল সাহির শামশাদ মির্জা এবং তুরস্কের পার্লামেন্টের পাঁচ সদস্যের এক প্রতিনিধিদলের সঙ্গে বৈঠক করেন ড. ইউনূস। উভয় দেশই পাকিস্তান ও তুরস্কই ভারতের সঙ্গে কূটনৈতিক টানাপোড়েনে জড়িত।

বাকি অংশ ৪৪ পৃষ্ঠায়

বিদ্যুৎ বিল বিরোধে আন্তর্জাতিক সালিশে যাচ্ছে বাংলাদেশ ও ভারতের আদানি গ্রুপ

পরিচয় ডেস্ক: বিদ্যুৎ বিল পরিশোধ ও ব্যয় হিসাব নিয়ে সৃষ্ট মতবিরোধ নিরসনে বাংলাদেশ ও ভারতের আদানি পাওয়ার আন্তর্জাতিক সালিশ প্রক্রিয়ায় যেতে সম্মত হয়েছে। সোমবার (৩ নভেম্বর) আদানি পাওয়ারের পক্ষ থেকে এক বিবৃতিতে বিষয়টি নিশ্চিত করা হয়।

ভারতের ধনকুবের গৌতম আদানির মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানটি ২০১৭ সালের চুক্তি অনুযায়ী পূর্ব ভারতের গড্ডা বিদ্যুৎকেন্দ্র (১,৬০০ মেগাওয়াট) থেকে বাংলাদেশে বিদ্যুৎ সরবরাহ করছে, যা দেশের মোট চাহিদার প্রায় ১০ শতাংশ।

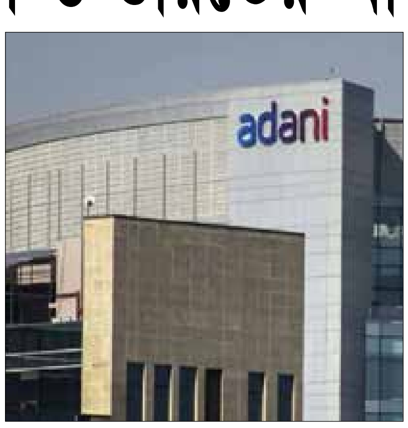

আদানি পাওয়ারের মুখপাত্র জানান, কিছু ব্যয় ও বিলিং নিয়ে মতবিরোধ রয়েছে এবং উভয় পক্ষই আন্তর্জাতিক সালিশে যাওয়ার বিষয়ে সম্মত হয়েছে। তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন, দ্রুত ও পারস্পরিকভাবে লাভজনক সমাধান পাওয়া যাবে।

বাংলাদেশের বিদ্যুৎ উপদেষ্টা মুহাম্মদ ফাওজুল কবির খান রয়টার্সকে বলেন, আলোচনা এখনো চলছে, প্রয়োজনে সালিশে যাওয়া হবে।

রয়টার্সের প্রতিবেদনে বলা হয়, বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকার অভিযোগ করেছে যে, ভারত সরকারের কর সুবিধা গড্ডা বিদ্যুৎকেন্দ্রের বিদ্যুৎ মূল্যে প্রতিফলিত হয়নি, যা চুক্তি লঙ্ঘনের শামিল। ২০২৩-২৪ অর্থবছরে বাংলাদেশ আদানি থেকে প্রতি ইউনিট বিদ্যুৎ ১৪.৮৭ টাকায় কিনেছে, যা ভারতের অন্যান্য কোম্পানির গড় দাম ৯.৫৭ টাকার তুলনায় অনেক বেশি। গত সপ্তাহে আদানি পাওয়ার জানিয়েছে, বাংলাদেশের কাছে তাদের বকেয়া বিল বর্তমানে ১৫ দিনের সমপরিমাণে নেমে এসেছে, যেখানে মে মাসে তা ছিল প্রায় ৯০০ মিলিয়ন ডলার।

জাতিসংঘে আওয়ামী লীগের চিঠি নিয়ে উদ্বিগ্ন নয় অন্তবর্তী সরকার বললেন পররাষ্ট্র উপদেষ্টা তৌহিদ হোসেন

পরিচয় ডেস্ক: আসন্ন জাতীয় নির্বাচনকে 'অন্তর্ভুক্তিমূলক ও বিশ্বাসযোগ্য নয়' উল্লেখ করে জাতিসংঘের সহযোগিতা স্থগিতের আহ্বান জানিয়েছে ক্ষমতাচ্যুত আওয়ামী লীগ। তবে এ বিষয়ে বাংলাদেশ সরকার কোনো উদ্বেগ প্রকাশ করেনি। অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের পররাষ্ট্র উপদেষ্টা মো. তৌহিদ হোসেন বলেন, 'এই চিঠির কোনো প্রভাব পড়বে না, জাতিসংঘকে এমন চিঠি দিয়ে কোনো লাভ নেই।'

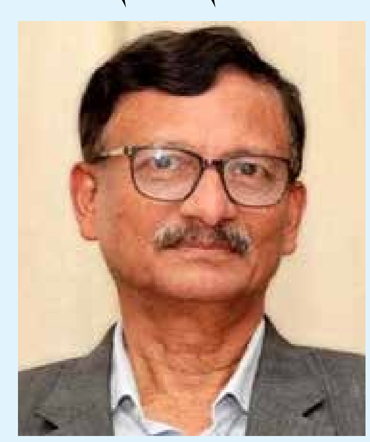

বৃহস্পতিবার (৬ নভেম্বর) বিকেলে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে তিনি বলেন, 'জাতিসংঘে পাঠানো আওয়ামী লীগের চিঠি নিয়ে আমরা মোটেও চিন্তিত নই। দেশ এখন নির্বাচনের পথে, সংবিধান অনুযায়ী সব কিছুই চলছে। এই ধরনের রাজনৈতিক পদক্ষেপ আসলে শুধু প্রচারণার অংশ।'

তৌহিদ হোসেন বলেন, 'আওয়ামী লীগের চিঠি কূটনৈতিকভাবে কোনো গুরুত্ব পাবে না। জাতিসংঘ একটি নিরপেক্ষ সংস্থা; তারা কোনো দেশের অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক সংঘাতে পক্ষ নেয় না। আর বাংলাদেশে নির্বাচন কমিশন স্বাধীনভাবে কাজ করছে, কোনো বিদেশি সংস্থার হস্তক্ষেপের সুযোগ নেই।'

তিনি আরও বলেন, 'এটি মূলত একটি রাজনৈতিক প্রচারণা। ক্ষমতাচ্যুত দলগুলো আন্তর্জাতিক অঙ্গনে নিজেদের অবস্থান জানানোর চেষ্টা করছে। কিন্তু বাস্তবে এসব চিঠি কোনো প্রভাব ফেলবে না।'

পররাষ্ট্র উপদেষ্টা জানান, অন্তর্বর্তীকালীন সরকার নির্বাচনের প্রক্রিয়াকে স্বচ্ছ ও বিশ্বাসযোগ্য করার জন্য সব ধরনের ব্যবস্থা নিচ্ছে। দেশের নির্বাচন কমিশন স্বাধীনভাবে কাজ করছে, আর আন্তর্জাতিক পর্যবেক্ষক দলগুলোকে স্বাগত জানানো হবে তবে কোনো পক্ষপাতদুষ্ট বা বিতর্কিত সংস্থাকে আমন্ত্রণ জানানো হবে না।

তিনি বলেন, 'আমরা চাই নির্বাচন শান্তিপূর্ণ হোক। জনগণ যেন নিজের ভোটের অধিকার প্রয়োগ করতে পারে। এ নিয়ে বিদেশি হস্তক্ষেপের কোনো প্রয়োজন নেই।'

এর আগে গত শনিবার ঢাকায় জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচির (ইউএনডিপি) প্রতিনিধি স্টেফান লিলার বরাবর একটি চিঠি পাঠায় আওয়ামী লীগ। সেখানে দলটি দাবি করে, বাংলাদেশে আসন্ন জাতীয় নির্বাচন সুষ্ঠু, অবাধ ও অন্তর্ভুক্তিমূলক পরিবেশ এখনো তৈরি হয়নি। তাই জাতিসংঘ ও ইউএনডিপির নির্বাচনী সহায়তা, বিশেষ করে 'ব্যালট প্রজেক্ট' কার্যক্রম সাময়িকভাবে স্থগিত রাখা উচিত।

চিঠিটি দলের পক্ষ থেকে পাঠান সাবেক শিক্ষামন্ত্রী ও আওয়ামী লীগের সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক মহিবুল হাসান চৌধুরী নওফেল।

চিঠিতে বলা হয়, 'জাতিসংঘ ও ইউএনডিপির উচিত হবে সব রাজনৈতিক দলের মধ্যে সংলাপ ও সমঝোতাকে উৎসাহিত করা, যাতে একটি জাতীয় ঐকমত্যের ভিত্তিতে অবাধ ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে পারে। মানবাধিকার ও আইনের শাসনকে নির্বাচন প্রক্রিয়ার কেন্দ্রে রাখতে হবে।'

ডায়াবেটিস? এই ৫ সবজি নিয়মিত খান

পরিচয় ডেস্ক: ডায়াবেটিসের সঙ্গে বেঁচে থাকার অর্থ এই নয় যে আপনাকে সুস্বাদু এবং তৃপ্তিদায়ক খাবার ছেড়ে দিতে হবে। খাদ্যতালিকায় তাজা, পুষ্টিকর সমৃদ্ধ সবজি রাখলে তা রক্তে শর্করার মাত্রা সুস্থ রাখার সবচেয়ে কার্যকর উপায়ের মধ্যে একটি হতে পারে। কিছু সবজি গ্লুকোজ নিয়ন্ত্রণের জন্য বিশেষভাবে উপকারী, কারণ সেসবে উচ্চ ফাইবার উপাদান, কম গ্লাইসেমিক সূচক, প্রচুর প্রয়োজনীয় ভিটামিন এবং খনিজ রয়েছে। যদি রক্তে শর্করার মাত্রা বৃদ্ধি না করে খাবার খেতে চান, তাহলে পাঁচটি সবজি সম্পর্কে জেনে নিন, যেগুলো নিয়মিত খেলে ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণে রাখা সহজ হবে-

পালং শাক

পালং শাক ডায়াবেটিস-বান্ধব, যা অবিশ্বাস্যভাবে কম কার্বোহাইড্রেটযুক্ত। প্রতি কাপ কাঁচা পাতায় মাত্র এক গ্রাম কার্বোহাইড্রেট থাকে। এটি ফাইবার, ম্যাগনেসিয়াম এবং পটাসিয়ামে পরিপূর্ণ। এই তিন পুষ্টি রক্তে শর্করার নিয়ন্ত্রণে দুর্দান্ত ভূমিকা পালন করে। পালং শাকে আলফা-লাইপোয়িক অ্যাসিড রয়েছে, যা রক্তে শর্করা নিয়ন্ত্রণে কাজ করে। ফ্যাথম জার্নালের একটি গবেষণায় দেখা গেছে যে, পালং শাকে পাওয়া নাইট্রেটে পাওয়া একটি মূল যৌগ, যা ইনসুলিন সংবেদনশীলতার ওপর ইতিবাচক প্রভাব ফেলে।

ব্রোকলি

ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণের জন্য ব্রোকলি আরেকটি জনপ্রিয় সবজি। এটি ফাইবার এবং অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট সমৃদ্ধ। এই সবজিতে সালফোরাফেন নামক একটি যৌগ রয়েছে, যা টাইপ ২ ডায়াবেটিসে আক্রান্ত ব্যক্তিদের প্রদাহ কমাতে এবং রক্তে শর্করার নিয়ন্ত্রণ উন্নত করতে কাজ করে। মাত্র এক কাপ রান্না করা ব্রোকলি ৫ গ্রামেরও বেশি ফাইবার ও প্রচুর ভিটামিন সি এবং কে সরবরাহ করে। সায়েন্স ডাইরেক্টে প্রকাশিত একটি গবেষণা অনুসারে, ব্রোকলি এবং সালফোরাফেন হাইপারগ্লাইসেমিয়া, হাইপারলিপিডেমিয়া, ইনসুলিন প্রতিরোধ এবং ডায়াবেটিস-প্ররোচিত অক্সিডেটিভ স্ট্রেস কমাতে সক্ষম।

ফুলকপি

ফুলকপি ভিটামিন সি এবং ফোলেট সমৃদ্ধ। ব্রোকলির মতো এতে এমন যৌগ রয়েছে যা অক্সিডেটিভ স্ট্রেস এবং প্রদাহ কমাতে সাহায্য করতে পারে। এগুলো রক্তে শর্করার ভারসাম্যকে প্রভাবিত করে।

ডায়াবেটিস থাকলে খেতে হবে অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট সমৃদ্ধ এই ৫ খাবার

পরিচয় ডেস্ক: অনেক সময় ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণ করা কঠিন হয়ে পড়ে। এখানেই অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট পদক্ষেপ নেয়। অ্যান্টিঅক্সিডেন্টযুক্ত খাবার চুপচাপ শরীর থেকে জঞ্জাল পরিষ্কার করে এবং ক্ষতি থেকে রক্ষা করে। এবং সবচেয়ে ভালো দিক হলো এ ধরনের অনেক খাবারই ইতিমধ্যেই আপনার রান্নাঘরে আছে। যারা ডায়াবেটিসে ভুগছেন তাদের খাবারের তালিকায় নিয়মিত অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট সমৃদ্ধ খাবার রাখতে হবে। চলুন জেনে নেওয়া যাক অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট সমৃদ্ধ এমন ৫টি খাবার সম্পর্কে-

১. বেরি এবং রঙিন সবজি (অ্যান্থোসায়ানিন)

ব্লুবেরি এবং স্ট্রবেরির মতো বেরি, লাল চালের ভাত এবং লাল বাঁধাকপির মতো খাবারে অ্যান্থোসায়ানিন নামক যৌগ থাকে। এই যৌগের কারণেই এগুলো রঙিন হয়। গবেষণায় দেখা গেছে যে এই যৌগ কেবল অক্সিডেটিভ স্ট্রেসের বিরুদ্ধে লড়াই করে না বরং ইনসুলিন সংবেদনশীলতাও উন্নত করে। সহজ কথায়, এটি শরীরের জন্য ইনসুলিন সঠিকভাবে ব্যবহার করা সহজ করে তোলে, যা রক্তে শর্করার স্থিতিশীলতা বজায় রাখতে সাহায্য করে।

২. রসুন এবং পেঁয়াজ (অ্যালিয়াম যৌগ)

আমাদের বেশিরভাগ রান্নায়ই রসুন এবং পেঁয়াজ ব্যবহার করা হয়। এটি অ্যালিয়াম যৌগ দিয়ে পরিপূর্ণ, যা প্রদাহ কমায় এবং রক্তে শর্করার মাত্রা নিয়ন্ত্রণ করে। বিশেষ করে রসুনের হাইপোগ্লাইসেমিক প্রভাবের জন্য গবেষণা করা হয়েছে - যার অর্থ এটি রক্তে শর্করার মাত্রা কমাতে সাহায্য করতে পারে। ডালে রসুনের তড়কা হোক বা ভাজা পেঁয়াজ, এই দৈনন্দিন উপাদানগুলো আপনার স্বাস্থ্যের জন্য নীরবে কাজ করে।

৩. গাজর, কুমড়া এবং পালং শাক (বিটা-ক্যারোটিন)

গাজর, কুমড়া এবং পালং শাকের মতো উজ্জ্বল রঙের সবজিতে বিটা-ক্যারোটিন প্রচুর থাকে। গবেষণায় দেখা গেছে যে যারা বেশি বিটা-ক্যারোটিন খান তাদের টাইপ ২ ডায়াবেটিস হওয়ার সম্ভাবনা কম থাকে, এমনকী যদি তারা জেনেটিক ঝুঁকি বহন করে।

ডায়াবেটিসে আক্রান্ত হলে যেসব খাবার এড়িয়ে চলবেন

পরিচয় ডেস্ক: ডায়াবেটিসে আক্রান্ত হলে নানাভাবে সতর্ক হতে হয়। সবার আগে সচেতন হতে হয় রক্তে শর্করার মাত্রা নিয়ন্ত্রণে রাখার বিষয়ে। সেজন্য খাবার খেতে হয় বুঝেশুনে। কিছু খাবার রক্তে গ্লুকোজের দ্রুত বৃদ্ধি, ইনসুলিন প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি এবং অন্যান্য স্বাস্থ্যগত জটিলতা সৃষ্টি করতে পারে। রক্তে শর্করার মাত্রা এবং সামগ্রিক সুস্থতা বজায় রাখার জন্য ডায়াবেটিসে আক্রান্ত ব্যক্তিদের কিছু খাবার এড়িয়ে চলা উচিত। চলুন জেনে নেওয়া যাক-

১. চিনিযুক্ত পানীয়

কোল্ড ড্রিংকস, এনার্জি ড্রিংকস, মিষ্টি আইসড টি এবং ফলের রসে অতিরিক্ত চিনি থাকে যা রক্তে গ্লুকোজের দ্রুত বৃদ্ধি ঘটায়। এই পানীয়গুলোতে ফাইবার এবং প্রয়োজনীয় পুষ্টির অভাব থাকে, যা ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণে বাধা দেয়। এ ধরনের পানীয়ের পরিবর্তে খাবার পানি, ভেষজ চা অথবা মিষ্টি ছাড়া পানীয় বেছে নিন।

২. সাদা রুটি, ভাত এবং পাস্তা

সাদা রুটি, সাদা ভাত এবং পাস্তার মতো পরিশোধিত কার্বোহাইড্রেটে উচ্চ গ্লাইসেমিক সূচক থাকে, যার অর্থ এগুলো দ্রুত রক্তে শর্করার মাত্রা বাড়ায়। এই খাবারগুলোতে ফাইবারেরও অভাব থাকে, যা গ্লুকোজ শোষণকে ধীর করতে সাহায্য করে। বাদামী চাল, গমের রুটি অথবা কুইনোয়ার মতো দানা শস্য বেছে নিন।

৩. ভাজা খাবার

ফ্রেঞ্চ ফ্রাই, চিকেন ফ্রাইসহ ডুবোতেলে ভাজা সব খাবারে অস্বাস্থ্যকর ট্রান্স ফ্যাট এবং স্যাচুরেটেড ফ্যাট বেশি থাকে। এই ফ্যাটগুলো ইনসুলিন প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি করে এবং হৃদরোগের ঝুঁকি বাড়ায়, যা ডায়াবেটিস রোগীদের জন্য উদ্বেগের বিষয়। বেকিং, গ্রিল করা বা এয়ার ফ্রাই করা স্বাস্থ্যকর রান্নার পদ্ধতি।

৪. প্রক্রিয়াজাত মাংস

সসেজ, হট ডগ এবং ডেলি মাংসে সোডিয়াম এবং অস্বাস্থ্যকর ফ্যাট বেশি থাকে, যা উচ্চ রক্তচাপ এবং হৃদরোগের ঝুঁকি বাড়ায়।

কিডনি ভালো রাখে এই ৩ প্রাকৃতিক পানীয়

পরিচয় ডেস্ক: কিডনি শরীরের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ, যা বর্জ্য এবং বিষাক্ত পদার্থ ফিল্টার করে এবং আমাদের সুস্থ রাখে। বয়স, অস্বাস্থ্যকর জীবনযাপন, মদ্যপান ইত্যাদি কারণে কিডনি কখনো কখনো দুর্বল হয়ে যেতে পারে, যার ফলে এর কার্যকারিতা কমে যায়। ধীরে ধীরে তা দীর্ঘস্থায়ী কিডনি রোগের দিকে নিয়ে যেতে পারে। যা জীবনের জন্য হুমকিস্বরূপ হতে পারে এবং জীবনের মানকে মারাত্মকভাবে প্রভাবিত করে।
কিডনি সুস্থ রাখার ক্ষেত্রে আমরা বেশি পানি পান করার কথা শুনেছি এবং সেটি অবশ্যই সাহায্য করে, এখানে আরও ৩টি প্রাকৃতিক পানীয়ের কথা জেনে নিন, যেগুলো কিডনির কার্যকারিতা উন্নত করে-

আদা-পুদিনা ভেষজ চা
পুদিনা পাতার সাথে আদা মিশিয়ে খেলে তা কেবল হজমকেই সহজ করে না, বরং মূত্রনালীর স্বাস্থ্যও ভালো রাখে। আদায় জিঞ্জেরল এবং রিলেটেড বায়ো অ্যাক্টিভ যৌগ থাকে, যা প্রদাহ-বিরোধী হিসাবে কাজ করে, কিডনিতে ফোলাভাব এবং অস্বস্তি কমায়। অন্যদিকে, পুদিনা প্রস্রাবের জ্বালাও কমায়। এই মিশ্রণ কিডনি রোগের প্রধান কারণ অক্সিডেটিভ স্ট্রেস মোকাবিলা করে এবং কিডনির সঠিক কার্যকারিতার জন্য অপরিহার্য রক্ত প্রবাহ বৃদ্ধি করে।
এর সঙ্গে এক টুকরো লেবু যোগ করলে প্রচুর ভিটামিন সি এবং অতিরিক্ত অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট পাওয়া যায়।
গ্রিন টি পলিফেনল-অ্যান্টিঅক্সিডেন্টে পরিপূর্ণ যা কিডনি কোষের জন্য একটি আবরণের মতো কাজ করে। গবেষণা ইঙ্গিত দেয় যে, গ্রিন টি নিয়মিত পান করলে কিডনিতে পাথর গঠনের ঝুঁকি কমে এবং কিডনির পরিস্রাবণ হার বৃদ্ধি পায়। একটি গবেষণায় গ্রিন টি-তে থাকা এপিগ্যালোকেটচিন-৩-গ্যালেট (ইএজিএ) নামক অ্যান্টিঅক্সিডেন্টকে গ্লুকোজ-প্ররোচিত বিষাক্ততা রোধে কার্যকর হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে, যার ফলে কিডনি ক্ষতির হাত থেকে রক্ষা পায়। এটি হৃদযন্ত্র ভালো রাখে এবং তরল নিয়ন্ত্রণে রাখে, যা উভয়ই কিডনির কার্যকারিতাকে সহায়তা করে। এতে থাকা পরিমিত ক্যাফেইন কিডনির ওপর কোনো চাপ না ফেলেই শক্তির মাত্রা বাড়িয়ে দিতে পারে।

ঘুমের আগে আদা চা খাবেন যে কারণে

পরিচয় ডেস্ক: দীর্ঘ ক্লান্তিকর দিন কাটানোর পর এক কাপ গরম চায়ের মতো আরামদায়ক জিনিস কমই আছে। কিন্তু যদি সেই সাধারণ কাপটি আপনাকে আরাম দেওয়ার চেয়ে বেশি কিছু দিতে পারে? মসলাদার সুবাস এবং প্রশান্তিদায়ক উষ্ণতার জন্য পরিচিত আদা চা, দীর্ঘকাল ধরে ঐতিহ্যবাহী চিকিৎসায় এর শক্তিশালী স্বাস্থ্য উপকারিতার জন্য ব্যবহৃত হয়ে আসছে। হজমে সাহায্য করা থেকে শুরু করে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি পর্যন্ত, এটি অনেক বাড়িতেই একটি ঘরোয়া প্রতিকার। তবে সম্প্রতি মানুষ ঘুমের মান উন্নত করার জন্য রাতে এটি পান করা শুরু করেছে। কিন্তু এই সাধারণ ভেষজ পানীয়টি কি আসলেই আপনাকে ভালো ঘুমাতে সাহায্য করতে পারে? চলুন জেনে নেওয়া যাক-

আদা চা কীভাবে ভালো ঘুমাতে সাহায্য করে
আদার প্রাকৃতিক প্রদাহ-বিরোধী এবং শান্ত করার বৈশিষ্ট্য রয়েছে যা ঘুমানোর আগে শরীর ও মনকে শিথিল করতে সাহায্য করে। জিঞ্জেরল এবং শোগাওলের মতো মূলের সক্রিয় যৌগ রক্ত সঞ্চালন উন্নত করে এবং পেশীর টান কমায়, উষ্ণতা এবং আরামের অনুভূতি তৈরি করে যা আপনাকে বিশ্রামের জন্য প্রস্তুত করে। ঘুমানোর প্রায় ৩০ মিনিট আগে এক কাপ আদা চা পান করলে শরীর এই প্রভাবগুলো ব্যবহার করে বুঝতে পারবে যে এখন বিশ্রাম নেওয়ার সময়।

১. হজমে সাহায্য করে এবং রাতের অস্বস্তি রোধ করে
ঘুমের অভাবের অন্যতম বড় কারণ হলো রাতের খাবারের পরে বদহজম বা পেট ফুলে যাওয়া। আদা চা পাকস্থলীর এনজাইমকে উদ্দীপিত করে এবং পেটের অস্বস্তি কমাতে সাহায্য করে। পেট স্থির থাকলে সারা রাত নাড়াচাড়া না করে শান্তিতে ঘুমাতে সাহায্য করে।

২. ঘুমানোর সময় রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায়
আদা অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট এবং জিঞ্জেরলের মতো যৌগে পরিপূর্ণ, যা শরীরকে সংক্রমণের বিরুদ্ধে লড়াই করতে এবং রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা শক্তিশালী করতে সাহায্য করে।

ইউরিক অ্যাসিড নিয়ন্ত্রণে যে ফলগুলো খাবেন

পরিচয় ডেস্ক: হাইপারইউরিসেমিয়া নামে পরিচিত উচ্চ ইউরিক অ্যাসিড ধীরে ধীরে জয়েন্ট এবং কিডনিকে প্রভাবিত করে। যদিও ওষুধ এবং জীবনযাপনের পরিবর্তন প্রয়োজন হয়, তবে উচ্চ ইউরিক অ্যাসিডের মাত্রা নিয়ন্ত্রণে খাদ্যাভ্যাস একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।
সুসংবাদ হলো, কিছু ফল প্রাকৃতিকভাবে অতিরিক্ত ইউরিক অ্যাসিড বের করে দিতে পারে, প্রদাহ কমায় এবং শরীরের ডিটক্স প্রক্রিয়াকে সহায়তা করে। চলুন জেনে নেওয়া যাক এমন কিছু ফল সম্পর্কে যেগুলো শরীরে ইউরিক অ্যাসিডের মাত্রা কমাতে সহায়তা করে-

সাইট্রিক ফল
লেবু এবং কমলার মতো ফল ভিটামিন সি সমৃদ্ধ, যা ইউরিক অ্যাসিডের মাত্রা কমাতে সাহায্য করে বলে প্রমাণিত হয়েছে। ভিটামিন সি কিডনির কার্যকারিতা উন্নত করে এবং প্রস্রাবের মাধ্যমে ইউরিক অ্যাসিডের নির্গমন বৃদ্ধি করে।
বিশেষ করে লেবুর রস শরীরকে ক্ষারযুক্ত করতে এবং অ্যাসিডিটি কমাতে সাহায্য করে।
সাইট্রিক ফলের সুবিধা সর্বাধিক করার জন্য সকাল শুরু করুন লেবু পানি দিয়ে অথবা দুইবেলা খাবারের ফাঁকে নাস্তা হিসেবে কমলা খেয়ে। সায়েন্স ডাইরেক্টে প্রকাশিত একটি গবেষণায় দেখা গেছে যে, লেবুর রস এবং পনিতে দ্রবণীয় নির্যাস মানুষের সিরামে ইউরিক অ্যাসিডের মাত্রা উল্লেখযোগ্যভাবে কমিয়ে দেয়।

বেরি
বেরি কেবল সুস্বাদুই নয়, এতে অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট, ভিটামিন সি এবং পলিফেনলও রয়েছে, যা ইউরিক অ্যাসিডের ঝুঁকি কমাতে সাহায্য করে এবং প্রদাহের বিরুদ্ধেও লড়াই করে। এর উচ্চ জলীয় উপাদান কিডনির মাধ্যমে বিষাক্ত পদার্থ বের করে দিতে সাহায্য করে। এটি সকালের নাস্তার দই, স্মুদি বা একটি সাধারণ ফলের সালাদে যোগ করা যেতে পারে।
এক গবেষণায়, অ্যাসোসিয়েশন অ্যামং পলিফেনল ইনটেক, ইউরিক অ্যাসিড এবং হাইপারইউরিসেমিয়া: আ ক্রস-সেকশনাল অ্যানালাইসিস ইন আ পপুলেশন অ্যাট হাই কার্ডিওভাসকুলার রিস্ক- শিরোনামে বলা হয়েছে যে পলিফেনলের উচ্চ পরিমাণে গ্রহণ সিরাম ইউরিক অ্যাসিডের নিম্ন স্তরের সঙ্গে সম্পর্কিত।

চেরি
এটি আকৃতিতে ছোট, কিন্তু এই ফল উচ্চ ইউরিক অ্যাসিড নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষেত্রে শীর্ষ ফলের মধ্যে একটি। এটি অ্যান্থোসায়ানিন সমৃদ্ধ।
অ্যান্থোসায়ানিন একটি অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট যা প্রদাহের বিরুদ্ধে লড়াই করতে এবং ইউরিক অ্যাসিডের মাত্রা কমাতে সহায়তা করে। ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ হেলথ-এ প্রকাশিত গবেষণায় বলা হয়েছে যে এটি সিরাম ইউরিক অ্যাসিডের ঘনত্বে উল্লেখযোগ্য হ্রাস লক্ষ্য করেছে।

ভাপা ডিমের কোরমা

পরিচয় ডেস্ক: বাড়িতে বড় বা ছোট যেকোনো দাওয়াতে যদি একটু ভিন্নতা চান তাহলে ভাপা ডিমের কোরমা বানাতে পারেন। এতে ডিমকে সেদ্ধ না করে পুডিংয়ের মতো ভাপে দিয়ে কোরমা তৈরি করা হয়। খেতে সুস্বাদু এই ভাপা ডিমের কোরমা আপনার অতিথিরাও খুব পছন্দ করবে।
উপকরণ : ডিম ৪ টি, পেঁয়াজ কুচি ২ টেবিল চামচ, পেঁয়াজবাটা ৩ টেবিল চামচ, পেঁয়াজ বেরেস্তা ২ টেবিল চামচ, আদাবাটা আধা চা চামচ, রসুনবাটা আধা চা চামচ, ধনিয়া গুঁড়া আধা চা চামচ, কাজুবাদাম ৮ টি, কিশমিশ ৬ টি, আস্ত কাঁচা মরিচ ৪ টি, তেজপাতা ও গরমমসলা প্রতিটি ২টি করে, গরমমসলার গুঁড়া আধা চা চামচ, তরল দুধ ১ কাপ, চিনি ১ চা চামচ, ঘি ৩ টেবিল চামচ, লবণ স্বাদমতো
প্রণালি : ভাপা ডিমের কোরমা বানানোর জন্য প্রথমে একটি পাত্রে ডিম ভেঙে লবণ দিয়ে ভালোভাবে ফেটিয়ে নিন। একটি বাটিতে হালকা তেল মাখিয়ে ফেটানো ডিমের মিশ্রণ ঢেলে ঢেকে চুলায় গরম পানির পাত্রের ওপর বসিয়ে ১৫ থেকে ১৬ মিনিট পুডিংয়ের মতো ভাপে রান্না করুন। ডিম ভাপা হয়ে গেলে ঠান্ডা করে ছুরির সাহায্যে বের করে পছন্দমতো আকারে কেটে নিন।
অন্যদিকে ব্লেন্ডারে দুধ, কাজুবাদাম ও কিশমিশ দিয়ে ব্লেন্ড করে নিন। এবার একটি প্যানে ঘি গরম করে তাতে তেজপাতা ও হালকা গরমমসলার ফোড়ন দিয়ে পেঁয়াজ ভেজে নিন। তারপর আদা-রসুন বাটা, ধনিয়া গুঁড়া ও লবণ দিয়ে কষিয়ে নিন। কষানো হলে দুধ-বাদামের মিশ্রণ যোগ করুন। ঝোল ফুটে উঠলে ভাপানো ডিমের টুকরোগুলো দিয়ে নরম করে রান্না করুন। তেল উঠে গেলে অল্প পানি দিয়ে কাঁচা মরিচ, গরমমসলার গুঁড়া ও কিশমিশ-চিনি দিয়ে দিন। ঝোল ঘন হলে নামিয়ে বেরেস্তা ছড়িয়ে পোলাও বা ভাতের সঙ্গে পরিবেশন করুন।

বেগুনের কোরমা

পরিচয় ডেস্ক: নিরামিষের বিশেষ আয়োজন হিসেবে টেবিলে রাখতে পারেন বেগুনের কোরমা। বেগুন ভাজা কিংবা বেগুনের ভর্তা বদলে বেগুনের কোরমা রান্না করলে স্বাদে ভিন্নতা আসবে
উপকরণ: বেগুন ৩-৪টি, টক দই আধা কাপ, টমেটো কুচি আধ কাপ, লবণ স্বাদমতো, চিনি ১ চা চামচ, মরিচ গুঁড়া ২ চা চামচ, তেজপাতা ২টি, ছোট এলাচ ৩টি, লবঙ্গ ৪টি, দারুচিনি ১ টি, শাহি জিরা বাটা ১ চা চামচ, হলুদ গুঁড়া ১ চা চামচ, আদা বাটা ১ চা চামচ, ঘি ১ টেবিল চামচ, তেল প্রয়োজনমতো ও পানি পরিমাণমতো
প্রণালি :প্রথমে বেগুনগুলো লম্বা করে কেটে নিন। এবার সামান্য লবণ এবং হলুদ দিয়ে মেখে তেলে ভেজে তুলে রাখুন। অন্যদিকে এলাচ, লবঙ্গ দারুচিনি থেঁতো করে নিন। কড়াইতে তেল গরম করে তেজপাতা আর থেঁতো করা গরমমসলা দিয়ে ফোঁড়ন দিন। এরপর টমেটো কুচি, সব গুঁড়া এবং বাটা মসলা দিয়ে ভালো করে কষিয়ে নিন। কষানোর পর টক দই, চিনি, লবণ দিয়ে আবার কষিয়ে পানি দিন। পানি ফুটে উঠলে ভেজে রাখা বেগুন দিয়ে ঢেকে দিন। সেদ্ধ হওয়া পর্যন্ত রান্না করুন। ঝোল ঘন হলে ঘি ছড়িয়ে নামিয়ে নিন। গরম গরম ভাত, লুচি,পরোটা বা পোলাওয়ের সঙ্গে পরিবেশন করুন

জ্যাকসন হাইটসে বাঙালি খাবারের সেরা রেঁস্তোরা

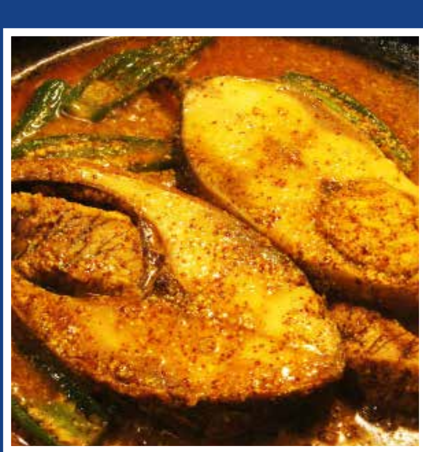

সীমিত আসন, টেকআউট, ক্যাটারিং এবং ডেলিভারীর জন্য খোলা

ইত্যাদি
Ittadi
ITTADI GARDEN & GRILL
73-07 37th Road Street, Jackson Heights
NY 11372, Tel: 718-429-5555

লাউ দিয়ে মুরগির ঝোল

পরিচয় ডেস্ক: শীতের সবজি হিসেবে পরিচিত হলেও সারা বছরই এখন লাউ পাওয়া যায়। গরমে লাউ পেট ঠান্ডা রাখে। লাউ দিয়ে মুরগির ঝোল রান্না করতে পারেন। খুব সহজে কম উপকরণে এটি রান্না করা যায়। গরম ভাতের সঙ্গে যে কেউ খেতে পছন্দ করবে।

উপকরণ: মুরগির মাংস আধা কেজি, লাউ মাঝারি আকারের ১টি, পেঁয়াজ কুচি আধা কাপ, রসুনবাটা ১ চা চামচ, আদাবাটা ১ চা চামচ, জিরাবাটা আধা চা চামচ, হলুদ ও মরিচ গুঁড়া ১ চা চামচ করে, গরম মসলা গুঁড়া ১ চা চামচ, এলাচ ৩-৪টি, দারুচিনি ২ টুকরা, তেজপাতা ২ টি, কাঁচামরিচ ৩-৪টি, গরম পানি ২ কাপ, লবণ স্বাদমতো ও তেল প্রয়োজনমতো

প্রণালি: প্রথমেই লাউ কিউব করে কেটে নিন। এরপর মাংস কেটে ধুয়ে পানি ঝরিয়ে নিন। চুলায় কড়াই বসিয়ে তেল দিন। হালকা গরম হলে তাতে এলাচ ও দারুচিনি, পেঁয়াজ কুচি দিন। পেঁয়াজ একটু বাদামি হলে আদা-রসুন বাটা, তেজপাতা, হলুদ মরিচ, জিরা বাটা, গরম মসলা গুঁড়া এবং সামান্য পানি দিয়ে ভালো করে কষিয়ে নিন।

মসলা কষানো হলে গেলে তাতে মুরগির মাংসের টুকরা দিয়ে দিন। নেড়েচেড়ে ঢাকনা দিয়ে ঢেকে দিন। ২০ মিনিট লো মিডিয়াম আঁচে সেদ্ধ করুন। এবার লাউ দিন। একটু নাড়াচাড়া করে ২ কাপ গরম পানি দিয়ে ঢেকে দিন। ঝোল মাখা মাখা হলে কাঁচামরিচ দিয়ে নামিয়ে নিন। এবার গরম ভাত কিংবা রুটি, পরোটার সঙ্গে পরিবেশন করুন।

বরিশালি ইলিশ

পরিচয় ডেস্ক: বরিশালের ইলিশ বেশ বিখ্যাত ছিল। একটা সময়ে কলকাতার অভিজাত রেস্তোরাঁয় বরিশালি ইলিশ নামের একটি পদের প্রচলন হয়। ইলিশের রেসিপিতে নানা উপকরণ যোগ করে এই পদটি রান্না করা হত। এতে স্বাদে আসে নতুনত্ব।

উপকরণ: ইলিশ মাছ ৬ টুকরা, সরিষা বাটা ২ টেবিল চামচ, নারকেল বাটা ৪ টেবিল চামচ, হলুদ গুঁড়া ১ চা চামচ, মরিচ গুঁড়া ১ চা চামচ, কাঁচামরিচ ৫টি, টকদই ৩ টেবিল চামচ, কালোজিরা আধা চা চামচ, ধনিয়া পাতা কুচি ২ টেবিল চামচ, পানি পরিমাণমতো, লবণ স্বাদমতো, সরিষার তেল ৩ টেবিল চামচ

প্রণালি:প্রথমে মাছগুলো ভালোভাবে ধুয়ে লবণ ও হলুদ দিয়ে মাখিয়ে নিন। একটি পাত্রে সরিষার তেল গরম করে মাছগুলো হালকা ভেজে নিন। এবার ওই তেলে কালোজিরা ফোঁড়ন দিয়ে পেঁয়াজ কুচি ও কাঁচামরিচ ভেজে নিন। পেঁয়াজ নরম হয়ে এলে সরিষা বাটা, নারকেল বাটা, টকদই, মরিচ গুঁড়া, হলুদ গুঁড়া, লবণ দিয়ে ভালোভাবে কষিয়ে নিন। মসলা কষানো হয়ে গেলে পানি দিয়ে দিন। পানি ফুটে উঠলে মাছগুলো দিয়ে দিন। মাছগুলো ভালোভাবে সেদ্ধ হয়ে গেলে এবং ঝোল ঘন হয়ে এলে ধনিয়াপাতা কুচি ছড়িয়ে নামিয়ে গরম ভাতের সঙ্গে পরিবেশন করুন বরিশালি ইলিশ।

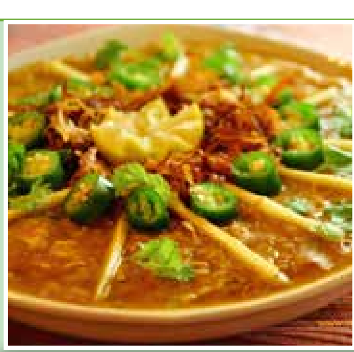
ঘরোয়া স্পেশাল কাচ্চি বিরিয়ানি

সুস্বাদু খাবারের ঘরোয়া আয়োজন

G HALAL
Ghoroa
Sweets & Restaurant
the taste of home
www.ghoroa.com, email: ghoroa@yahoo.com
Jamaica Location:
168-41 Hillside Avenue,
Jamaica, NY 11432,
Tel: 718-262-9100
718-657-1000
Brooklyn Location:
478 McDonald Ave,
Brooklyn, NY 11218
Tel: 718-438-6001
718-438-6002

এসাইলাম সেন্টার / স্টপ ডিপোর্টেশন

আমেরিকায় গ্রীনকার্ড/ বৈধতা নিয়ে আতঙ্কবিহীন জীবনযাপনে আমাদের সহায়তা নিন

বাংলাদেশ/ইন্ডিয়া/পাকিস্তান/নেপাল/সাউদ আমেরিকা/আফ্রিকা এবং অন্যান্য

একটি রাজনৈতিক/ধর্মীয়/সামাজিক ও নাগরিক অধিকার বিষয়ক এসাইলাম কেইস হতে পারে আপনার গ্রীনকার্ড (স্থায়ী বাসিন্দা) পাওয়ার সহজতর রাস্তা।

প্রশ্ন হলো, আপনার এই কেইসটি কে তেরী করেছে এবং কে আপনাকে ইমিগ্রেশনে / কোর্টে রিপ্রেজেন্ট করছে?

কেন আমাদের কাছে আসবেন

- আমেরিকায় এসে ইমিগ্রেশন নিয়ে কিছুই করেননি অথবা কিছু করে ব্যর্থ হয়েছেন তারা সত্ত্বর যোগাযোগ করুন।
- বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)কে TIER (III) জঙ্গী সংগঠন হিসেবে বিবেচনা করায় তাদের নেতা ও কর্মীদের এসাইলাম কেইসগুলো একটু দুরূহ হলেও আমরা সফলতার সাথে অনেকগুলো মামলায় জয়লাভ করেছি। (বিএনপি'র সর্বাধিক কেইসে আমরাই জয়লাভ করেছি।)
- ১৯ জন ইউএস "এটর্নী অব ল" শুধুমাত্র ইমিগ্রেশন কেইসগুলোই করেন।
- আমরা অত্যন্ত সফলতার সাথে অনেকগুলো ডিপোর্টেশন কেইস করেছি।
- ক্রিমিনাল কেইস/ফোরক্লোজার স্টপ/ ডিভোর্স /ব্যাঙ্করাপসি/ল-স্যুট ইত্যাদি।
- দীর্ঘ অভিজ্ঞতাসম্পন্ন আমেরিকার JEWISH ATTORNEY দের সাহায্য নিন এবং আমেরিকায় আপনার ভবিষ্যৎ নিশ্চিত করুন।
- ফ্রি কন্সালটেন্সি

লিগ্যাল নেটওয়ার্ক ইন্টারন্যাশনাল, এল এল সি

(আমরা নিন্দিত এবং সমালোচিত। কিন্তু আপনার সমস্যা সমাধানে আমরা অদ্বিতীয়)

৭৩-৪৮, ৭২ স্টিট, ২য় তলা জ্যাকসন হাইটস নিউ ইয়র্ক ১১৩৭২ ফোন: ৯১৭-৭২২-১৪০৮, ৯১৭-৭২২-১৪০৯

ই-মেইল:LEGALNETWORK.US@GMAIL.COM

FOOD Dynasty
7507 37th Avenue, Jackson Heights, NY 11372
BIG SALE
মাছের সেল
17 October - 20 November 2025
এই প্রথম জ্যাকসন হাইটসে
সরাসরি সিলেটের হাওড় থেকে সংগ্রহকৃত মাছের বাজার
FOOD DYNASTY, JACKSON HEIGHTS
FISH SALE
কাতল মাছ $2.49/LB
মৃগেল মাছ $2.99/LB
রুই মাছ $2.99/LB
গ্রাসকার্প $2.99/LB
কইমাছ $4.99/500gm
বাটা মাছ $4.99/500gm
মোলা মাছ $5.49/500gm
কালিবাউশ $3.99/LB
কার্ফূ মাছ $2.29/LB
কই মাছ 12+pcs $7.99/Bag-1kg
FOOD Dynasty
7507 37th Avenue, Jackson Heights, NY 11372
718-779-2077
আর নয় বার্মা, থাইলেন্ডের মাছ
জ্যাকসন হাইটসে এখন সিলেটের হাওড়ের মাছ
সরাসরি সিলেটের হাওড় থেকে সংগ্রহকৃত মাছের বাজার

মার্কিন মানসে পরিবর্তনের হাওয়া?

১৪ পৃষ্ঠার পর

সবকিছু জয় করা যায়, জোহরান মামদানির বিজয় তাদের সেই ধারণাকে ভুল প্রমাণ করেছে। অ্যান্ড্রু কুয়োমোর নির্বাচনী প্রচারণায় মার্কিন ধনকুবেররা দুহাতে টাকা ঢাললেও জোহরানের নির্বাচনী খরচ জুগিয়েছেন সাধারণ মানুষ। শুধু নিউইয়র্ক নয়, বিশ্ববাসী দেখলড়সাধারণ মানুষের অর্থ ও পরিশ্রমে, সাধারণ মানুষের ভোটে একজন সাধারণ মানুষই নির্বাচিত হলেন। এ কথা বলা যায় কিড়অর্থের বাহাদুরি দেখানো মার্কিন মুলুকের বাসিন্দাদের পুরোনো মনোভাব পাল্টে যাচ্ছে? মার্কিন টেলিভিশনগুলোয় প্রচারিত তরুণ ও সাধারণ নাগরিকদের বক্তব্যে বোঝা গেল, তারা এখন দুর্নীতিবাজ-অর্থলোভী ও পুরোনো ধ্যানধারণায় আটকে থাকা রাজনীতিকদের নেতা হিসেবে মানতে নারাজ। তারা এমন নেতা চান যিনি সাধারণ মানুষের দুঃখ-কষ্ট বুঝবেন, গৃহহীনদের মাথার ছাদ নিশ্চিত করবেন এবং সবার জন্য স্বাস্থ্যসেবা ও সাশ্রয়ী মূল্যে খাবারের ব্যবস্থা করবেন। তারা চান তাদের করের অর্থ দেশের বাইরে সামরিক আধিপত্য বিস্তারে খরচ না হোক।

মাত্র এক বছর আগে যুক্তরাষ্ট্রের মানুষ যখন রেকর্ড সংখ্যক ভোট দিয়ে রিপাবলিকান ধনকুবের ডোনাল্ড ট্রাম্পকে নির্বাচিত করলেন তাদের অনেককে সম্প্রতি দেশজুড়ে ট্রাম্পের বিরুদ্ধে “রাজা চাই না” বিক্ষোভে অংশ নিয়েছিলেন। সার্বিক অবস্থা দেখে মনে হচ্ছে মার্কিন তরুণদের মোহ ভঙ্গ হয়েছে। তারা ধনকুবের নেতাদের পেছনে ছোটাকে মরীচিকার পেছনে ছোটা বলে মনে করছেন। গত এক বছরে তারা অন্তত এটুকু বুঝতে পেরেছেন যে ধনীরা শুধু নিজেদের ভাগ্যের উন্নতির কথাই ভাবেন। তারা সাধারণ মানুষের মঙ্গলের কথা ভাবেন না।

প্রভাবশালী মার্কিন রাজনীতিক বার্নি স্যান্ডার্স মনে করেনড়তরুণ প্রজন্ম বুঝতে পারছে যে মার্কিন শাসন ব্যবস্থা দুর্নীতিগ্রস্ত হয়ে পড়েছে এবং এটি কেবল ধনীদের স্বার্থ রক্ষা করে। সাধারণ মানুষ এখন পরিবর্তন চায়। এই ব্যবস্থায় ধনীরা আরও ধনী হচ্ছেন। স্বল্প আয়ের মানুষদের ভাগ্য-উন্নয়নের কথা ভাবা হচ্ছে না। অর্থ ও ক্ষমতালোভী নেতাদের কথায় সাধারণ মানুষ বারবার প্রতারিত হচ্ছেন। তারা এখন পরিবর্তন চান।

সিবিএস নিউজকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে স্যান্ডার্স বলেন, “জোহরান মামদানি ডেমোক্র্যাট ও রিপাবলিকান উভয় দলের ধনী গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছেন। তরুণরা এমন নেতা চান যিনি বলবেন, তোমার ঘর নেই, সরকার ঘর দেবে; তোমার চিকিৎসার সামর্থ্য নেই, রাষ্ট্র সেই ব্যবস্থা করবে। জোহরান সেই প্রতিশ্রুতিই দিয়েছেন।”

এখন দেখার বিষয়, নিউইয়র্কের ভোটারদের মতো যুক্তরাষ্ট্রের বাকি অংশের মানুষও জোহরান মামদানির মতো নেতাদের গ্রহণ করেন কি না, যারা নিজ এলাকার মানুষের কল্যাণকে সবার ওপরে স্থান দেন।

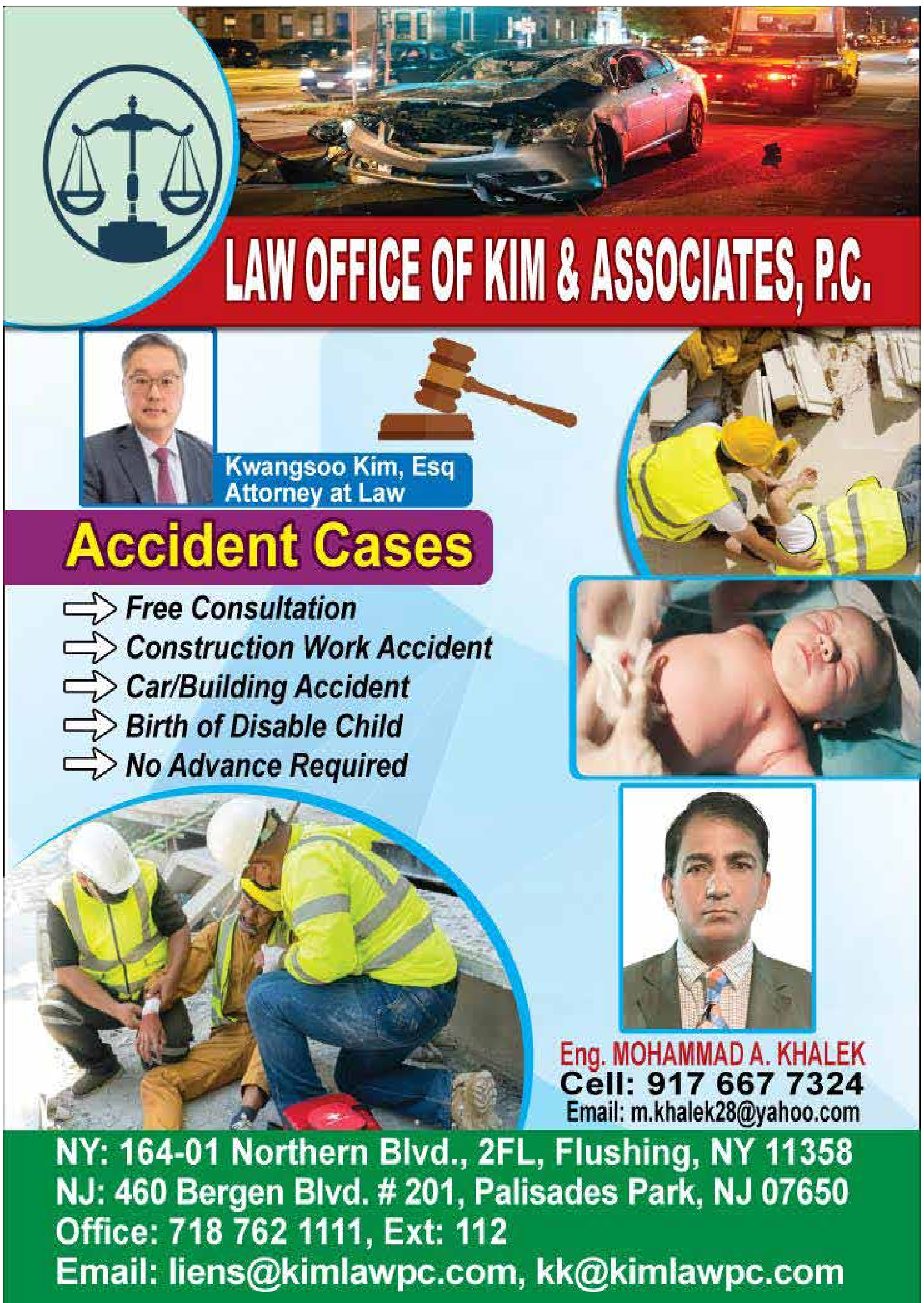

‘মামদানি মোবারক!’ নিউ ইয়র্কে

১৪ পৃষ্ঠার পর

এশিয়ান, ১৫ শতাংশ শ্বেতাঙ্গ এবং ১ শতাংশ আফ্রিকান আমেরিকান।

মামদানিকে ভোট দেওয়া আরেক ব্যক্তি সেহরিশ মুনির বলেন, “আমি জীবনে কল্পনাও করিনি যে বিশ্বের অন্যতম বৃহৎ শহর নিউ ইয়র্ক সিটি, যা ৯/১১-এর মতো ঘটনা পার করেছে, সেখানে একজন মুসলিম সমাজতান্ত্রিক, দক্ষিণ এশীয় নেতা এত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠবেন এবং এত মানুষ তাকে সমর্থন করবেন। আমি মনে করি, আমাদের যব সমাজ দেখিয়ে দিয়েছে তারা কোন দিকে যেতে চায়।”

ক্যালিফোর্নিয়ার বার্কলে বিশ্ববিদ্যালয়ের এএপিআই ডেটার নির্বাহী পরিচালক কার্তিক রামকৃষ্ণনের মতে, দক্ষিণ এশীয়রা সাধারণত ডেমোক্র্যাটিককে সমর্থন করে, কারণ সংখ্যালঘুরা এই পার্টিতে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে। তিনি বলেন, “তারা ডেমোক্র্যাটদের সঙ্গে বেশি পরিচিতি অনুভব করে, এবং সময়ের সাথে সাথে তারা ডেমোক্র্যাটিক পার্টির সেই নীতিগুলোকে সমর্থন করে যা শুধু বর্ণ বা ধর্মকে ছাপিয়ে যায়।”

মুনির বলেন, “মামদানির দক্ষিণ এশীয় পরিচয় দক্ষিণ এশীয়দের জন্য উদযাপনের বিষয় হতে পারে কারণ তারা তার মধ্যে নিজেদের প্রতিনিধি বলে অনুভব করেন। কিন্তু তার মধ্যে কিছু নিউ ইয়র্কীয় গুণও আছে।”

তিনি বলেন, “এটি তাঁর বিশ্বাসে স্পষ্ট। যে ভঙ্গিতে তিনি কথা বলেন, মানুষের সঙ্গে যে ভাবে তিনি সম্পর্ক গড়েন, তার প্রচারণা যেখানে তিনি এত ভাষায় কথা বলেছেন। তিনি জেনেই এসব করেছেন। বিশ্বের আর কোনো শহরে তিনি এমনটি করতে পারতেন?”

নিউইয়র্কের ইতিহাসে প্রথম

৬ পৃষ্ঠার পর

সদস্য ছিলেন। মঙ্গলবার রাতে তার ব্রুকলিন প্যারামাউন্ট থিয়েটারে আয়োজিত এক বিজয় অনুষ্ঠানে ভাষণ দেওয়ার কথা থাকলেও, সোমবারই তিনি সমর্থকদের ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন, “আপনাদের কারণেই আজ এই শহরে ইতিহাস রচিত হলো।”

এদিকে বহুজাতি ও বহুধর্মীয় এই শহরের ভোটাররা মামদানির জয়কে অগ্রগতির প্রতীক হিসেবে দেখছেন। তবে তার সমর্থকরা বলছেন, এটি ধর্ম বা জাতিগত পরিচয়ের নয়, বরং জীবনযাত্রার ব্যয় কমানোর মতো বাস্তব ইস্যুতে তিনি যেভাবে মনোযোগ কেড়ে প্রচারণার চালিয়েছেন, সেটিরই জয় হয়েছে।

আল জাজিরা বলছে, এই নির্বাচন যুক্তরাষ্ট্রের ডেমোক্র্যাটিক পার্টির ভবিষ্যতের দিকনির্দেশনাও হয়ে উঠেছে। সাবেক গভর্নর অ্যান্ড্রু কুয়োমো ছিলেন ধনী দাতাদের প্রভাবিত ‘পুরোনো ধারার’ প্রতিনিধি, আর নিজেকে গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্রী বলে পরিচয় দেওয়া মামদানি প্রতিনিধিত্ব করেছেন নতুন প্রজন্মের প্রগতিশীল দৃষ্টিভঙ্গির।

মঙ্গলবার ভোট দিতে গিয়ে কুয়োমো বলেন, “এটা ডেমোক্র্যাটিক পার্টির অভ্যন্তরে এক ধরনের গৃহযুদ্ধ। সমাজতান্ত্রিক নেতৃত্বাধীন চরম বামপন্থিরা এখন মধ্যপন্থিদের চ্যালেঞ্জ করছে।”

ব্রঙ্কসের মোট হেভেন এলাকার সমাজকর্মী ৩৩ বছর বয়সী জোশুয়া উইলসন ভোট দিয়েছেন মামদানিকে। তার ভাষায়, “ডোনাল্ড ট্রাম্পের দ্বিতীয় মেয়াদে এখন পুরো আমেরিকা রাজনৈতিকভাবে বিভক্ত। এমন সময়ে নতুন ও তরুণ কণ্ঠের উত্থান জরুরি।”

৬৮ বছর বয়সী লুসি কর্দেরো বলেন, “আমরা কুয়োমোকে দেখেছিড় তিনি ভালো ছিলেন না। মামদানি নতুন, তরুণ, হয়তো তিনিই কিছু পরিবর্তন আনতে পারবেন।”

ব্রুকলিনের ক্রাউন হাইটসের ৫২ বছর বয়সী ফ্রিল্যান্সার মেগান মার্কস বলেন, “মামদানির অবস্থান আমার চেয়েও বেশি বামঘেঁষা, কিন্তু দেশের সামগ্রিক পরিস্থিতি বিবেচনায় তার মতো দৃষ্টিভঙ্গির একজন নেতার প্রয়োজন। আমি তাকে সমর্থন করেছি, কারণ আমাদের হারানোর কিছু নেই।”

অবশ্য প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প নির্বাচনের ভোটগ্রহণের কয়েক ঘণ্টা আগে কুয়োমোকে সমর্থন ঘোষণা দিয়েছিলেন। রক্ষণশীল ভোটারদের একত্রিত করার উদ্দেশ্যে এই ঘোষণা দেওয়া হলেও তা উল্টো ফল দেয় বলে মনে করা হচ্ছে।

৫৫ বছর বয়সী আইনজীবী অ্যালেক্স লরেন্স বলেন, “প্রাইমারিতে আমি মামদানিকে ভোট দিইনি। পরে ভেবে দেখেছি, তার কথাবার্তায় ইতিবাচকতা আছে, সততা আছে। আমি তাকে সুযোগ দিতে চেয়েছি।”

বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত ড্রাইভার ইফতেখার খান বলেন, “এই নির্বাচনে মুসলিম ও দক্ষিণ এশীয় ভোটারদের ঐক্যই মামদানির বড় শক্তি। ২০০১ সালের ৯/১১ হামলার পর যেভাবে মুসলিমরা বৈষম্যের শিকার হয়েছিলেন, সেই বাস্তবতার প্রেক্ষাপটে তার জয় আমাদের জন্য এক নতুন সূচনা।”

সম্পূর্ণ নারী-নেতৃত্বাধীন ক্ষমতা

১২ পৃষ্ঠার পর

তিনি ব্যাখ্যা করেন, তার এই ট্রানজিশন টিমের জন্য কর্মী, গবেষণা ও অবকাঠামোর প্রয়োজন হবেড়যার সবকিছুর জন্যই অর্থের প্রয়োজন।

নির্বাচনে জয়ের পর হোয়াইট হাউস থেকে এখনও তার সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়নি বলে জানান মামদানি। তবে তিনি প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সঙ্গে কথা বলতে আগ্রহ প্রকাশ করেছেন। ট্রাম্প তাকে “কমিউনিস্ট” বলে উপহাস করার পাশাপাশি নিউইয়র্কে ফেডারেল তহবিল বন্ধের হুমকি দিয়েছেন।

মামদানি বলেন, “নিউইয়র্কবাসীর সেবা করার জন্য আমরা কীভাবে একসাথে কাজ করতে পারি, সে বিষয়ে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের সাথে কথা বলতে আমি আগ্রহী। আমি এই আলোচনার অপেক্ষায় আছি এবং স্পষ্ট করতে চাই যে, শহরের মানুষের উপকার হতে পারে এমন যেকোনো বিষয়ে আমি যে কারও সাথে কথা বলতে প্রস্তুত।”

জোহরান মামদানির ‘দুনিয়া কাঁপানো

১৪ পৃষ্ঠার পর

গেল বিজয়মঞ্চে বিজয়ীরওদুনিয়া কাঁপানো্ব ভাষণে। প্রায় ২১ মিনিটের সেই ভাষণে জোহরান মামদানি প্রমাণ করলেন,ওসততা শুধু সর্বোত্তম পন্থা নয়, এটাই একমাত্র পন্থা্ব, যা কোনো রাজনীতিবিদের কাছে আজকাল কেউ প্রত্যাশা করেন না। কেননা, সারা বিশ্বে সাধারণ দৃশ্য হলোড়রাজনীতিবিদরা জনকল্যাণের কথা বলে নির্বাচনে জয়ী হলেও দিন শেষে তারা নিজেদেরই ভাগ্য-উন্নয়নে ব্যস্ত থাকেন।

বিজয়ের মঞ্চে সেইওদীর্ঘ ঐতিহ্য্ব ভাঙার প্রতিশ্রুতিই দিলেন জোহরান মামদানি। বললেন,ওআজ সেই রাজনীতির মৃত্যু হলো, যে রাজনীতি বেশিরভাগ মানুষকে ত্যাগ করে শুধুমাত্র নিজেদের মানুষকে গ্রহণ করে্ব স্বর আরও একধাপ চড়িয়ে বললেন,ওআমরা নতুন যুগের নেতৃত্ব শুরু করতে যাচ্ছি। আমরা আপনাদের জন্য লড়াই করবো। কারণ, আমরা আপনাদেরই লোক্ব

রাজনীতি, রাজনৈতিক দল ও রাজনীতিকদের নিয়ে দীর্ঘ বছর ধরে জনমনে যে ক্ষোভ-হতাশা ও ধিক্কার জমে আছে, তা দূর করে নতুন আলোয় উদ্ভাসিত হওয়ার আহ্বানের পাশাপাশি দিকনির্দেশনাও দিলেন সবে ৩৪-এ পা দেওয়া এই জননেতা।

জনতার ভোটে বিজয় নিশ্চিত হওয়ার পর তিনি জানালেনড়এখন সময় এসেছে তার নিজের যোগ্যতার প্রমাণ দেওয়ার। ভক্তদের লক্ষ্য করে বললেন,ওপ্রতিদিন সকালে একটি কাজের জন্য ঘুম থেকে উঠবো। সেই কাজটি হচ্ছে, এই শহরে আপনার আজকের দিনটি যেন গতকালের তুলনায় সুন্দর হয়্ব

এই তরুণ নেতা সবার মনে শুধু আশাই জাগিয়ে দেননি সেই আশা বাস্তবায়নের পথও দেখিয়েছেন তিনি। কয়েক হাজার শিক্ষক নিয়োগের ঘোষণা দিয়ে জোহরান মামদানি বললেনড়আমলাতন্ত্রের কারণে যে অর্থ নষ্ট হয় তা কমানো হবে।

আরও বললেন, পুরোনো যুগের অবসান হয়েছে। এখন নতুন যুগ। জানালেনড়মেয়রের কার্যালয় সবার জন্য উন্মুক্ত।

তার ভাষ্য, এই নতুন যুগে থাকবে জনসাধারণের জন্য নগর সরকারের সাহসী উদ্যোগ। এই নতুন যুগেওদুঃখিত্ব বলে কোনো নেতার পার পাওয়ার সুযোগ নেই।

নির্বাচনের প্রতিশ্রুতি মেনে বিজয়ের মঞ্চে জোরালো কণ্ঠে তিনি ঘোষণা দিলেনড়সরকারি বাড়িভাড়া বাড়ছে না। বাসগুলো বিনা ভাড়ায় ও দ্রুত নগরবাসীদের নিয়ে চলাচল করবে। অভিভাবকরা যাতে তাদের সন্তানদের স্কুলে পৌঁছে দিয়ে নিজেদের কর্মস্থলে সময়মতো আসতে পারেন তার ব্যবস্থা হবে। বললেন, পুরো নগরীতে শিশুদের স্বাস্থ্যসেবা বিনামূল্যে দেওয়া হবে। অপরাধ কমানোর কথা বলেছিলেন তিনি। সঙ্গে উচ্চারণ করেছিলেন ন্যায়বিচারের কথাও। সবাইকে নাগরিক সুবিধা দিয়ে অপরাধ কমানোর প্রতিশ্রুতি দিলেন। গৃহহীনতা ও মানসিক স্বাস্থ্যগত সমস্যা সমাধানে নতুন বিভাগ খোলারও ঘোষণা দিলেন নবনির্বাচিত মেয়র। একে অপরের বিরুদ্ধে ঘৃণা ছড়ানো থেকে মুক্ত থাকার অনুরোধ করেছেন নতুন প্রজন্মের এই নেতা।

তার ভাষ্যড়ওসুস্পষ্ট করে বলছিড়আশা বেঁচে আছে্ব। এই আশায় বুক বেঁধে প্রতিদিন এক লাখ স্বেচ্ছাসেবক দিনের পর দিন কাজ করেছেন জোহরান মামদানিকে জেতাতে। তারা আশায় বুক বেঁধে ভোট দিয়েছেন তাকে বিজয়ী করতে। তারা সবাই মিলে আশাকে লালন করেছেন নতুন দিনের জন্য। তারা আশা করেছেন হতাশার বিরুদ্ধে। তারা অসম্ভবকে সম্ভব করার আশা নিয়ে কাজ করেছেন। আজ তারাই জয়ী হয়েছেনড়বললেন জোহরান মামদানি। এই ইতিহাস-গড়া মেয়রের বিশ্বাসড়বিদ্যমান রাজনৈতিক অন্ধকারাচ্ছন্ন পরিবেশে আলো দেখাবে নিউইয়র্ক। তিনি চানড়জাতি-গোষ্ঠী, ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সবার পাশে দাঁড়ানোর দৃষ্টান্ত দেখাবে এই মহানগরী। সব শ্রমজীবী মানুষের পাশে দাঁড়াবে নগর সরকার। সবার হাতে কম দামে নিত্যপণ্য তুলে দেওয়ার ব্যবস্থা করা হবে সরকারের পক্ষ থেকে।

নিউইয়র্কের সংখ্যালঘু ইহুদি সম্প্রদায়ের পাশে দাঁড়ানোর পাশাপাশি অপর সংখ্যালঘু মুসলিম সম্প্রদায়ের পাশেও দাঁড়ানোর কথা বলিষ্ঠ কণ্ঠে জানিয়ে দিলেনওসবার মেয়র্ব জোহরান মামদানি। এই নতুন যুগে এক সম্প্রদায় আরেক সম্প্রদায়ের প্রতি সহানুভূতি দেখাবে। তিনি বললেন,ওএমন বড় কোনো সমস্যা নেই যা সরকার সমাধান করতে পারে না। আবার ছোট বলে কোনো সমস্যা এড়িয়ে যাওয়া হবে না্ব

এই লেনদেনের দুনিয়ায় জোহরান মামদানি এমন নগর সরকার গড়তে চান যে সরকার সব নাগরিককে সহযোগিতা করবে।

এতদিন যারা অর্থ-ক্ষমতার দম্ভ দেখিয়ে চলেছেন তাদের জন্য বার্তা ছিলড় এখন থেকে আইন সবার জন্য সমান।

ওআমরা সবাই মিলে পরিবর্তনের দুয়ার খুলে দেবো। এই নতুন যুগকে সাহসের সঙ্গে বরণ করবো। ভয়ে পালানোর পথ খুঁজবো না্ব তিনি অভিজাততন্ত্র ও কর্তৃত্ববাদীদের সাহসের সঙ্গে মোকাবিলার আহ্বান জানিয়েছেন। তিনি আশাদীপ্ত স্বরে বলেন,ওআমরা শুধু ট্রাম্পকেই থামিয়ে দিইনি। আগামীতে যারা আসবেন তাদেরকেও থামিয়ে দেওয়া হবে্ব

নিজ দেশের মহাক্ষমতাধর রাষ্ট্রপতির উদ্দেশে তার ছিল উচ্চকণ্ঠ। জোরালো ভাষায় বললেন,ওডোনাল্ড ট্রাম্প, জানি আপনি আমাদের দেখছেন। আপনার জন্য চারটি শব্দ রেখেছিওটার্ন দ্য ভলিউম আপ্ব্বড়শব্দ আরেকটু বাড়িয়ে দিন, যাতে সব কথা পরিষ্কার শুনতে পান।

জোহরান মামদানি অভিবাসনবিরোধী ট্রাম্পকে আরও কঠোর বার্তা দিয়ে বললেন:ওনিউইয়র্ক অভিবাসীদের শহর। এই শহর অভিবাসীরা গড়ে তুলেছেন। এই শহর অভিবাসীদের বলে বলীয়ান। এই শহরের নেতৃত্ব দেবেন একজন অভিবাসী্ব

তিনি হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেন, এখন একজনকে ধরে নিয়ে গেলে সবাইকে ধরে নিয়ে যেতে হবে। প্রবল জনসমর্থনে উজ্জীবিত এই নেতা জানেন যে তাকে ঘিরে জনতার প্রত্যাশা আকাশচুম্বী। তাই উদ্দীপ্ত জনতাকে বললেন, ওআমরা সেই প্রত্যাশা পূরণ করবো্ব তিনি নিশ্চিত করলেন, মধুর মধুর কথা বলে মানুষের মন জয় করা হয়েছে, তা ঠিক। কিন্তু, মেয়রের আসনে বসার পর সেসব কথা উবে যাবে না। প্রচারণার দিনগুলোয় তিনি যে বলিষ্ঠতা দেখিয়েছিলেন ক্ষমতায় বসে তা হারিয়ে ফেলবেন না। নিজের যোগ্যতা নিয়ে তার অস্পষ্টতা নেই। তাই দীপ্ত কণ্ঠে বললেন,ওজানি আমি তরুণ। আমি মুসলিম। আমি ডেমোক্র্যাটিক সোশ্যালিস্ট। এসবের জন্য আমি লজ্জিত নই্ব তিনি বারবার সুস্পষ্ট ভাষায় শ্রমজীবী মানুষের স্বার্থ রক্ষার কথা বলেছেন। তাদের বারবার আশ্বস্ত করে বলেছেন, কোনো প্রতিশ্রুতিই বাতাসে মিলিয়ে যাবে না।

সকালে নিউইয়র্কবাসী দৈনিক কাগজে পাবেন তার সরকারের সাফল্যের সংবাদ, কলঙ্কের সংবাদ নয়।

ব্রুকলিনের সেই ঐতিহাসিক ২১ মিনিটের ভাষণের শেষে বাক্যে বিশ্ববাসী শুনলেন,ওআজ যেসব কথা আমরা সবাই মিলে বলছি, যে স্বপ্ন সবাই মিলে দেখেছি, তার বাস্তবায়ন সবাই মিলেই করবো্ব

কলাম্বিয়া ইউনিভার্সিটি ল’ গ্রাজুয়েট, লন্ডন ইউনিভার্সিটি থেকে ব্রিটিশ ফরেন ও কমনওয়েলথ অফিসের অধীনে শেভনিং স্কলার ও হিউম্যান রাইটস-এ মাস্টার্স, ঢাকা ইউনিভার্সিটি থেকে আইনে অনার্স ও মাস্টার্স (১ম শ্রেণী), বিসিএস (জুডিশিয়াল) এর সদস্য, বাংলাদেশে প্রাক্তন সিনিয়র সহকারী জজ আইন মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সহকারী সচিব ও বাংলাদেশ সরকারের প্রাক্তন মাননীয় আইন মন্ত্রীর কাউন্সিল অফিসার হিসেবে ৮ বছর এবং নিউইয়র্ক- এর বিভিন্ন ল’ফার্মের অভিজ্ঞতাসম্পন এ্যাটর্নী।

অশোক কুমার কর্মকার
এ্যাটর্নী এ্যাট ল’

আমেরিকায় যে কোন নতুন ব্যবসায় ন্যূনতম বিনিয়োগের মাধ্যমে Treaty (E-2) ভিসার অধীনে এদেশে ব্যবসা করার সুযোগ পেতে পারেন এবং পরবর্তীতে গ্রীন কার্ড পাওয়ার যোগ্য হতে পারেন।

তাছাড়া ১ মিলিয়ন বা নূন্যতম ৫ লাখ ডলার বিনিয়োগ করে EB-5 ভিসার অধীনে আপনি ও আপনার পরিবার ও সন্তান-সন্ততিসহ সরাসরি গ্রীন কার্ড পেতে পারেন।

বৈধভাবে এদেশে আপনার বিনিয়োগের অর্থ আনয়নে আমাদের সাথে পরামর্শ করতে পারেন।

দেশে কোন কোম্পানীর মালিক/পরিচালক হলে আপনি ও আপনার পরিবার L Visa’র সুবিধা নিতে পারেন এবং দু’বছর পর গ্রীন কার্ডের আবেদন করতে পারেন।

আপনি কি বিনিয়োগের মাধ্যমে নিজের যোগ্যতায় খুব দ্রুত গ্রীন কার্ড পেতে চান?

- আপনার সার্বিক আইনী (ইমিগ্রেশন, এসাইলামসহ সর্বপ্রকার রিয়েল এস্টেট ক্লোজিং, পার্সোনাল ইনজুরি, মেডিকেল ম্যালপ্রাক্টিস, ডিভোর্স, পারিবারিক, লিগালাইজেশনসহ সকল ধরণের) সমস্যার সমাধানে যোগাযোগ করুন (সোম - শনিবার)।
- আমেরিকায় বসে আমাদের ঢাকা অফিসের মাধ্যমে খরচ ও সময় বাঁচিয়ে আপনি বাংলাদেশে আপনার যে কোন মামলা পরিচালনা, সম্পত্তি ক্রয়-বিক্রয়সহ যে কোন আইনী সমস্যার সমাধান সহজেই করতে পারেন।
- আপনার সম্পত্তি ব্যাবস্থাপনায় (Property Management) আমাদের ঢাকা অফিস আপনাকে সহায়তা করতে পারে।

Law Offices of Ashok K. Karmaker, P.C.

Queens Main Office:
143-08 Hillside Avenue, Jamaica, NY 11435, Tel: (212) 714-3599, Fax: (718) 408-3283, ashoklaw.com
Bronx Office: Karmaker & Lewter, PLLC
1506 Castlehill Avenue, Bronx, NY 10462, Tel: (718) 662-0100, ashok@ashoklaw.com
Dhaka Office: US-Bangladesh Global Law Associates, Ltd.
Dream Apartments, Apt. C2, Hse 3G, Road 104, Gulshan Circle 2, Dhaka 1212, Bangladesh, Tel: 011-880-2-8833711

অক্টোবরে বাংলাদেশের মূল্যস্ফীতি

২২ পৃষ্ঠার পর

মূল্যস্ফীতি নেমে এসেছে ৬.৯৪ শতাংশে, যা সেপ্টেম্বর মাসে ছিল ৭.৫৪ শতাংশ। অপরদিকে খাদ্যবহির্ভূত খাতে মূল্যস্ফীতি সামান্য বেড়ে ৯.৪১ শতাংশে দাঁড়িয়েছে, যা গত মাসে ছিল ৯.৪০ শতাংশ।

গত বছরের অক্টোবর মাসে গ্রামীণ খাদ্যখাতে মূল্যস্ফীতি ছিল ১২.৭৫ শতাংশ এবং খাদ্য বহির্ভূত খাতে ৯.৭৬ শতাংশ। অন্যদিকে, শহর পর্যায়ে গত মাসে সাধারণ মূল্যস্ফীতি দাঁড়িয়েছে ৮.৩৩ শতাংশে, যা সেপ্টেম্বরের ৮.২৮ শতাংশ থেকে সামান্য বেশি। গত বছরের একই সময়ে এ হার ছিল ১০.৪৪ শতাংশ।

খাদ্যখাতে শহুরে মূল্যস্ফীতি দাঁড়িয়েছে ৭.৪৫ শতাংশে (সেপ্টেম্বরে ছিল ৭.৯৪ শতাংশ), আর খাদ্যবহির্ভূত খাতে মূল্যস্ফীতি বেড়ে হয়েছে ৮.৯২ শতাংশ, যা গত মাসে ছিল ৮.৫১ শতাংশ।

এদিকে, অক্টোবর মাসে জাতীয় পর্যায়ে পয়েন্ট-টু-পয়েন্ট ভিত্তিতে মজুরি হার (সাধারণ) দাঁড়িয়েছে ৮.০১ শতাংশে। এ হার গত সেপ্টেম্বরে ছিল ৮.০২ শতাংশ। আর গত বছরের একই সময়ে (অক্টোবর ২০২৪) ছিল ৮.০৭ শতাংশ। খাতভিত্তিক হিসাবে, অক্টোবরে কৃষি খাতে মজুরি হার বেড়ে হয়েছে ৮.১৭ শতাংশ, শিল্প খাতে হয়েছে ৭.৭৭ শতাংশ এবং সেবা খাতে হয়েছে ৮.১৯ শতাংশ।

সাবেক ‘ঘৃণিত’ মেয়রকে সরানোর গোপন বৈঠক থেকে

১২ পৃষ্ঠার পর

তবে প্রচারণা শুরু হওয়ার পর, মামদানি যাত্রাপথেই ফোনে দলের সঙ্গে কাজ করতেন, রাতে হোটেলের রুমেও সেই আলোচনা থামত না। মঙ্গলবার রাতে, ভোটের ফলাফল ঘোষণার পর, ব্রুকলিনের এক বলরুমে দাঁড়িয়ে জাতীয় টেলিভিশনের সামনে সমাজতন্ত্রী ইউজিন ডেবসের উক্তি উদ্ধৃত করে মামদানি গর্বের সঙ্গে ঘোষণা করলেন, তিনি নিউইয়র্ক সিটির প্রথম মুসলিম ও গত এক শতকে সর্বকনিষ্ঠ মেয়র।

বিজয় বক্তৃতায় মামদানি বলেন, “সব প্রতিকূলতা সত্ত্বেও আমরা তা অর্জন করেছি।” তিনি আরও ঘোষণা দেন, ১৯৪০-এর দশকে মেয়র ফিওরেলো লা গার্ডিয়ার পর নিউইয়র্কে জীবনযাত্রার ব্যয় মোকাবিলায় সবচেয়ে উচ্চাকাঙ্ক্ষী কর্মসূচি হবে এই যুগে “ভবিষ্যৎ এখন আমাদের হাতে,” বলেন তিনি।

মামদানির এই বিজয় শুধু নিউইয়র্ক নয়, বিশ্বজুড়ে এবং ডেমোক্র্যাটিক রাজনীতির ভেতরেও আলোড়ন তুলেছে। তার সমর্থকেরা সমালোচনার জবাবে বলেন, মামদানি প্রকৃত ডেমোক্র্যাট নন—এই অভিযোগ ভিত্তিহীন। তাদের মতে, তার নীতিগুলো কেবল নিউইয়র্কেই নয়, বরং রাজনৈতিকভাবে বৈচিত্র্যময় অঙ্গরাজ্যগুলোতেও প্রভাব ফেলতে পারে, যা পুনরায় জাতীয় ক্ষমতায় ফিরতে ডেমোক্র্যাটদের জন্য প্রয়োজন।

জনঅ্যাডভোকেট জুমানে উইলিয়ামস, যিনি গোপন বৈঠকগুলোতেও উপস্থিত ছিলেন, বলেন, “আমার মনে হয় না, কেউই এমন ফলাফলের আশা করেছিল। তবে আমরা সবাই বলেছিলাম—আমরা আমাদের বিশ্বাসের পক্ষে দাঁড়াব।”

মঙ্গলবার সকালে এক স্কুল জিমনেসিয়ামে নিজের ভোটটি দিতে গিয়ে মামদানি ফিরে গেলেন সেই গোপন বৈঠকগুলোর স্মৃতিতে। ডেমোক্র্যাটিক প্রার্থী হিসেবে ব্যালটে নাম থাকলেও, তিনি ভোট দেন ক্রস-এন্ডোর্স করা ওয়ার্কিং ফ্যামিলিস পার্টির প্রতীকে, সিএনএনকে তাঁর এক সহকারী বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

মামদানির প্রচারণায় জড়িত তিন ডজন উপদেষ্টা, রাজনীতিক, প্রচারকর্মী, অনুদানদাতা ও শহর রাজনীতির অভ্যন্তরীণ সূত্রের আলোচনায় উঠে এসেছে, প্রাইমারিতে জয়ের পর থেকে এখন পর্যন্ত তাঁর যাত্রাপথ ছিল প্রত্যাশার চেয়ে অনেক বেশি চাপের ও জটিল।

আনা মারিয়া আর্চিলা প্রাইমারির রাতের কথা স্মরণ করে বলেন, “আমরা বুঝেছিলাম, এটাই শেষ লড়াই নয়। বিলিয়নিয়াররা ৩ কোটি ডলার শুধু হাল ছেড়ে দেওয়ার জন্য খরচ করেনি।”

প্রাইমারির পর মামদানির দলের অভ্যন্তরীণ জরিপ তাদের বিস্মিত করেছিল—ইতিবাচক বা নেতিবাচক, কোনো দিকেই ভোটারদের অবস্থান তেমন পরিবর্তন হচ্ছিল না। শেষ পর্যন্ত তারা ভোটারদের মন জয় করার প্রচেষ্টা থেকে সরে এসে হাস্যরসাত্মক বিজ্ঞাপন ও ভিডিওর পথে যায়—দ্য ব্যাচেলর” ও “সারভাইভার”এর ব্যঙ্গাত্মক রূপে তৈরি এসব ভিডিও নিজে থেকেই ছড়িয়ে পড়ে সমর্থকদের মধ্যে।

গ্রীষ্মের শেষ দিকে মামদানির প্রচারণা নিয়ে খানিকটা উদ্বেগে পড়েছিলেন আনা মারিয়া আর্চিলা ও তাঁর সহযোগীরা। তাঁদের মনে হচ্ছিল, আন্ডারডগ প্রার্থী হিসেবে যে উদ্দীপনা তাকে এত দূর টেনে এনেছিল, তা কিছুটা ম্লান হয়ে এসেছে। ধনকুবেরবিরোধী বার্তা “সব প্রশ্নের উত্তর দেওয়া, সব অনুষ্ঠানে যাওয়া” ধরনের কৌশল অব্যাহত রাখলেও, নিজের বিয়ে উপলক্ষে মামদানি কিছুদিনের বিরতি নেন। পরে ফিরে এসে ব্যবসায়ী ও নগর প্রশাসনের শীর্ষ ব্যক্তিদের সঙ্গে একাধিক “ক্লোজড-ডোর” বৈঠক করেন—তাদের আশ্বস্ত করা, সম্ভব হলে মত পরিবর্তনে রাজি করানোর উদ্দেশ্যে।

এই পরিবর্তন টের পেয়েছিলেন বার্নি স্যান্ডার্সও। ভারমন্টের সিনেটর স্যান্ডার্স তার সহযোগীদের বলেছিলেন, মামদানির প্রচারণা দলের প্রস্তাব—কেবল ব্রুকলিনে এক টাউন হলে যোগ দেওয়া—তা মেনে না নিতে। স্যান্ডার্স মনে করতেন, প্রতিদ্বন্দ্বীরা যাতে তার বিপক্ষে ঐক্যবদ্ধ না হয়, সেটি ঠেকানো তখন জরুরি।

সেপ্টেম্বরের প্রথম শুক্রবার, ভোটের ঠিক আগের দিন, বার্নি স্যান্ডার্স ট্রেভর নোয়ার পডকাস্ট রেকর্ডিং স্টুডিওতে যান। সেখানে মেয়র এরিক অ্যাডামসের একটি ভিডিও দেখে স্যান্ডার্স সন্তুষ্ট হন, যেখানে অ্যাডামস সাবেক গভর্নর অ্যান্ড্রু কুমোকে “সাপ আর মিথ্যাবাদী” বলে আক্রমণ করেন; মামদানিকে সঙ্গে জুড়ে তাদের দুজনকে “দুই নষ্ট বাচ্চা” বলে অভিহিত করে ঘোষণা দেন, “আমি নিজেই ওদের হারাব।” ভিডিও দেখে স্যান্ডার্স মুষ্টি উঁচিয়ে বললেন, “ঠিক আছে।” অ্যাডামস প্রতিদ্বন্দ্বিতায় থাকছেন—এটাই তার কাছে ইতিবাচক খবর।

অন্যদিকে, কুমো ও তাঁর ঘনিষ্ঠ সহকারীরা একই অনুষ্ঠান দেখছিলেন ভিন্ন আঙ্গিকে। কুমো মাসাধিককাল ধরে অ্যাডামসকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা থেকে সরানোর চেষ্টা করে যাচ্ছিলেন। তিনি বারবার বলতেন, “আমাকে অ্যাডামস আর স্লিওয়াকে সরাতে হবে, তাহলেই আমি জিতব। আমি জানি কাকে ফোন করতে হবে, কাকে চাপ দিতে হবে।”

তিন সপ্তাহ পর অ্যাডামস সরে দাঁড়ালে, স্যান্ডার্স ও মামদানির উপদেষ্টাদের মতে, সেটি কুমোর শিবিরের জন্য তেমন কাজে আসেনি। তবুও মঙ্গলবারের নির্বাচনে মামদানি কুয়োমোকে বড় ব্যবধানে পরাজিত করেন।

অক্টোবরের শেষ রবিবার, বার্নি স্যান্ডার্স কুইন্সের ফরেস্ট হিলস স্টেডিয়ামে চূড়ান্ত নির্বাচনী সমাবেশে অংশ নিতে নিউইয়র্কে ফেরেন। তিনি মামদানির ট্রানজিশন প্রধান এল বিসগার্ড-চার্চ ও প্রচার ব্যবস্থাপক মায়া হান্ডার কাছে বিস্তারিত পরিকল্পনা জানতে চান, বিশেষ করে প্রথম ১০০ দিনের ওপর গুরুত্ব দেন। তিনি সতর্ক করে বলেন, “ওরা তোমাদের ভেঙে ফেলতে চাইবে।”

ভোটের আগের শনিবারেই মামদানি ও তাঁর সহযোগীরা টের পেয়েছিলেন—জয় তাদের হাতের নাগালেই। সেই মুহূর্তের আগেই ফোনে শোনা গেল বারাক ওবামার কণ্ঠ। গ্রীষ্মে আগের এক আলাপের কথা মনে করিয়ে মামদানি ওবামাকে ধন্যবাদ জানান, যখন সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট তাঁকে পরামর্শ দিয়েছিলেন নির্বাচনী লড়াইয়ের পাশাপাশি শাসন পরিচালনার প্রস্তুতিতেও মনোযোগ দিতে হবে।

ওবামা তাকে বলেন, “আমি চাই তুমি একজন সফল মেয়র হও; এর মানে হলো মানুষের কাছে সেবা পৌঁছে দেওয়া, প্রশাসনের মূল কাজগুলো ঠিকভাবে করা।”

পর্দার আড়ালে, কয়েক সপ্তাহ আগেই মামদানি এক বন্ধুর কাছে অভিযোগ করেছিলেন—সবাই যেন তার ওপর চাপ দিচ্ছে, যেন এখনই তাকে ক্ষমতা হস্তান্তরের পূর্ণাঙ্গ পরিকল্পনা তৈরি করতে হয়। তবে তিনি তখন থেকেই তার ঘনিষ্ঠ সহযোগীদের সঙ্গে সম্ভাব্য নিয়োগের তালিকা তৈরি করছিলেন।

তবে এখনো ঝুলে আছে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়—শেষ মেয়রাল বিতর্কে মামদানির আকস্মিক ঘোষণা যে তিনি বর্তমান পুলিশ কমিশনার জেসিকা টিশকে দায়িত্বে রাখতে চান। পরে সিএনএনকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে তিনি স্বীকার করেন, টিশের সঙ্গে তিনি এ বিষয়ে সরাসরি কথা বলেননি। মামদানির দুই সম্ভাব্য উপদেষ্টাবলেন, যদি সত্যিই এমন হয়ে থাকে, তবে তা “প্রশাসনিক দায়িত্বজ্ঞানহীনতার চরম উদাহরণ” হবে, ভবিষ্যৎ প্রশাসনের জন্যও এটি একটি উদ্বেগজনক ইঙ্গিত।

ট্রাম্পকে ‘ভলিউম বাড়াতে’ বললেন মামদানি

১০ পৃষ্ঠার পর

আমাকে দেখছেন। আমার কিছু কথা আছে আপনার জন্য; দয়া করে ভলিউম বাড়িয়ে নিন।”

“নিউইয়র্কের নতুন প্রজন্ম পরিবর্তন চায়। আর এই পরিবর্তনের জন্য তারা আমাকে তাদের জনপ্রতিনিধি হিসেবে নির্বাচিত করেছে। আমরা অভিজাততন্ত্র এবং কর্তৃত্ববাদী শাসনের বিরুদ্ধে সেই শক্তি দিয়েই সাড়া দেবো, যাতে তারা ভয় পায়। আমারা কোনোপ্রকার তুষ্টি, তোষণ বা তোষামোদের রাজনীতিতে বিশ্বাসী নই।”

বিজয় ভাষণে নাম উল্লেখ না করে ডোনাল্ড ট্রাম্পকে ‘স্বৈরশাসক’ বলেও আখ্যায়িত করেছেন মামদানি। বলেছেন, “কোনো স্বৈরশাসককে যদি ভয় দেখাতে হয়, তাহলে সর্বোত্তম উপায় হলো যেসব শর্ত ওই স্বৈরশাসককে ক্ষমতা কুক্ষিগত করতে সহায়তা করছে, সেগুলো অকার্যকর করে দেওয়া। যদি আমরা এমনটা করতে পারি, তাহলে শুধু ট্রাম্প নয়—তার পরবর্তীতে যদি কোনো স্বৈরশাসক আসে, তাকেও আমরা থামিয়ে দিতে পারব।”

“আর ট্রাম্পের উদ্দেশে বলছি, আপনি শুনে রাখুন—আমাদের কোনো একজনকে যদি আপনি আঘাত করতে চান, তাহলে সবাইকে আঘাত করতে হবে।”

নিউইয়র্কের বাসিন্দাদের শুভেচ্ছা জানিয়ে মামদানি বলেন, “নিউইয়র্কের বাসিন্দারা, আজ আপনারা পরিবর্তনকে ম্যান্ডেট দিয়েছেন, নতুন রাজনীতিকে ম্যান্ডেট দিয়েছেন। আমরা নিউইয়র্ক শহরকে যেমন দেখতে চাই, তেমন একটি শহর গড়ে তোলার প্রতিশ্রুতিকে ম্যান্ডেট দিয়েছেন।”

অভিবাসী অধ্যুষিত নিউইয়র্ক অঙ্গরাজ্য ডেমোক্রেটিক পার্টির শক্তিশালী ঘাঁটি। যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট এবং সরকারি দল রিপাবলিকান পার্টির শীর্ষ নেতা ডোনাল্ড ট্রাম্প শুরু থেকেই মামদানির বিরুদ্ধে ছিলেন।

নিউইয়র্কের এবারের মেয়র নির্বাচনে প্রার্থী ছিলেন মোট ৩ জন—ডেমোক্রেটিক পার্টির জোহরান মামদানি, রিপাবলিকান পার্টির কার্টিস স্লিওয়া এবং নিউইয়র্কের সাবেক মেয়র ও ডেমোক্র্যাটিক পার্টির নেতা অ্যান্ড্রু কুওমো। কুওমো স্বতন্ত্র প্রার্থী ছিলেন।

মেয়র নির্বাচনে ৫০ শতাংশ ভোট পেয়ে বিজয়ী হয়েছেন মামদানি। তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী অ্যান্ড্রু কুয়োমো পেয়েছেন ৪২ শতাংশ ভোট এবং কার্টিস স্লিওয়া পেয়েছেন ৮ শতাংশ ভোট।

ট্রাম্প সমর্থন জানিয়েছিলেন কুওমোর প্রতি। মার্কিন সংবাদমাধ্যম ফোর্বসের তথ্য অনুযায়ী, মামদানির বিরুদ্ধে প্রচার প্রচারণা চালানোর জন্য আড়াই কোটি ডলার ব্যয় করেছে রিপাবলিকান পার্টি। এর পেছনে ছিলেন ট্রাম্প।

এছাড়া সম্প্রতি ট্রাম্প হুমকি দিয়েছেন, মামদানি বিজয়ী হলে নিউইয়র্কে যুক্তরাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় সরকারের আর্থিক বরাদ্দ তিনি বন্ধ করে দেবেন।

নিউইয়র্কের স্থানীয় সময় গতকাল রাতে ভোটের ফলাফল ঘোষণার পর হোয়াইট হাউসের এক কর্মকর্তা নাম প্রকাশ না করার শর্তে বলেচেন, ট্রাম্পের আর্থিক বরাদ্দ বন্ধের হুমকিকে ‘হালকাভাবে’ নেওয়া উচিত হবে না নিউইয়র্ক সিটি প্রশাসনের। সূত্র : সিএনএন, এনবিসি

Law Office of Mahfuzur Rahman

Mahfuzur Rahman, Esq.
এটর্নী মাহ্ফুজুর রহমান
Attorney-At-Law (NY)
Barrister-At-Law (UK)

Admitted in US Federal Court
(Southern & Eastern District, Court of Appeals 2nd Circuit and Ninth Circuit.)
সহযোগিতার জন্য যোগাযোগ করুন।
ইমিগ্রেশনঃ ফ্যামিলি পিটিশন, গ্রীনকার্ড, ন্যাচারালাইজেশন এবং সিটিজেনশীপ, এসাইলাম, ডিপোর্টেশন, Cancellation of Removal, VAWA পিটিশন, লিগ্যালাইজেশন, বিজনেস ইমিগ্রেশন (H-1B, L1B, J1, EB1, EB2, EB3, EB5)
ফ্যামিলি ল' আনকনটেস্টেড এবং কনটেস্টেড ডিভোর্স, চাইল্ড সাপোর্ট এবং কাস্টডি, এলিমনি।

- ব্যাংক্রাপ্সী
- ল্যান্ডলর্ড ট্যানেন্ট ডিসপিউট
- রিয়েল এস্টেট ক্লোজিং
- উইল্‌স
- ইনকোর্পোরেশন
- ক্রেডিট কনসলিডেশন
- পার্সনাল ইঞ্জুরি (এক্সিডেন্ট, কনস্ট্রাকশন)
- মর্গেজ
- ক্রিমিন্যাল এবং সিভিল লিটিগেশন
- ট্যাক্স ম্যাটার

Appointment : 347-856-1736
JACKSON HEIGHTS
75-21 Broadway, 3rd Fl, Elmhurst, NY 11373
Tel: 347-856-1736, Fax: 347-436-9184
E-mail: attymahfuz@gmail.com

সর্বনিম্ন মূল্যে বাংলাদেশ ভ্রমণ করুন
আমরা যেকোন ট্রাভেল এজেন্সী
অনলাইন/ইন্টারনেট প্রাইস থেকে কমমূল্যে টিকেট দিয়ে থাকি
জেএফকে-ঢাকা-জেএফকে
JFK-Dhaka-JFK

আমেরিকার যেকোন স্টেট থেকে বাংলাদেশসহ বিশ্বের যেকোন দেশে সুলভে ভ্রমণ করুন
LOWEST GUARANTEED PRICES
Emirates ETIHAD QATAR KUWAIT AIRWAYS TURKISH AIRLINES SAUDIA DELTA

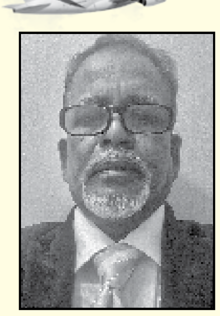

MIRZA M ZAMAN (SHAMIM) - CEO

Cheapest Domestic & International Air Tickets
GLOBAL NY 1 TRAVELS, INC
168-47, Hillside ave, 2nd Floor
Jamaica NY-11432
OFFICE: 718-205-2360, CELL: 646-750-0632
E-mail: globalnytravels@gmail.com
অনলাইনে সবচেয়ে কমমূল্যে এয়ার টিকেট এবং হোটেল বুকিং দিন

NY HOME CARE

Get paid to take care of your loved ones

আপনার বিশ্বস্ত হোম কেয়ার এজেন্সী

37-18, 73 Street, Suite # 402, Jackson Heights, NY 11372

718-874-0047

Email:info@yourdreamhomecare.com

www.yourdreamhomecare.com

আমরা সর্বোচ্চ পেমেন্ট করে থাকি

Contact with us 718-874-0047

M AZIZ
CEO & President
Your Dream Home Care
Ex-President & Chairman
Board of Trustee
Bangladesh Society Inc. USA

We Hire & Train HHA/PCA Certificate Holders AIDES

আমরা HHA/PCA সার্টিফিকেটসহ এইডস প্রশিক্ষণ ও নিয়োগ দিচ্ছি

বাড়ীভাড়া বাবদ ৮০০ ডলার বা তার অধিক পেতে সহায়তা করি

প্রতি সোম, বুধ ও শুক্রবার বাসা ভাড়া, মেডিকেইড ও ফুড স্ট্যাম্পের আবেদনে আমরা সহায়তা করি।

পারিবারিক স্বাস্থ্যসেবা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে যোগাযোগ করুন

Head Office
37-18, 73 Street, Suite # 402
Jackson Heights, NY 11372
(718) 874-0047, 917-560-0129

এ কাজের জন্য প্রশিক্ষণের প্রয়োজন নাই।
- আমরা কোনো ফি নেই না।
- আপনার প্রিয়জনের সমস্ত খরচ মেডিকেইড বহন করবে এবং এটি সম্পূর্ণ আইনসম্মত।
- কেইস ট্রান্সফারের মাধ্যমে বেশি অর্থ উপার্জন করুন।

Jamaica Office: 168-25A Hillside Ave, 2nd Floor Jamaica, NY 11432 (718) 725-1332, (718) 971-0064	**Jamaica Office:** 168-47 Hillside Ave, 2nd Floor Jamaica, NY 11432 (929) 400-4785, (718)874-0047	**Sutphin Branch** **Mohammad Khair**(Director) 97-01 Sutphin, Blvd Jamaica NY 11435 (929)-225-0746, (718) 755-0153 (718) 718-874-0047	**Ozone Park Office** 7721-101 Ave. Ozone Park New York 11416 (718) 874-0047, 347-771-0115
Ozone Park Office 720 Liberty Ave, Brooklyn NY 11208 (646) 500-1657, (718)874-0047	1088 Liberty Avenue, Brooklyn NY 11208 (929) 283-8432	**Fulton Office:** 584 Nostrand Ave. NY 11216 (646) 5001657	**Bronx Office** 2140 Starling Ave. Bronx, NY 10462 917-391-4841, 718-874-0047 (Office) Fax 718-874-0069
Bangladesh Plaza 3105 Bally Ave. Buffalo NY 14215 (347) 357-4252, (347) 520-9699	**Buffalo Office:** 1155 Broadway Buffalo, NY 14212 (347) 335-3617, (718) 874-0047	1299 Harlem Road Buffalo, NY 14094 (716) 400 1446	**Albany Office** 114 Quail St. Albany, NY 12203 518-379-5496, 518-243-9096 718-864-2061

SECI

Sonali Exchange Co. Inc.

Secure, Fast, Reliable.

বাংলাদেশে টাকা পাঠাবেন? সোনালী এক্সচেঞ্জে আসুন

জ্যামাইকা, জ্যাকসন হাইট্স ও ব্রঙ্কস শাখা সপ্তাহে ০৭ দিনই খোলা থাকে

- আমরা দিচ্ছি সর্বোচ্চ রেট
- আমরা টাকা পাঠাতে কোন ফি নেই না
- আমরা সকল ব্যাংকে একই রেট দিয়ে থাকি
- আমাদের ক্যাশ পিকআপ ও বিকাশ রেটও সমান
- আমরা দিচ্ছি ২.৫০% সরকারী প্রণোদনার নিশ্চয়তা

ঘরে বসে টাকা পাঠাতে আপনার মোবাইল থেকে

Sonali Exchange Mobile App

ডাউনলোড করে রেজিষ্ট্রেশন করুন
যোগাযোগ- ২১২-৮০৮-০৭৯০

সোনালী এক্সচেঞ্জ কোম্পানী ইনক
SONALI EXCHANGE CO. INC.

সোনালী ব্যাংক পিএলসি এর একটি অঙ্গ প্রতিষ্ঠান

LICENSED AS INTERNATIONAL MONEY TRANSMITTER BY THE DFS NY, DF&I NJ, DIFS MI, DB&F GA, OCFR MD AND FLOFR FL

NMLS NO. 1098789

সোনালী এক্সচেঞ্জ এর মাধ্যমে রেমিটেন্স করুন, দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গর্বিত অংশীদার হউন।

রেমিটেন্স সংক্রান্ত তথ্যের জন্য নিম্নের যে কোন শাখায় যোগাযোগ করুন

CORPORATE 212-808-0790 | ATLANTA 770-936-9906 | BROOKLYN 718-853-9558 | JACKSON HTS 718-507-6002

BRONX 718-822-1081 | JAMAICA 347-644-5150 | MICHIGAN 313-368-3845 | OZONE PARK 347-829-3875 | PATERSON 973-595-7590

আমাদের সার্ভিস নিন - আপনাকে সেবা করার সুযোগ দিন

ডিজিটাল ট্রাভেলস
এস্টোরিয়া
Time to
FLY DHAKA
ঝামেলামুক্ত
এয়ার টিকেটের নিশ্চয়তা
সামার সেল চলছে
সীমিত সময়ের জন্য
BOOK AIR TICKET
718-721-2012
www.digitaltraveltour.com
আমাদের অফিস শুধুমাত্র এস্টোরিয়ায়
25-78 31st Street, New York, NY-11102
সাবওয়েতে N ও W ট্রেনে
30th Avenue Station

KHAN'S TUTORIAL
30 YEARS OF EXCELLENCE

Ready To Boost Your Scores?

Grades K-6
$1,320
5 Months + 1 Month Free
Common Core Prep

Grade 7 SHSAT
Until October 2025 SHSAT Exam
Up To
43% OFF

High School GPA/Regents
$1,305
3 Months
In-Person Regents Exam Prep

SAT Exam Prep
In-Person Spring SAT
April - June
$1,920

Save Up To
$200 OFF
On Packages Worth $2,000+

Visit Us At Any Of Our Location!

- Jackson Heights
- Jamaica
- Astoria
- Brooklyn
- Ozone Park
- Bronx
- Bellerose - Long Island

Call Now at (718) 938-9451 or Visit KhansTutorial.com

কে এই নিউইয়র্কের প্রথম অভিবাসী

৮ পৃষ্ঠার পর

ক্ষেত্রে নিরাপত্তাকে বিসর্জন দিতে হয়" ড্ বসন্তের এক সমাবেশে তিনি এই কথা বলেন। সামাজিক নিরাপত্তা নিয়ে কাজ করা সংস্থা ড্রামের রাজনৈতিক পরিচালক জাগপ্রীত সিং বলেন, "মেয়র পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা কারও মধ্যে জোহরানের মতো কাউকে দেখিনি, যিনি সামগ্রিকভাবে আমাদের চিন্তার বিষয়গুলোর প্রতিফলন ঘটান।"

মামদানির সাশ্রয়ী যুদ্ধ

মামদানি বলেছেন, যুক্তরাষ্ট্রের সবচেয়ে ব্যয়বহুল শহরের ভোটাররা চায় ডেমোক্র্যাটরা সাশ্রয়ের ওপর গুরুত্ব দিক। তিনি বলেন, "এটি এমন একটি শহর যেখানে চারজনের মধ্যে একজন দারিদ্র্যের সাথে বসবাস করছে, এমন একটি শহর যেখানে প্রতিরাতে পাঁচ লাখ শিশু ক্ষুধার্ত অবস্থায় ঘুমায়।"

বিবিসির সাথে এক সাক্ষাৎকারে তিনি আরও বলেন, "এটি এমন একটি শহর যা নিজের সেসব বৈশিষ্ট্য হারানোর ঝুঁকিতে রয়েছে, যেগুলো একসময় এটিকে বিশেষ করে তুলেছিল।"

তার প্রস্তাবনাগুলো হলো:

ঙ শহরজুড়ে বিনামূল্যে বাস পরিষেবা।

ঙ বাড়িভাড়া স্থির রাখা এবং অবহেলা করা বাড়িওয়ালাদের জবাবদিহির ব্যবস্থা করা।

ঙ সাশ্রয়ী মূল্যের ওপর জোর দিয়ে শহরের নিজস্ব মুদি দোকানের চেইন সৃষ্টি করা।

ঙ ছয় সপ্তাহ থেকে পাঁচ বছর বয়সী শিশুদের জন্য সারা শহরে বিনামূল্যে চাইল্ড কেয়ার প্রতিষ্ঠা।

ঙ সাশ্রয়ী বাসস্থানের সংখ্যা তিন গুণ বাড়ানো, যা ইউনিয়নের মাধ্যমে নির্মাণ করা হবে।

তার পরিকল্পনায় মেয়রের অফিসের 'পুনর্বিন্যাস' বা সংস্কারও অন্তর্ভুক্ত, যাতে করে সম্পত্তির মালিকরা দায়বদ্ধ থাকে এবং চিরস্থায়ীভাবে সাশ্রয়ী বাসস্থানের সংখ্যা বাড়ানো যায়। মামদানি তার প্রচারণায় এই নীতিগুলোকে চোখে পড়ার মতো এবং ভাইরাল, অঙ্গভঙ্গির মাধ্যমে সামনে এনেছিলেন। তিনি বাসা ভাড়ার বিষয়টি তুলে ধরতে আটলান্টিক সাগরে ডুব দিয়েছেন এবং খাদ্য নিরাপত্তাহীনতাকে তুলে ধরার জন্য একটি বারিতো (মেক্সিক্যান খাবার) দিয়ে একটি পাতাল রেল সাবওয়েতে রমজানের ইফতার করে রোজা ভাঙেন।

এছাড়া তিনি ভোটের আগের দিন পুরো ম্যানহাটন হেঁটে গেছেন এবং ভোটারদের সাথে সেলফি তুলেছেন। যদিও তিনি জোর দিয়ে বলেন, এই শহরকে আরও সাশ্রয়ী করা সম্ভব, তবুও সমালোচকরা মনে করছেন, এই অতি উচ্চাভিলাষী প্রতিশ্রুতিগুলো বাস্তবায়ন করা কঠিন।

দ্য নিউইয়র্ক টাইমস মেয়র নির্বাচনে কাউকে সমর্থন না দিয়ে সাধারণভাবে প্রার্থীদের সমালোচনা করে থাকে।

তাদের সম্পাদকীয়তে লেখা হয়েছে, মামদানির পরিকল্পনা "শহরের চ্যালেঞ্জের সাথে খাপ খায় না" এবং এটি "শাসনের অতি জরুরি সমস্যাগুলোকে অগ্রাহ্য করে"। তার প্রতিশ্রুত বাসা ভাড়ায় কড়াকড়ি করা হলে আবাসন সংকট বাড়তে পারে বলে তারা মনে করছে।

সমালোচকরা তুলছেন অভিজ্ঞতার প্রশ্ন

কুওমো এবং তার সমর্থকরা মনে করছেন, মামদানি এমন পদের জন্য খুবই অদক্ষ এবং কট্টরপন্থি, যেখানে ১১৫ বিলিয়ন ডলারের বাজেট এবং ৩ লাখের বেশি পৌর কর্মী রয়েছে।

বিল ক্লিনটনসহ বড় দাতা এবং মধ্যপন্থিদের সমর্থন পাওয়া কুওমো অভিজ্ঞতার ওপর জোর দিয়ে বলেন, অভিজ্ঞতা, দক্ষতা, কাজ কীভাবে করতে হয়, তা জানা প্রয়োজন। ট্রাম্পের সাথে কীভাবে কাজ করতে হয় এবং ওয়াশিংটনে কীভাবে কাজ করতে হয়, সেগুলোও জানতে হবে।

এছাড়া রাজ্যের আইনসভার সাথে কীভাবে কাজ করতে হয়, এসব মৌলিক বিষয়ে জানা প্রয়োজন। কুওমো বলেন, "আমি চাকরির পরের প্রশিক্ষণে বিশ্বাস করি, কিন্তু তা নিউইয়র্কের মেয়র পদে নয়।"

রাজনৈতিক কৌশলবিদ ট্রিপ ইয়াং মনে করেন, এই সময়ে কেবল 'অভিজ্ঞতা' দিয়ে আর কাজ হয় না এবং মামদানি না জিতলেও তার প্রচার এমন কাজ করেছে, যা অনেকের কল্পনার বাইরেও ছিল।

তিনি বলেন, "জোহরানকে সমর্থন দিয়েছেন হাজার হাজার স্বেচ্ছাসেবক এবং লাখ লাখ ডোনার। নিউইয়র্কের মতো বড় শহরে স্থানীয় ডেমোক্র্যাটিক প্রাইমারিতে এমন তৃণমূল পর্যায়ের আগ্রহ খুব কমই দেখা যায়।"

"তিনি আমাদের বুঝতে পারেন, তিনি আমাদের অংশ, তিনি আমাদের এই অভিবাসী সম্প্রদায়েরই অংশ," বলেন মামদানির সমর্থক লোকমণি রায়।

ইসরায়েল এবং ফিলিস্তিন ইস্যু

জ্যাকসন হাইটসের এক পার্কে সম্প্রতি মামদানির প্রচারের সময় শিশুদের খেলা, লাতিন খাবারের দোকান এবং আইসক্রিম বিক্রেতারা যে দৃশ্য তৈরি করেছিলেন, তা অনেক ডেমোক্র্যাটের চোখে নিউইয়র্কের বৈচিত্র্য আর শক্তির প্রতীক। তবে এই শহরটি জাতিগত এবং রাজনৈতিকভাবে তিক্ততার উর্ধ্বে নয়।

মামদানি বলেন, তিনি প্রতিদিন ইসলামবিদ্বেষী হুমকির মুখে পড়েছেন, এমনকি তার পরিবারকেও এর সম্মুখীন হতে হয়েছে। পুলিশের মতে, এই হুমকিগুলো 'হেট-ক্রাইম' বা ঘৃণাজনিত অপরাধ হিসেবে খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

তিনি বিবিসিকে বলেছেন, বর্ণবাদ এমন সমস্যা যা মার্কিন রাজনীতির ভঙ্গুর দিকগুলোর ইঙ্গিত দেয় এবং একটি গণতান্ত্রিক দলের সমালোচনা করেছেন যা "ডোনাল্ড ট্রাম্পকে পুনরায় নির্বাচিত হতে দিয়েছে" এবং "তারা যেই হোক বা যেখান থেকেই আসুক না কেন" শ্রমজীবী মানুষের পক্ষে দাঁড়াতে ব্যর্থ হয়েছে।

ভোটারদের মনে সম্ভবত ইসরায়েল-গাজা যুদ্ধের বিষয়ে প্রার্থীদের অবস্থানের দিকটিও কাজ করেছে। ফিলিস্তিনিদের প্রতি দৃঢ় সমর্থন এবং ইসরায়েলের সমালোচনা করার কারণে ডেমোক্র্যাটিক পার্টির বেশিরভাগ নেতার সাথে তার মতবিরোধ হয়েছে।

এই অ্যাসেম্বলি সদস্য এমন বিলেরও প্রস্তাব করেছিলেন, যা আন্তর্জাতিক মানবাধিকার আইন অমান্য করে ইসরায়েলের বসতি স্থাপনের সাথে সম্পৃক্ত চ্যারিটি প্রতিষ্ঠানের নিউইয়র্কে করমুক্ত সুবিধা বাতিল করবে।

তিনি আরও বলেছিলেন, ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহুকে গ্রেপ্তার করা উচিত। অনেকবারেই তাকে সাংবাদিকরা জিজ্ঞাসা করেছেন, তিনি ইসরায়েলের "ইহুদি রাষ্ট্র" হিসেবে অস্তিত্বের অধিকারকে সমর্থন করেন কিনা। একবার তিনি বলেছেন, "ধর্ম বা অন্য কিছুর ভিত্তিতে নাগরিকত্বের শ্রেণিবিন্যাস আছে, এমন কোনো রাষ্ট্রকে সমর্থন করতে আমি স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করি না। আমি মনে করি, এই দেশে আমাদের আধিকার যেভাবে আছে, বিশ্বের প্রতিটি দেশেই সমান অধিকার প্রতিষ্ঠা করা উচিত। এটাই আমার বিশ্বাস।"

মামদানি আরও বলেছেন, নিউইয়র্ক সিটিতে ইহুদি-বিদ্বেষের কোনো স্থান নেই এবং তিনি নির্বাচিত হলে ঘৃণাজনিত অপরাধ প্রতিরোধে তহবিল বাড়াবেন। অন্যদিকে কুওমো বলেছেন, তিনি "ইসরায়েলের বড় সমর্থক এবং এতে গর্ববোধ করেন"।

অনেক দিক দিয়েই নিউইয়র্কে ডেমোক্র্যাটরা এমন সমস্যার মুখোমুখি যেমনটা পুরো দলকে ভবিষ্যতের জাতীয় নির্বাচনে পার করতে হবে। এরপরেও দল সম্পর্কে তাদের বক্তব্য এবং ট্রাম্পের প্রতি তাদের কেমন মনোভাব নেওয়া উচিত- তা নিয়ে জাতীয় নির্বাচনের ক্ষেত্রেও প্রাইমারি নির্বাচনকে বিশ্লেষণ করা হতে পারে। - বিবিসি বাংলা

নিউইয়র্ক সিটির ইতিহাসে সর্বকনিষ্ঠ

৮ পৃষ্ঠার পর

সে মৃত্যুর হুমকি হোক বা আমাকে নির্বাসনে পাঠানোর আহ্বান। কিন্তু যখন আপনার প্রিয়জনকে নিয়ে কথা ওঠে, তখন বিষয়টি অন্যরকম হয়ে দাঁড়ায়... আপনারা আমার দৃষ্টিভঙ্গির সমালোচনা করতে পারেন, কিন্তু আমার পরিবারের নয়।' দুয়াজি স্পটলাইট থেকে দূরে থাকার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেনড় এমনকি যখন তার স্বামীর জনপ্রিয়তা বাড়ছিল তখনও। তবে সিএনএন-এর প্রতিবেদন অনুযায়ী, তিনি নেপথ্যে থেকে বড় চালিকাশক্তি হিসেবে কাজ করেছেন। মামদানির ব্র্যান্ড আইডেন্টিটি' চূড়ান্ত করতে যারা কাজ করেছেন, রামা তাদের অন্যতম। প্রচারণায় ব্যবহৃত হলুদ, কমলা ও নীল রঙের পোস্টারে যে স্পষ্ট আইকনোগ্রাফি ও ফন্ট ব্যবহার করা হয়েছে, তা নির্বাচনে তার ভূমিকা ছিল বলে জানা গেছে।

আরব সংবাদমাধ্যম অনুযায়ী, টেক্সাসের হিউস্টনে জন্মগ্রহণকারী দুয়াজি নয় বছর বয়সে দুবাই চলে যান এবং পরে কাতারে কিছুদিন পড়াশোনা করেন। তার বাবা-মা দামেস্কের সিরীয় মুসলিম।

ক্যামেরা থেকে দূরে থাকলেও, মামদানি প্রশাসনে তার সম্ভাব্য ভূমিকা নিয়ে জল্পনাকল্পনার মধ্যে দুয়াজির বেশ কয়েকজন বন্ধু সাক্ষাৎকারে তার ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। তার বন্ধু হাসনাইন ভাট্টি গত মাসে নিউইয়র্ক টাইমসকে বলেন, 'তিনি আমাদের আধুনিক যুগের প্রিন্সেস ডায়ানা।'

অন্যরা নিউইয়র্ক পোস্টকে জানিয়েছেন, দুয়াজি এই ক্রমবর্ধমান মনোযোগে একই সঙ্গে উত্তেজিত এবং অভিভূত। নিউইয়র্ক সিটির 'স্কুল অফ ভিজ্যুয়াল আর্টস' থেকে ইলাস্ট্রেশনে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জনের আগে রামা দুয়াজি ভার্জিনিয়া কমনওয়েলথ ইউনিভার্সিটি থেকে স্নাতক সম্পন্ন করেন। দুয়াজির পেশাদার ওয়েবসাইটে লেখা হয়েছে, 'আঁকা প্রতিকৃতি এবং গতি ব্যবহার করে, রামা সিস্টারহুড এবং সাম্প্রদায়িক অভিজ্ঞতার সূক্ষ্ম দিকগুলো পরীক্ষা করেন।' তার বেশিরভাগ কাজই সাদাকালো এবং আরব বিশ্বের দৃশ্যপট চিত্রিত করে। দুয়াজি নিজে টেক্সাসে জন্মগ্রহণ করেন এবং জাতিগতভাবে সিরীয়, একজন প্রচারণা মুখপাত্র নিউইয়র্ক টাইমসকে জানিয়েছেন।

২০২২ সালে তার কাজ বিবিসি ওয়ার্ল্ড সার্ভিস ডকুমেন্টারি 'হু কিলড মাই গ্র্যান্ডফাদার'-এ প্রদর্শিত হয়, যা ১৯৭৪ সালে একজন ইয়েমেনি রাজনীতিবিদের হত্যাকাণ্ড নিয়ে তদন্ত করেছিল।

ইনস্টাগ্রামে তালিকাভুক্ত তার কিছু কাজ 'আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদ', যাকে তিনি ইসরায়েলি যুদ্ধাপরাধ বলেছেন, এবং ফিলিস্তিনিদের 'জাতিগত নিধন'-এর নিন্দা জানায়, যা তার স্বামীর কিছু নীতিগত অবস্থানের প্রতিধ্বনি।

তার কাজগুলো কলাম্বিয়া ইউনিভার্সিটির স্নাতক মাহমুদ খলিলের প্রতিও সমর্থন দেখায়, যাকে ট্রাম্প প্রশাসন ফিলিস্তিনিদের পক্ষে তার কাজের জন্য 'ইহুদি-বিদ্বেষী' বলে অভিযুক্ত করে নির্বাসিত করার চেষ্টা করছে।

ব্রুকলিন-ভিত্তিক এই শিল্পী করোনাভাইরাস মহামারির বেশিরভাগ সময় দুবাইতে কাটিয়েছেন, যেখানে তার পরিবার বাস করে। দুয়াজি এপ্রিলে ওয়েবসাইট 'ইয়াং'-কে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে এই তথ্য জানিয়েছিলেন। সেই সাক্ষাৎকারে তাকে মধ্যপ্রাচ্যের সাম্প্রতিক ঘটনা, ডোনাল্ড ট্রাম্পের হোয়াইট হাউসে প্রত্যাবর্তন এবং অভিবাসন অভিযান বেড়ে যাওয়া সম্পর্কে সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল। তিনি বলেন, 'আমি মিথ্যা বলব না, নিউইয়র্ক সিটিতে এখন পরিস্থিতি অন্ধকারাচ্ছন্ন। আমি আমার বন্ধু এবং পরিবারের জন্য চিন্তিত, এবং মনে হচ্ছে সবকিছু আমার নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাচ্ছে।' তিনি আরও বলেন, 'ভয়ের কারণে অনেক লোককে বাইরে ঠেলে দেওয়া হচ্ছে এবং চুপ করিয়ে দেওয়া হচ্ছে, আমি শুধু আমার কণ্ঠ ব্যবহার করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ফিলিস্তিন এবং সিরিয়ায় যা ঘটছে তা নিয়ে যতটা সম্ভব কথা বলতে পারি।' দুয়াজিকে বিশ্বব্যাপী ঘটে যাওয়া বিষয়গুলো নিয়ে কথা বলার জন্য শিল্পীদের দায়িত্ব সম্পর্কেও জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল। তিনি সংগীতশিল্পী নিনা সিমোনের উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন, 'আমার মতে একজন শিল্পীর দায়িত্ব হলো সময়কে প্রতিফলিত করা।'

তিনি আরও বলেন, 'আমি বিশ্বাস করি অন্যায়ের বিরুদ্ধে কথা বলার দায়িত্ব প্রত্যেকেরই রয়েছে এবং শিল্পের তা ছড়িয়ে দেওয়ার এমন এক ক্ষমতা রয়েছে।' দুয়াজি বলেন, 'আমি মনে করি না প্রত্যেককেই রাজনৈতিক কাজ করতে হবে; কিন্তু শিল্প তার তৈরি, অর্থায়ন এবং ভাগ করে নেওয়ার পদ্ধতির মধ্যেই অন্তর্নিহিতভাবে রাজনৈতিক। এমনকি আমরা যে ভয়াবহতা দেখি তা থেকে আশ্রয় হিসেবে শিল্প তৈরি করাও আমার কাছে রাজনৈতিক। এটি আমাদের চারপাশের বিশ্বের প্রতি একটি প্রতিক্রিয়া।'

মামদানিকে অভিনন্দন জানালেন

১২ পৃষ্ঠার পর

দ্য নিউইয়র্ক টাইমস বলছে, মামদানির এই বিজয়ের ফলে যুক্তরাজ্য ও যুক্তরাষ্ট্রের সবচেয়ে বড় দুই শহরে এখন নেতৃত্ব দিচ্ছেন দুই উদারপন্থী মুসলিম নেতা; যারা অভিবাসী পরিবারের সন্তান। নিজেদের দেশে রাজনীতির ডানদিকে ঝুঁকে পড়ার প্রবণতার বিপরীতে উঠে এসেছেন তারা।

সাদিক খানের জ্যেষ্ঠ উপদেষ্টারা বলেছেন, ডেমোক্র্যাটিক প্রাইমারিতে মামদানির বিজয়ের পরই তাকে ব্যক্তিগতভাবে ফোন করে অভিনন্দন জানিয়েছিলেন লন্ডনের মেয়র। তবে অভিন্ন উত্তরাধিকার ও ইসলামভীতিমূলক আক্রমণের অভিজ্ঞতা থাকলে তাদের দু'জনের রাজনীতিতে কিছু পার্থক্য আছে। খান ব্রিটেনের লেবার পার্টির একজন মধ্যপন্থী নেতা, আর মামদানি পরিচিত যুক্তরাষ্ট্রের প্রগতিশীল বাম রাজনীতির প্রতিনিধিত্বকারী হিসেবে।

অতীতে বিভিন্ন সময়ে দু'জনই ঘৃণার প্রচারণা ও ইসলামবিদ্বেষী বক্তব্যের লক্ষ্যবস্তু হয়েছেন। নির্বাচনী প্রচারণার শেষ সপ্তাহে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ৯/১১ হামলা সংশ্লিষ্ট ছবি ব্যবহার করে মামদানিকে অনলাইনে হেয় করার চেষ্টা হয়। একইভাবে ২০১৬ সালে লন্ডনের মেয়র নির্বাচনের আগে সাদিক খানের প্রতিদ্বন্দ্বীও তার বিরুদ্ধে সন্ত্রাসবাদের সঙ্গে সংশ্লিষ্টতার ইঙ্গিত করেছিলেন। বিজয়ী ভাষণে মামদানি বলেছেন, তিনি ''ইহুদিবিদ্বেষের অভিশাপের বিরুদ্ধে লড়বেন'' এবং প্রমাণ করবেন যে নিউইয়র্ক এমন এক শহর, যেখানে মুসলমানরা ''জানেন এ শহর তাদেরও।'' তিনি বলেন, এখন নিউইয়র্ক আর এমন জায়গা হবে না, যেখানে ইসলামবিদ্বেষকে হাতিয়ার বানিয়ে কেউ নির্বাচনে জিততে পারে। সূত্র: দ্য নিউইয়র্ক টাইমস।

NYSADC
NEW YORK SENIOR ADULT DAY CARE
NEW YORK SENIOR ADULT DAY CARE
নিউইয়র্ক সিনিয়র এডাল্ট ডে কেয়ার
WE HAVE MOST PROMINENT MLTC CONTACT
healthfirst
CenterLight
Anthem.
Hamaspik
MetroPlusHealth
S W H
FUHAD HUSSAIN
LIFE & HEALTH INSURANCE AGENT
MOHAMMAD ZAHID ALAM
CHIEF FINANCIAL OFFICER
SHAH NAWAZ MBA
PRESIDENT & CEO
• We Provide Transportation for Pick-Up and Drop Off
• Both Halal and Vegetarian Food Option
A SISTER CONCERN OF
SHAH NAWAZ GROUP
সর্বোচ্চ সেবার
নিশ্চয়তা
CALL US NOW:
718-516-3425
CONTACT US:
Off: 718-516-3425
FAX: 646-568-6474
newyorksadc.com
intake@ny-sadc.com
116-33 Queens Blvd
Forest Hills, NY 11375
78-06 101 Ave, Suite C
Ozone Park, NY 11416

অনেক নজিরই গড়লেন মামদানি, কিন্তু আসল চ্যালেঞ্জ

৬ পৃষ্ঠার পর

মিডিয়ার ব্যাপক মনোযোগ আকর্ষণ করে। এর অর্থ হলো, মেয়র হিসেবে তার সাফল্য এবং ব্যর্থতা নিবিড়ভাবে পরীক্ষা করা হবে।

১২ বছর আগে ডেমোক্র্যাট বিল দে ব্লাসিও নিউইয়র্ক সিটির মেয়র নির্বাচনে জিতেছিলেন অর্থনৈতিক ও সামাজিক বৈষম্য দূর করার প্রতিশ্রুতি দিয়ে। মামদানির মতো তখনও মার্কিন বামপন্থীরা আশা করেছিলেন, দে ব্লাসিও এমন এক প্রশাসন গড়ে তুলবেন, যা সারা দেশের জন্য সফল উদারনীতির উদাহরণ হবে।

কিন্তু আট বছর পর দে ব্লাসিও জনপ্রিয়তা হারিয়ে মেয়র পদ ছাড়েন। তার মেয়াদকালে কিছু সাফল্য থাকলেও সীমিত ক্ষমতার কারণে তিনি নতুন নীতি বাস্তবায়নে ব্যর্থ হন। মামদানিকেও এখন সেই একই সীমাবদ্ধতা ও প্রত্যাশার মুখোমুখি হতে হবে।

নিউইয়র্কের বর্তমান গভর্নর ও একই দলের রাজনীতিক ক্যাথি হোকুল এরইমধ্যে জানিয়েছেন, মামদানির উচ্চাভিলাষী পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য যে পরিমাণ কর বাড়ানো প্রয়োজন, তিনি তার বিরোধী। এমনকি পর্যাপ্ত অর্থ থাকলেও, মামদানি এককভাবে এসব কর্মসূচি বাস্তবায়ন করতে পারবেন না।

তিনি প্রচারণায় নিউইয়র্ক সিটিকে ঘিরে থাকা সেই করপোরেট ও ব্যবসায়ী অভিজাত শ্রেণির কড়া সমালোচনা করেন, যাদের কারণে ম্যানহাটন আজ বিশ্বের আর্থিক রাজধানী। তবে কার্যকরভাবে প্রশাসন চালাতে হলে মামদানিকে সেই স্বার্থগোষ্ঠীর সঙ্গে কোনো না কোনোভাবে সমঝোতায় আসতে হবে এবং গত কয়েক সপ্তাহে তিনি সেই প্রক্রিয়া শুরু করেছেন বলেও মনে করা হচ্ছে।

মামদানি গাজা যুদ্ধে ইসরায়েলের কর্মকাণ্ডেরও নিন্দা করেছেন এবং বলেছেন, ইসরায়েলি প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু যদি নিউইয়র্কে আসেন, তবে তাকে যুদ্ধাপরাধের অভিযোগে গ্রেপ্তার করা হবে। মেয়র হিসেবে তার মেয়াদকালে এই প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের সুযোগও আসতে পারে।

তবে এসব চ্যালেঞ্জ পরে আসবে। আপাতত মামদানির সামনে মূল কাজ হলো, নিজেকে জনপরিসরে স্পষ্টভাবে তুলে ধরা, এর আগে যেন প্রতিপক্ষরা তার পরিচয় ঠিক করে না দেয়। যদিও তার প্রচারণা জাতীয় পর্যায়ে ব্যাপক আলোচনার জন্ম দিয়েছে, তবুও এখনো মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বড় অংশের কাছে মামদানি এক অচেনা নাম।

সিবিএসের এক সাম্প্রতিক জরিপে দেখা গেছে, ৪৬ শতাংশ আমেরিকানই নিউইয়র্কের মেয়র নির্বাচন একেবারেই মনোযোগ দিয়ে অনুসরণ করেননি। এই পরিস্থিতি মামদানি ও মার্কিন বামপন্থীদের জন্য যেমন এক সুযোগ, তেমনি এক বড় চ্যালেঞ্জও।

প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পসহ রক্ষণশীল নেতারা নিউইয়র্কের নবনির্বাচিত মেয়র জোহরান মামদানিকে বিপজ্জনক সমাজতন্ত্রী হিসেবে উপস্থাপন করার চেষ্টা করবেন। তারা দাবি করবেন, নতুন মেয়রের নীতিমালা ও অগ্রাধিকারগুলো আমেরিকার বৃহত্তম শহরকে ধ্বংসের পথে নিয়ে যাবে এবং এসব নীতি জাতীয় পর্যায়ে নেওয়া হলে দেশকেও বিপদে ফেলবে।

তারা মামদানির সামান্য ভুলও বড় করে দেখাবেন এবং প্রতিটি নেতিবাচক অর্থনৈতিক সূচক বা অপরাধের পরিসংখ্যান প্রচার করে তাকে দুর্বল প্রমাণের চেষ্টা করবেন।

নিউইয়র্কের সঙ্গে ব্যক্তিগত সম্পর্ক থাকা ট্রাম্পও মামদানির সঙ্গে রাজনৈতিক লড়াইকে স্বাগত জানাবেন বলেই ধারণা করা হচ্ছে। তার হাতে নবনির্বাচিত মেয়রের কাজকে জটিল করে তোলার বহু উপায়ও রয়েছে।

অন্যদিকে মামদানিকে নিজের দলে থাকা শীর্ষ ডেমোক্র্যাট নেতাদেরও আস্থা অর্জন করতে হবে। যেমন নিউইয়র্কের সিনেটর ও সিনেটের সংখ্যালঘু নেতা চাক শুমারের কথা বলা যেতে পারে, যিনি কখনোই তার প্রচারণায় সমর্থন দেননি।

তবে মামদানির জন্য ইতিবাচক দিক হলো, তার অতীত রাজনৈতিক বিতর্ক তেমন নেই। প্রচারণার সময় বিরোধীরা তার অতীতকে অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করার চেষ্টা করলেও তাতে সফল হয়নি।

আগামী জানুয়ারিতে শপথ নেওয়ার পর মামদানির সামনে সুযোগ থাকবে একেবারে নতুন করে নিজের রাজনৈতিক ভাবমূর্তি গড়ে তোলার। আর যদি ট্রাম্প তার সঙ্গে সংঘাতে জড়ান, তাহলে সেটি বরং মামদানির জন্য বড় পরিসরে নিজেকে তুলে ধরার মঞ্চ তৈরি করবে।

মামদানির রাজনৈতিক দক্ষতা ও সামর্থ্য তাকে এই পর্যায়ে নিয়ে এসেছে। এটা তার জন্য বড় অর্জন। তবে আগামী কয়েক বছর যে কঠিন পরীক্ষা তার জন্য অপেক্ষা করছে, তার তুলনায় এটি সামান্যই।

নিউইয়র্কের মানুষ মনে করে, তাদের শহরই পৃথিবীর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ জায়গা এক কথায় বিশ্বের কেন্দ্র। যদিও নিউইয়র্কের নির্বাচন প্রচুর আলোচনায় ছিল, সেদিন অনুষ্ঠিত অন্য অঙ্গরাজ্যের নির্বাচনগুলোও হয়তো অনেক বেশি স্পষ্টভাবে দেখিয়েছে, বর্তমানে আমেরিকার ভোটাররা কী ভাবছেন বা কোন দিকে ঝুঁকছেন।

একই দিনে নিউ জার্সি ও ভার্জিনিয়া দুটি অঙ্গরাজ্যে গভর্নর নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। গত বছরের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে যেখানে ডেমোক্র্যাট কমলা হ্যারিস অল্প ব্যবধানে ট্রাম্পকে হারিয়েছিলেন। এবার দুটি অঙ্গরাজ্যেই ডেমোক্র্যাট প্রার্থীরা আরও স্বাচ্ছন্দ্যে জিতেছেন। ট্রাম্পের ব্যক্তিগত জনপ্রিয়তা ওই ভোটারদের সমর্থন আনার মূল কারণ ছিল। কিন্তু এবার তা কাজে লাগেনি।

শেরিল ও স্প্যানবার্গার প্রতিদ্বন্দ্বিতার কৌশল ছিল মামদানির চেয়ে ভিন্ন। তাদের নীতি ছিল তুলনামূলকভাবে সংযমী। অবশ্য তারা তিনজনই ভোটারদের জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসেবে তুলে ধরেছেন জীবনযাত্রার খরচ ও সাশ্রয়ী বিষয়গুলো। এক্সিট পোল দেখিয়েছে, ভোটাররা অর্থনীতি নিয়েই বেশি চিন্তিত।

মঙ্গলবার ডেমোক্র্যাটদের বামপন্থী ও মধ্যমপন্থী প্রার্থীরা জয়ী হওয়ায় দলের ভবিষ্যৎ নীতি ও প্রার্থী নির্বাচন কিছুটা জটিল হয়ে পড়বে। কেননা ভোটারদের আসল মনোভাব এখন পুরোপুরি বোঝা সহজ নয়।

তবুও মামদানি এরইমধ্যে বলেছেন, দলে সব ধরনের দৃষ্টিভঙ্গির জন্য জায়গা আছে। তিনি বলেন, দল এমন হওয়া উচিত, যেখানে আমেরিকানরা শুধু কয়েকজন রাজনীতিকের প্রতিচ্ছবি নয়, বরং নিজেদেরও দেখতে পারে।

আমার কাছে মনে হয়, যে বিষয়টি আমাদের সবাইকে একত্রিত করে, তা হলো আমরা শ্রমজীবী মানুষের জন্য লড়াই করছি। মামদানির এই দৃষ্টিভঙ্গির পরীক্ষা হবে আগামী বছর, যখন দেশব্যাপী ডেমোক্র্যাটরা কংগ্রেসের মধ্যমেয়াদি নির্বাচনের প্রার্থীদের বেছে নেবেন। তখন রাজনৈতিক চাপ বেড়ে যাবে এবং পুরনো বিভাজন আবারও দেখা দিতে পারে।

বারী হোম কেয়ার

Ultracare Family Wellness of NY, Inc.
Diana's Angels Home Care Inc.

PCA/HHA HOME CARE
Service Provider

Home care PCA/PA দের সর্বোচ্চ সাপ্তাহিক পেমেন্ট **Direct Deposit** এর মাধ্যমে দেওয়া হয়।
Home care সুবিধা পেতে আমরা কোন ফি চার্জ করি না।
আমরা **Medicaid** এর আবেদন ও নবায়নে সাহায্য করে থাকি।
We hire PCA Aides/ Provide Training & Certificate
We speak Bengali, Hindi, Urdu, Punjabi & Spanish

আমরা **HHA/PCA**
সার্টিফিকেট প্রদান করে
হোম কেয়ারে সকল সেবা প্রদান করছি।

PCA সেবা নিতে চান?
আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন

NYS- licensed LHCSA Agency Offering Professional, compassionate care - we are ready to help you to Enroll PCA/HHA services.
Our Expert Team will guide you through the LHCSA transition with trained PCA ready to help.

THE BARI GROUP

BARI SUPERMARKET | BARI PARTY HALL | BARI RESTAURANT | BARI HOME CARE | BARI & BARI | BARI CHARITY FOUNDATION | BUTTERFLY SENIOR DAY CARE

Head Office:
37-16 73rd St., 4th FL
Suite 401
Jackson Heights, NY 11372
Tel: 718-898-7100

Jamaica Office:
169-06 Hillside Ave, 2nd FL
Jamaica, NY 11432
Tel: 718-291-4163

Bronx Office:
1412 Castle Hill Ave
2nd FL, Suite 201
Bronx, NY 10462
Tel:718-319-1000

Woodside Office:
49-22 30th Ave
Woodside
NY 11377
Tel: 347-242-2175

Brooklyn Office:
31 Church Ave, #8
Brooklyn, NY 11218
Tel: 347-837-4908
Cell: 347-777-7200

Long Island Office:
469 Donald Blvd.
Holbrook, NY 11741
Tel: 631-428-1901

Ozone Park Office:
1088 Liberty Ave
Brooklyn, NY 11208
Tel: 470-447-8625

Buffalo Office:
59 Walden Ave,
Buffalo, NY 14211
Tel: 716-891-9000
716-400-8711

Buffalo Office:
977 Sycamore St
2nd Floor,
Buffalo, NY 14212
Tel: 347-272-3973

Bari Tower:
74-09 37th Ave
Room 401
Jackson Heights,
NY 11372
Tel: 718-898-7100

CALL US TODAY: 718-898-7100, 631-428-1901

Fax: 646-630-9581, info@barihomecare.com www.barihomecare.com

বিভাজন-পক্ষপাতের রাজনীতি আর

৬ পৃষ্ঠার পর

ব্যবসার উত্থান ঘটে। উচ্ছ্বাসভরা জনতার সামনে মামদানি বলেন, কোনো স্বৈরশাসককে ভয় দেখানোর সবচেয়ে কার্যকর উপায় হলো সেই ব্যবস্থাকে ভেঙে দেওয়া, যা তাকে ক্ষমতা দিয়েছে। এভাবেই আমরা ট্রাম্পকে থামাবো ও তার পরের জনকেও। তাই ডোনাল্ড ট্রাম্প, আমি জানি আপনি শুনছেন। আমার কথা মনে রাখুন, আওয়াজটা বাড়ান! রাত ১২টার দিকে ৯১ শতাংশ ভোট গণনা শেষে দেখা যায়, কুয়োমোর চেয়ে ৮ শতাংশের বেশি ব্যবধানে এগিয়ে আছেন মামদানি। এই ফলাফল ডেমোক্র্যাটিক সমাজতান্ত্রিক প্রার্থীর জন্য এক বিশাল উত্থান ও কুয়োমোর রাজনৈতিক পতনের ইঙ্গিত দেয়, যিনি স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে ব্যয়বহুল প্রচারণা চালিয়েছিলেন।
বিজয় ভাষণে মামদানি তার নির্বাচনী অঙ্গীকারগুলো পুনর্ব্যক্ত করেন, যেমন-ভাড়াটিয়াদের অধিকার রক্ষায় বাড়িওয়ালাদের জবাবদিহিতার আওতায় আনা, ধনীদের সুবিধাভোগী দুর্নীতির সংস্কৃতি শেষ করা, শ্রমিক অধিকার সম্প্রসারণ ও ইউনিয়নের পাশে থাকা।
তিনি বলেন, আমরা জানি, যেমন ট্রাম্পও জানেন। যখন শ্রমিকদের অধিকার অটুট থাকে, তখন তাদের শোষণ করতে চাওয়া কর্তা শ্রেণিই ক্ষুদ্র হয়ে পড়ে।
মামদানি আরও বলেন, নিউইয়র্ক অভিবাসীদের শহর, অভিবাসীদের হাতে গড়া, তাদের দ্বারা চালিত, এবং আজ থেকে অভিবাসীর হাতেই নেতৃত্ব থাকবে। তাই, প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প, আমাকে শুনুন। আমাদের কাউকে আঘাত করতে চাইলে, আগে আমাদের সবাইকে মোকাবিলা করতে হবে।
তিনি প্রতিশ্রুতি দেন, ৫৮ দিন পর যখন আমরা সিটি হলে প্রবেশ করব, প্রত্যাশা অনেক থাকবে ও আমরা তা পূরণ করব। মঙ্গলবারের (৪ নভেম্বর) নির্বাচনে শুধু মামদানিই নন, আরও কয়েকজন ডেমোক্র্যাট প্রার্থী বড় জয় পেয়েছেন। মিকি শেরিল নির্বাচিত হয়েছেন নিউ জার্সির গভর্নর হিসেবে, আর অ্যাবিগেইল স্প্যানবার্গার হয়েছেন ভার্জিনিয়ার প্রথম নারী গভর্নর।
রাতেই ট্রাম্প তার সামাজিক মাধ্যম ট্রুথ সোশ্যালে পোস্ট করে ডেমোক্র্যাটদের এসব জয়ের প্রতিক্রিয়ায় বলেন, কংগ্রেস যেন অবিলম্বে ফিলিবাস্টার প্রথা বাতিল করে ভোটাধিকারের নতুন সংস্কার আনে, যার মধ্যে থাকবে কঠোর ভোটার আইডি আইন ও ডাকযোগে ভোট নিষিদ্ধের দাবি। সূত্রঃ দ্য গার্ডিয়ান

মামদানির জয়ে নিউইয়র্কে

১০ পৃষ্ঠার পর

কমনসেন্স? আমরা অর্থনৈতিক দুঃস্বপ্ন নয়, বরং অর্থনৈতিক অলৌকিকতা চাই।" তবে ট্রাম্প বলেন, "আমরা চাই নিউইয়র্ক সফল হোক"। তিনি ইঙ্গিত দেন, মামদানিকে যুক্তরাষ্ট্র সরকারের পক্ষ থেকে কিছুটা সহায়তা দেওয়া হতে পারে। ট্রাম্পের ভাষায়, "আমরা ওকে একটু সাহায্য করব, হয়তো সামান্য।"
ডেমোক্র্যাট কমলা হ্যারিসকে হারিয়ে নিজের নির্বাচনী জয়ের এক বছর পূর্তিতে দেওয়া ভাষণে ট্রাম্প এসব কথা বলেন। তিনি বলেন, "আমরা আমাদের অর্থনীতি উদ্ধার করেছি, স্বাধীনতা ফিরে পেয়েছি এবং এক বছর আগে সেই মহিমান্বিত রাতে একসঙ্গে দেশকে রক্ষা করেছি।"
অন্যদিকে ব্যবসায়ী মহল, রক্ষণশীল গণমাধ্যম ও ট্রাম্পের কঠোর সমালোচনা সত্ত্বেও মামদানি নিউইয়র্কের মেয়র নির্বাচনে জয়ী হয়েছেন। বুধবার মামদানি বলেন, তিনি ট্রাম্পের সঙ্গে জীবনযাত্রার ব্যয় নিয়ে আলোচনায় আগ্রহী। অভিবাসী মুসলিম এই রাজনীতিক কার্যত 'আউটসাইডার' থেকে মেয়র নির্বাচিত হয়ে সবাইকে চমকে দিয়েছেন। তিনি মজার ছলে বলেন, "হোয়াইট হাউস থেকে এখনও আমাকে অভিনন্দন জানানো হয়নি।"
তিনি আরও বলেন, "কীভাবে আমরা একসঙ্গে নিউইয়র্কবাসীর সেবা করতে পারি সে বিষয়ে আমি প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের সঙ্গে আলোচনা করতে আগ্রহী। তার নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি পূরণে, বিশেষ করে জীবনযাত্রার ব্যয় কমাতে কাজ করার সুযোগ আছে।" মামদানি বলেন, ট্রাম্পের মতো তিনিও জীবনযাত্রার উচ্চ ব্যয়, মুদ্রাস্ফীতির প্রভাব এবং বাজারদর বৃদ্ধিকে নিজের প্রচারণার কেন্দ্রে রেখেছিলেন। তার ভাষায়, "প্রেসিডেন্টের জন্য এখান থেকে শেখার বিষয় হলোড় শুধু শ্রমজীবী মানুষের সংকট চিহ্নিত করলেই হবে না, সেই সংকট মোকাবিলায় বাস্তব পদক্ষেপও নিতে হবে।"

'মামদানি মডেল' কি নিউইয়র্কের

১৮ পৃষ্ঠার পর

বাম রাজনীতিকদের সেরা মেধাবীরাও বিভ্রান্ত হয়ে পড়েছেন। কীভাবে ট্রাম্পকে মোকাবিলা করবেন, তা তাঁরা বুঝে উঠতে পারেননি। ওবামা প্রায় কিছুই বলেননি। কমলা হ্যারিস আত্মজীবনী লেখায় ব্যস্ত ছিলেন।
মামদানিকে সবচেয়ে তীব্র আক্রমণ করেছেন তাঁর নিজের দিকের মানুষেরাই। ডেমোক্র্যাট প্রাইমারিতে হেরে গিয়ে যৌন কেলেঙ্কারিতে জড়িত অ্যান্ড্রু কুমো স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে দাঁড়ান এবং এই নির্বাচনে প্রকাশ্যে ট্রাম্পের পছন্দের প্রার্থী হিসেবে প্রচার চালান। এই প্রচারে নিউইয়র্কের প্রথম মুসলিম মেয়র হতে চাওয়া মামদানিকে নিয়মিতভাবে 'সন্ত্রাসবাদে সহানুভূতিশীল' বলে অপবাদ দেওয়া হয়েছে।
ইউরোপজুড়ে এখন দেখা যাচ্ছে সামাজিক গণতন্ত্রের নেতারা যুক্তরাষ্ট্রের 'চরমপন্থার প্রধান' ট্রাম্পের সামনে মাথা নত করছেন। ব্রিটেনের কিয়ার স্টারমার ট্রাম্পকে অভূতপূর্ব কায়দায় স্বাগত জানিয়েছেন। আর ন্যাটোর প্রধান মার্ক রুতে তাঁকে 'ড্যাডি' পর্যন্ত বলেছেন। পাঁচ বছর আগেও মার্কিন গণমাধ্যমের মালিকেরা বৈচিত্র্যের প্রতি প্রতিশ্রুতি দেখাতে হাঁটু গেড়ে প্রতিবাদ করেছিলেন। এখন তারা হাঁটু গেড়ে বসছে এক বর্ণবাদী গালিবাজের সামনে।
ট্রাম্পবাদের বিরুদ্ধে যখন দুই দিনব্যাপী বিশাল বিক্ষোভে প্রায় ১ কোটি ২০ লাখ মানুষ অংশ নেয়, তখন মার্কিন কলামিস্ট আর পডকাস্টাররা পরিবেশ বদলের গল্প শুনিয়েছেন। এ অবস্থায় মামদানির জয় প্রমাণ করে জনগণ এখনো প্রতিরোধে আস্থা রাখে। আদিত্য চক্রবর্তী দ্য গার্ডিয়ান-এর কলামিস্ট

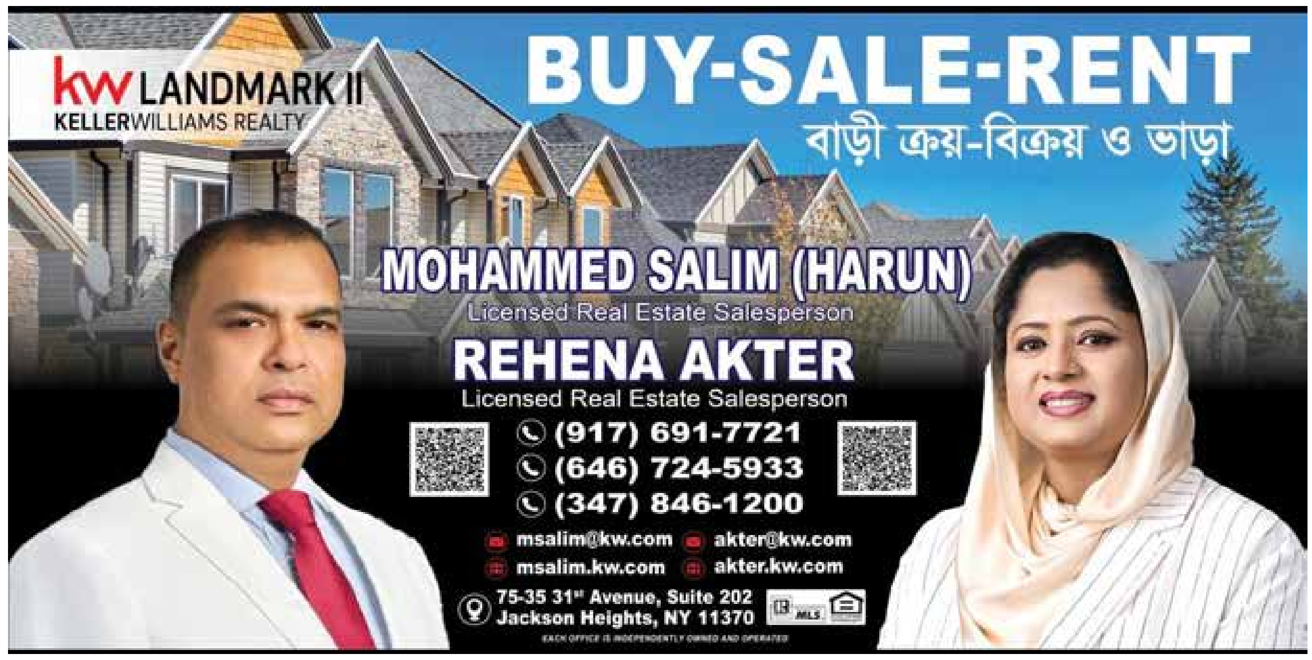

নিউইয়র্ক সিটি ইলেকট্রিশিয়ান

NASRIN CONTRACTING
FULL LICENCED @ INSURED
• 718-223-3856

আমরা যে সব কাজে পারদর্শি
- যে কোন ইলেকট্রিক বায়োলেশন রিমুভ
- সার্ভিস আপগ্রেট এবং নতুন
- ট্রাবল স্যুটিং এবং শর্টসার্কিট
- নিউওয়েরিং এবং পুরাতন ওয়েরিং
- ইলেকট্রিক আপগ্রেট
- সবধরনের লাইট, হায়হেট, সুইস আউট লাইট, নতুন ও আপগ্রেট
- সকল প্রকার ইলেকট্রিক কাজ করি
- রেসিডেন্টশিয়াল এবং কমার্শিয়াল

বিঃদ্রঃ কাউকে কাজ দিয়ে সমস্যায় আছেন অ-সমাপ্ত কাজ নিয়ে? নিশ্চিন্তে ফোন করুন। আপনার কাজ খুবই দায়িত্ব সহকারে শেষ করে বুঝিয়ে দিবো Inspection নিয়ে সমস্যা কল করুন

Nasrin Contracting Corp
116 Avenue C, Suite # 3C
Brooklyn, NY 11218
nysarker@gmail.com
nasrincontracting10@gmail.com
Visit Us : www.nasrincontractingcorp.com

ARMAN CHOWDHURY, CPA

MBA | CMA | CFM

Quick refund with free e-file.
We're open every day.
WE'VE GOT YOU COVERED
Call today for an appointment.
Walk-ins Welcome.

AUTHORIZED e-file PROVIDER

সঠিক ও নির্ভুলভাবে ইনকাম ট্যাক্স ফাইল করা হয়

- Individual Income Tax
- Business Income Tax
- Non-Profit Tax Return
- Accounting & Bookkeeping
- Retirement and Investment Planning
- Tax Resolution (Individual & Business)

F to 169 Street
87-54 168th Street, Suite 201, Jamaica, NY 11432
Phone: (718) 475-5686, Email: ArmanCPA@gmail.com
www.ArmanCPA.com

Sahara Homes

NOW IS THE TIME TO LIVE THE AMERICAN DREAM!

BUY IT, LIVE IT AND ENJOY IT !!!

Nayeem Tutul
Lic. Real Estate Sales Executive
Cell: 917-400-8461
Office: 718-805-0000
Fax: 718-850-3888
Email: nayeem@saharahomesinc.com
Web: www.saharahomesinc.com

WOMEN'S MEDICAL OFFICE

(NEW LIFE MEDICAL SERVICES, P.C)

OBSTETRICS & GYNECLOGICAL

ডাঃ রাবেয়া চৌধুরী

Rabeya Chowdhury, MD, FACOG
(Obsterics & Gynecology) *Board Certified*

Attending Physician (Obs & Gyn Dept.)
Flushing Hospital Medical Center
North Shore (LIJ) Forest Hill Hospital
Long Island Jewish (LIJ) Hospital

Gopika Nandini Are, M.D.
(Obsterics & Gynecology)
Attending Physician
Flushing Hospital Medical Center

বাংলাদেশী মহিলা ডাক্তার

Dr. Alda Andoni, M.D.
(Obsterics & Gynecology)
Attending Physician (OBS & GYN Dept.)
Flushing Hospital Medical Center

(F Train to 179th Street (South Side))

91-12, 175th St, Suite-1B
Jamaica, NY 11432

Tel: 718-206-2688, 718-412-0056
Fax: 718-206-2687
email: info@mynewlifemd.com, www.mynewlifemd.com

WALI KHAN, D.D.S

Family Dentistry

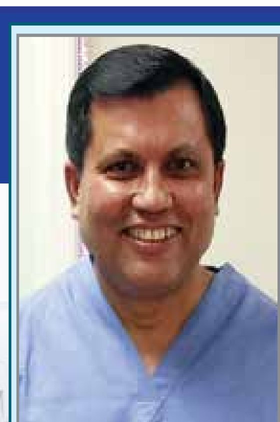

- স্বল্প মূল্যে চিকিৎসা ব্যবস্থা
- জীবাণুমুক্ত যন্ত্রপাতি
- সর্বাধুনিক প্রযুক্তির সমন্বয়ে চিকিৎসা
- অত্যাধুনিক পদ্ধতি ব্যবহারে Implant/Biaces
- সব ধরনের মেডিকেইড/ ইন্সুরেন্স ও ইউনিয়ন কার্ড গ্রহণ করা হয়

আপনাদের সেবায় আমাদের দুটি শাখা

জ্যাকসন হাইটস
37-33 77TH STREET,
JACKSON HEIGHTS NY 11372
TEL : 718-478-6100

ব্রঙ্কস ডেন্টাল কেয়ার
1288 WHITE PLAINS ROAD
BRONX NY 10472
TEL : 718-792-6991

Office Hours By Appointment

আমরা সব ধরনের ক্রেডিট কার্ড গ্রহণ করে থাকি

বিশ্বের যে ১০টি দেশের কেন্দ্রীয়

২২ পৃষ্ঠার পর

ডলারকেই শক্তিশালী ভিত্তি দিচ্ছে না, বরং বিশ্ব অর্থনীতিতে তাদের প্রভাবকেও অটুট রাখতে সাহায্য করছে।

২. জার্মানি: ইউরোপের সোনার রাজা, মজুদ প্রায় ৩,৩৫০ টন

ইউরোপের মধ্যে সবচেয়ে বেশি সোনা রয়েছে জার্মানির দখলে, যার পরিমাণ প্রায় ৩,৩৫০ টন। স্নায়ু যুদ্ধের অবসানের পর, তারা বিদেশ থেকে তাদের বেশিরভাগ সোনা দেশে ফিরিয়ে এনেছে। জার্মানির এই বিপুল সোনার মজুত ইউরোজোনের আর্থিক স্থিতিশীলতার জন্য এক মজবুত স্তম্ভ হিসেবে কাজ করে।

৩. ইতালি: প্রায় ২,৪৫২ টন

ইতালির কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ভল্টে মজুত রয়েছে প্রায় ২,৪৫২ টন সোনা, যা পরিচালনা করে ব্যাঙ্কা ড্বিইতালিয়া। তাদের এই সোনার মজুত কয়েক দশক ধরে অপরিবর্তিত রয়েছে এবং এটি দেশটির অর্থনৈতিক আস্থা ও জাতীয় সম্পদ সংরক্ষণের এক উজ্জ্বল প্রতীক।

৪. ফ্রান্স: প্রায় ২,৪৩৭ টন

ফ্রান্সের ভান্ডারে রয়েছে প্রায় ২,৪৩৭ টন সোনা, যার বেশিরভাগই প্যারিসের মাটির নিচের সুরক্ষিত ভল্টে রাখা আছে। ইউরোজোনের অন্যতম প্রধান শক্তি হিসেবে, ফ্রান্সের এই সোনার মজুত তাদের অর্থনৈতিক বিশ্বাসযোগ্যতা এবং ভারসাম্য বজায় রাখতে সাহায্য করে।

৫. রাশিয়া: প্রায় ২,৩৩৩ টন

গত এক দশকে ডলারের ওপর নির্ভরতা কমাতে রাশিয়া বিদ্যুৎ গতিতে তাদের সোনার মজুত বাড়িয়ে চলেছে। এখন প্রায় ২,৩৩৩ টন সোনা নিয়ে, তারা একদিকে খনি থেকে উত্তোলন এবং অন্যদিকে কৌশলগত ক্রয়ের মাধ্যমে এক অপ্রতিরোধ্য সোনার দুর্গ গড়ে তুলেছে।

৬. চীন: প্রায় ২,২৭৯ টন এবং আরও বাড়ছে

চীনের সরকারি হিসাবে সোনার মজুত প্রায় ২,২৭৯ টন, তবে লাগাতার ক্রয়ের কারণে এর আসল পরিমাণ সম্ভবত আরও অনেক বেশি। নিজেদের অর্থনীতিকে বহুমুখী এবং আর্থিকভাবে স্বাধীন করার লক্ষ্যে, চীন সোনাকে বিশ্বব্যাপী মুদ্রার ঝুঁকির বিরুদ্ধে এক শক্তিশালী রক্ষাকবচ হিসেবে দেখছে।

৭. সুইজারল্যান্ড: প্রায় ১,০৪০ টন

সুইজারল্যান্ডের মোট সোনার মজুতের পরিমাণ প্রায় ১,০৪০ টন, যা তাদের মুদ্রা সুইস ফ্রাঁর স্থিতিশীলতাকে ধরে রেখেছে। যদিও সুইজারল্যান্ড ২০০০-এর দশকের শুরুতে তাদের মজুত কিছুটা কমিয়েছিল, তবুও এটি আজও সোনার জন্য বিশ্বের অন্যতম নিরাপদ আশ্রয়স্থল হিসেবেই পরিচিত।

৮. ভারত: প্রায় ৮৮০ টন

ভারত লাগাতার তাদের সোনার মজুত বাড়িয়ে চলেছে এবং এখন রেকর্ড ৮৮০ টন সোনা ধারণ করছে। ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাংক মুদ্রার ভান্ডারকে শক্তিশালী করতে সোনা কেনা অব্যাহত রেখেছে, যা ভারতীয় অর্থনীতিতে সোনার অপরিহার্য ভূমিকা তুলে ধরে।

৯. জাপান: প্রায় ৮৪৬ টন

জাপানের হাতে রয়েছে প্রায় ৮৪৬ টন সোনা, যা তাদের বিশাল বৈদেশিক মজুতের একটি ছোট অংশ হলেও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। অর্থনৈতিক চাপ এবং সতর্ক মুদ্রানীতির এই সময়ে, এই সোনা তাদের আর্থিক নিরাপত্তা প্রদানে এক নীরব শক্তি হিসেবে কাজ করে।

১০. নেদারল্যান্ডস: ৬২৩ টন

ডাচ কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ভল্টে রয়েছে প্রায় ৬২৩ টন সোনা। সম্প্রতি, তারা তাদের সোনার ভান্ডার দেশের আরও কাছে সরিয়ে এনেছে, যা জাতীয় অর্থনৈতিক সুরক্ষার জন্য ভৌত সোনার গুরুত্বকে আরও একবার চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছে।

বাংলাদেশের 'ওষুধশিল্প ২০২৫

২২ পৃষ্ঠার পর

পরিচালক (এমডি) আব্দুল মুক্তাদির বলেন, শেয়ারবাজারে বিনিয়োগযোগ্য অর্থের সরবরাহ, নীতিগত স্থিতিশীলতা ও করকাঠামোর সামঞ্জস্য নিশ্চিত করা জরুরি। বেসরকারি খাতে ঋণগ্রহণ ও রপ্তানি আয় কমছে, যা বিনিয়োগে নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে।

আব্দুল মুক্তাদির বলেন, নীতিমালা ঘন ঘন পরিবর্তন করলে বিনিয়োগকারীর আস্থা নষ্ট হয়। পাবলিক ও প্রাইভেট কোম্পানির সমান করহার তালিকাভুক্তিকে নিরুৎসাহিত করে। পাবলিক কোম্পানির জন্য কর সুবিধা নিশ্চিত করা উচিত। শেয়ারবাজারে বিনিয়োগ মানে সম্পদের তারল্য বাড়ানো, যা ব্যাংক আমানতের তুলনায় বেশি সুবিধাজনক।

ডিএসই চেয়ারম্যান মমিনুল ইসলাম বলেন, পুঁজিবাজারকে কার্যকর, অন্তর্ভুক্তিমূলক ও প্রবৃদ্ধিমুখী করতে রূপান্তর প্রক্রিয়া চলছে। দেশের দীর্ঘমেয়াদি মূলধন জোগানে পুঁজিবাজার হতে পারে অন্যতম উৎস।

মমিনুল ইসলাম আরও বলেন, ডিএসইতে বর্তমানে ৩৪টি ফার্মাসিউটিক্যালস ও কেমিক্যাল কোম্পানি তালিকাভুক্ত। স্থানীয়ভাবে ৯৮ শতাংশ ওষুধ উৎপাদিত হচ্ছে। মূল বোর্ড ছাড়াও এসএমই এবং অল্টারনেটিভ ট্রেডিং বোর্ডে (এটিবি) বিভিন্ন আকারের প্রতিষ্ঠান দ্রুত লিস্টিং করতে পারবে, যা ব্যাংকনির্ভরতা কমাতে সহায়তা করবে।

ডেল্টা ফার্মা লিমিটেডের এমডি ও বিএপিআই সেক্রেটারি জেনারেল ড. মো. জাকির হোসেন বলেন, অনেক প্রতিষ্ঠান এখনো রেগুলেটরি কমপ্লায়েন্স ও লিস্টিং সুবিধা নিতে পারছে না। পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি হলে কর সুবিধা, বিভিন্ন সম্মাননা, ব্র্যান্ড মর্যাদা ও ব্যবসায়িক অগ্রাধিকার পাওয়া যায়। এই সুবিধা শিল্প খাতকে শেয়ারবাজারে আসতে উৎসাহিত করবে।

ডিএসইর পরিচালক মিনহাজ মান্নান ইমন বলেন, ওষুধশিল্প আন্তর্জাতিক বাজারে শক্ত অবস্থান তৈরি করেছে। ভালো প্রতিষ্ঠানগুলোর তালিকাভুক্তি হলে প্রবৃদ্ধি, স্বচ্ছতা ও টেকসই উন্নয়ন ত্বরান্বিত হবে। ভালো উদ্যোক্তারা বাজারে না এলে দুর্বল প্রতিষ্ঠান সুযোগ নেবে।

ডিএসই পরিচালক রিচার্ড ডি রোজারিও বলেন, অর্জিত মুনাফা কাজে লাগানোর কার্যকারিতা প্রতিষ্ঠানটির ভবিষ্যৎ টেকসই নির্ধারণ করে। বড় কোম্পানিগুলো তালিকাভুক্ত হলে বাজার আরও শক্তিশালী হবে।

ডিএসইর আরেক পরিচালক মেজর জেনারেল (অব.) মোহাম্মদ কামরুজ্জামান বলেন, বিশ্বের বড় ওষুধ কোম্পানিগুলো নিজ নিজ দেশের স্টক এক্সচেঞ্জে তালিকাভুক্ত। তালিকাভুক্তি স্বচ্ছতা, জবাবদিহি ও আস্থা বাড়ায়। বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠানগুলোর জন্যও এটি একটি বড় সুযোগ।

রেনাটা পিএলসির এমডি ও সিইও সৈয়দ এস কায়সার কবির বলেন, তালিকাভুক্তি আন্তর্জাতিক বিনিয়োগকারীদের আস্থা বাড়ায়। স্বচ্ছ আর্থিক তথ্য পাওয়ায় বিদেশি বিনিয়োগকারীরা দ্রুত সিদ্ধান্ত নিতে পারেন।

বাংলাদেশ ল্যাম্পস পিএলসির এমডি ও সিইও সিমিন রহমান বলেন, উচ্চ সুদ ও মুদ্রার অবমূল্যায়নে ব্যবসায়ীরা চাপে আছেন। তা সত্ত্বেও ভবিষ্যতে পরিস্থিতি অনুকূলে এলে লিস্টিং বিবেচনা করা যেতে পারে।

বাংলাদেশ অ্যাগ্রোকেমিক্যাল ম্যানুফ্যাকচারার্স অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি কে এস এম মোস্তাফিজুর রহমান বলেন, অ্যাগ্রোকেমিক্যাল খাতে বিনিয়োগ বাড়ছে। বাধা কমায় নতুন সুযোগ তৈরি হয়েছে। পুঁজিবাজার সচেতনভাবে কাজ করলে নন-লিস্টেড অনেক প্রতিষ্ঠান যুক্ত হতে আগ্রহ দেখাবে।

অনলাইন প্রতারণায় অস্থিতিশীল

২২ পৃষ্ঠার পর

যেন আরেক এজেন্সির কাছে (বি-টু-বি) টিকিট বিক্রি করতে না পারে, এবং অনলাইন ট্রাভেল এজেন্সির (ওটিএ) জন্য ১ কোটি এবং অফলাইন এজেন্সির জন্য ১০ লাখ টাকার ব্যাংক গ্যারান্টি বাধ্যতামূলক করা।

ট্রাভেল বিজনেস পোর্টাল-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক মো. মনজুরুল আলম ও জেনারেল ম্যানেজার ইমন আলমের সঙ্গে ফোনে যোগাযোগের চেষ্টা করা হলেও, তাদের নম্বর বন্ধ পাওয়া গেছে।

তবে কোম্পানির এক কর্মকর্তা নাম প্রকাশ না করার শর্তে টিবিএসকে জানান, গ্রাহকদের কাছে প্রায় ২৮ কোটি টাকা দেনা রয়েছে তাদের। তিনি বলেন, "আমরাও জানি না কীভাবে এমডি ও অন্য তিনজন মালিক হঠাৎ উধাও হলেন। এখন আমরাও নিজেদের ভবিষ্যৎ আর নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বিগ্ন। কারণ ক্ষুব্ধ ক্লায়েন্টদের তোপের মুখে পড়তে হবে আমাদেরই।চ

খাতের অভ্যন্তরীণ চিত্র

বর্তমানে বাংলাদেশে বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের অনুমোদনপ্রাপ্ত ট্রাভেল এজেন্সির সংখ্যা প্রায় পাঁচ হাজার। তবে বর্তমানে মন্ত্রণালয়ের লাইসেন্স নিতে কোনো অর্থ জামানতের বাধ্যবাধকতা নেই।

তবে ট্রাভেল এজেন্ট হিসেবে পূর্ণাঙ্গ কার্যক্রম চালাতে হলে পরবর্তী ধাপে আন্তর্জাতিক বিমান পরিবহন সংস্থা (আইএটিএ) থেকে আনুষ্ঠানিক অনুমোদন নিতে হয়, যেখানে আর্থিক গ্যারান্টি দিতে হয়। দেশের প্রায় ১,৩০০টি এজেন্সি আইএটিএ অনুমোদিত, কিন্তু সক্রিয়ভাবে টিকিট বিক্রি করে ৭০০৭৫০টি। বাকিগুলো সাব-এজেন্ট হিসেবে কাজ করে।

আটাবের হিসাবে, মাসিক এয়ার টিকিট বিক্রির বাজার প্রায় ১,২০০১,৩০০ কোটি টাকা, অর্থাৎ বছরে তা ১ বিলিয়ন ডলারের বেশি।

পুরো বাজারে অনলাইনে সরাসরি (বি-টু-সি) টিকিট কাটা মানুষের হার ১০১২ শতাংশের বেশি না। বাকিরা এখনো অফলাইনে, বা অন্য এজেন্সির মাধ্যমে টিকিট কেটে থাকেন, বলে জানান ওটিএ সংশ্লিষ্টরা। বর্তমানে ১২১৫টি ওটিএ বাজারে সক্রিয় আছে, যেখানে শেয়ারট্রিপ ও গোজায়ান শীর্ষে অবস্থান করছে।

অফলাইন এজেন্টদের বিরুদ্ধেও অভিযোগ

দেশের একটি শীর্ষস্থানীয় ওটিএর ব্যবস্থাপনা পরিচালক টিবিএসকে বলেন, বন্ধ হওয়া তিনটি অনলাইন এজেন্সির কেউই সরাসরি এয়ারলাইনের কাছ থেকে টিকিট কিনত না। তারা হাজী এয়ার ট্রাভেল, ভ্যালেন্সিয়া এয়ার ট্রাভেলস অ্যান্ড ট্যুরস, সোমা ট্রাভেলস ও ডাইনামিক ট্রাভেলস- এর মতো বড় এজেন্টদের কাছ থেকে ক্রেডিটে টিকিট নিত।

তিনি বলেন, "এসব অফলাইন এজেন্সি কোনো ধরনের সিকিউরিটি বা জামানত না নিয়েই তাদেরকে কোটি কোটি টাকার টিকেট দিয়েছে। একটা ডিজিটাল পণ্যড়যেটা একবার ফ্লোন হলে ফেরত হয় নাড়তার জন্য ৩০ কোটি টাকা পর্যন্ত জামানতহীনভাবে ক্রেডিট দেওয়া সম্পূর্ণ অযৌক্তিক।চ

অনলাইন ট্রাভেল এজেন্সিগুলো (ওটিএ) বৃহৎ প্রতিষ্ঠিত এজেন্টদের প্রতারণার শিকার হয়েছেড় এমন দাবিকে "সহজ অজুহাতচ হিসেবে উড়িয়ে দিয়ে বলেন, "এটা তাদের দায় এড়ানোর কৌশল। আপনি যদি কাউকে ক্রেডিট দেন, সেটা আপনারই দায়িত্ব। সিকিউরিটি বা ব্যাংক গ্যারান্টি না নিয়ে কোটি কোটি টাকার টিকিট দিলে, দায় তো আপনারই। যারা দিয়েছে, তারাও প্রশ্নবিদ্ধ। আমি বলব, এরা সবাইঙ্ পার্টনার ইন ক্রাইম্ব,চ বলেন তিনি।

হাজী এয়ার ট্রাভেলের ব্যবস্থাপনা পরিচালক নির্মল চন্দ্র বৈরাগী কোনো অনিয়মের অভিযোগ অস্বীকার করে বলেন, "আমরাই বরং ক্ষতির শিকার। আমরা ফ্লাইট এক্সপার্টের কাছে ৩০ কোটি টাকার বেশি, ফ্লাই ফারের কাছে প্রায় ৮ কোটি টাকা, আর ট্রাভেল বিজনেস অনলাইনের কাছে ২ কোটিরও বেশি টাকা হারিয়েছি।চ

ট্রাভেল এজেন্সি সংশ্লিষ্টদের সামাজিক মাধ্যমে একটি পোস্ট নিয়ে এখন অনেক আলোচনা হচ্ছে। ওই পোস্টে অভিযোগ করা হয়েছে, এভাবে জামানতহীন বা অনিরাপদ টিকিট বিক্রি ট্যাক্স ফাঁকি বা অর্থ পাচারের হাতিয়ার হিসেবেও ব্যবহৃত হতে পারে।

ট্রাভেল এজেন্টদেরই একজন ওই পোস্ট দেন। তিনি তাদের সোশ্যাল মিডিয়া গ্রুপে লিখেছেন, "যত বেশি বিক্রি, তত বেশি ট্যাক্স ফাইল ভারী দেখানো যায় ড় এআইটি রিপোর্টিং কৌশল ব্যবহার করে। একটা এআইটি হিসাব দেখিয়ে অনেক অনৈতিক উপায়ে অর্থ লুকানো বা মালিকানার বদল ঘটানো হয়, ফলে সরকারের কাছে সঠিকভাবে কর পরিশোধ না করেও কিছু সুবিধা পাওয়া যায়।

এয়ারলাইন্সের টপ-সেলার হওয়া ড় টপ-সেলারদের প্রাইভেট ফেয়ার, অতিরিক্ত কমিশন ইত্যাদি সুবিধা পাওয়া যায়। সবাইকে ৭ শতাংশ করে দেওয়া হয়, বাকি সুবিধাগুলো অনেকে নিজেরাই পকেটে তোলেন। আর বছর শেষে এয়ারলাইন্সের পক্ষ থেকে বাহবা, ট্রফি, উপহার, অভ্যর্থনা, দেশি-বিদেশি ট্যুর,চ যোগ করেন তিনি।

ফ্লাইট এক্সপার্টের কর্মকর্তারা দেশ ছেড়ে পালিয়ে যাওয়ার পর আটাব প্রতিষ্ঠানটির তাদের সদস্যপদ স্থগিত করে। সংগঠনটি জানায়, অনলাইন ট্রাভেল এজেন্সিগুলো "টিকিটের দাম বিকৃত করছেচ এবং "অস্বাস্থ্যকর প্রতিযোগিতাচ সৃষ্টি করছে ড় প্রতি টিকিটে ৩,০০০ থেকে ৫,০০০ টাকা পর্যন্ত অবাস্তব ছাড় দিয়ে বাজারকে অস্থিতিশীল করে তুলছে।

আটাব-এর সাবেক নির্বাহী কমিটির সদস্য দিদারুল ইসলাম ধারণা দেন, ফ্লাইট এক্সপার্টের আইএটিএ ব্যাংক গ্যারান্টি যদি প্রায় ৫০ কোটি টাকা হয়ে থাকে, তবে তাদের মোট লেনদেনের পরিমাণ প্রায় ১০০ কোটি টাকার কাছাকাছি হতে পারে।

তোপের মুখে নিয়ন্ত্রকরা

সম্প্রতি প্রতারণার ঘটনাগুলোর মধ্যেই বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ড় ভোক্তা অধিদপ্তরের সহযোগিতায় অভিযান চালাচ্ছে। তবে খাতসংশ্লিষ্টরা বলছেন, কার্যকর পদক্ষেপের অভাব স্পষ্ট।

শীর্ষ একটি ওটিএ্বর একজন প্রতিনিধি বলেন, "চাইলেই মন্ত্রণালয় একদিনেই জানতে পারে আসলে কারা দায়ী। প্রতিটি এজেন্সিকে বলা হোকড়ঙ তুমি যে ৩০ কোটি টাকা পাও বলে দাবি করছো, তোমার শেষ বিল দেখাও্ব তাহলেই স্পষ্ট হয়ে যাবে কে কার কাছে বাকি। অথচ সেটা করা হয়নি।চ

এবিষয়ে তার মন্ত্রণালয় কী পদক্ষেপ নিচ্ছে তা জানতে টিবিএস একাধিকবার মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা এস কে বশিরউদ্দীন ও সচিব নাসরিন জাহানের সঙ্গে ফোনে যোগাযোগের চেষ্টা করলেও কোনো সাড়া মেলেনি।

তবে এনিয়ে উদ্বেগ বাড়তে থাকায় গত ১৬ অক্টোবর এক বিজ্ঞপ্তিতে বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয় জানায়, বেশ কয়েকটি ট্রাভেল এজেন্সি যথাযথ অনুমোদন ছাড়াই ব্যবসা করছে, যার ফলে আকাশপথে পরিবহনে অর্থ আত্মসাৎ, দুর্নীতি ও প্রতারণার ঘটনা বাড়ছে।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, ৬ নভেম্বর ২০২৫-এর মধ্যে সব অনিবন্ধিত ওটিএকে অনলাইন ট্রাভেল এজেন্সি ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম-এর মাধ্যমে নিবন্ধনের জন্য আবেদন করতে হবে।

গত দুই মাসে তিনটি প্রতারণার সময় আটাবের প্রশাসক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন মোতাকাব্বীর আহমেদ, যিনি সম্প্রতি বদলি হয়ে গিয়েছেন। এজেন্সিগুলোর বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়ার বিষয়ে তিনি টিবিএসকে বলেন, "আটাবের কোনো ক্ষমতা নেই কারো বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়ার, যেহেতু এটি একটি বাণিজ্য সংগঠন। তবে আমরা বারবার মন্ত্রণালয়কে অনুরোধ করেছি যাতে কঠোর ব্যবস্থা নেয়া হয়।চ

আইএটিএ্বর ভূমিকা সম্পর্কে ট্রাভেল এজেন্সিগুলো জানিয়েছে, যেহেতু আইএটিএ্বর কাছে ব্যাংক গ্যারান্টি থাকে, সেহেতু কেউ পালিয়ে গেলে আইএটিএ ব্যাংক থেকে হিসাব বুঝে নিতে পারে। এতে এয়ারলাইনগুলো সুরক্ষিত থাকে, তবে গ্রাহক বা সাব-এজেন্টরা পান না।

যাত্রীরা কীভাবে সুরক্ষিত থাকতে পারেন

খাতের অভিজ্ঞরা পরামর্শ দিয়েছেন, অনলাইন বা অচেনা এজেন্সির মাধ্যমে টিকিট কেনার সময় সতর্ক থাকতে।

"ব্যক্তি গ্রাহকদের জন্য সবচেয়ে নিরাপদ উপায় হচ্ছে ক্রেডিট বা ডেবিট কার্ডে পেমেন্ট করা। কারণ ভিসা ও মাস্টারকার্ডের গ্লোবাল নীতিমালা অনুযায়ী, আপনি সার্ভিস না পেলে ১৮০ দিনের মধ্যেঙ ডিসপিউট্ব করলে ব্যাংক বাধ্য টাকাটা ফেরত দিতে,চ বলেন একটি অনলাইন ট্রাভেল এজেন্সির এমডি।

"অন্যদিকে সাব-এজেন্টদের ক্ষেত্রেড় তাদের উচিত, ক্রেডিটে টিকিট নেওয়ার আগে সিকিউরিটি বা ব্যাংক গ্যারান্টি নেওয়া,চ তিনি যোগ করেন।

সংশ্লিষ্টরা বলছেন, কোনো এজেন্সি অন্যকে ক্রেডিটে টিকিট দিলে, সেটা ঙসিকিউরড ক্রেডিট্ব হতে হবে; অর্থাৎ ব্যাংক গ্যারান্টি বা ডিপোজিট ছাড়া দেওয়া যাবে না। দ্বিতীয়ত, বেসামরিক বিমান পরিবহন মন্ত্রণালয়কে নিয়মিতভাবে বড় বড় এজেন্সির লেনদেন যাচাই করতে হবে। তৃতীয়ত, গ্রাহকদেরও সচেতন হতে হবে: কারণ "কম দামে টিকিটচ এর অফার মানেই সবসময় তা নিরাপদ নয়।

নভোএয়ারের বিক্রয় ও বিপণন পরিচালক এবং শার্পট্রিপের সাবেক নির্বাহী সোহেল মজিদ টিবিএসকে বলেন, প্রতারিত হলে "প্রথম করণীয় হলো আমি যে এজেন্সিকে টাকা দিয়েছি, তাকে ধরতে হবে। আমার টিকেট কোথায় বা কেন এটা রিফান্ড দেখাচ্ছেড় এই প্রশ্ন করতে হবে। এয়ারলাইনগুলো তাকেই রিফান্ড দেয় যে টাকা পে করেছে। সেক্ষেত্রে মানি রিসিট বা ইমেইলটা খুব গুরুত্বপূর্ণ। এগুলো সংরক্ষণ করতে হবে। দ্বিতীয়ত, এয়ারলাইনের সাথে যোগাযোগ করতে হবে। টিকিটটা বৈধ আছে কি-না বা করণীয় সম্পর্কে তাদের সাথে কথা বলতে হবে।চ

ইউএস-বাংলা এয়ারলাইন্সের মুখপাত্র কামরুল ইসলাম টিবিএসকে বলেন, "যেহেতু এমন ঘটনা এখন ঘন ঘন ঘটছে, তাই গ্রাহকদের উচিৎ সরাসরি এয়ারলাইন থেকেই টিকিট কেনা। না হলে মন্ত্রণালয়কে বি-টু-বি বিক্রি বন্ধ করতে হবে।চ সংবাদসূত্র টিবিএস

ড. ইউনূসকে 'শব্দ চয়ন নিয়ে সতর্ক

২৫ পৃষ্ঠার পর

র্কি প্রতিনিধিদলের নেতৃত্বে ছিলেন এমপি মেহমেত আকিফ ইলমাজ। গত সপ্তাহের শুরুর দিকে অনুষ্ঠিত এই বৈঠকের পর ইউনূস প্রতিনিধি দলের সদস্যদের 'আর্ট অব ট্রায়াম্ফ' নামের একটি বই উপহার দেন। বইটি ২০২৪ সালের জুলাই-আগস্ট আন্দোলনের সময়কার বিভিন্ন ছবি ও গ্রাফিতির সংকলন।

তবে ভারতীয় সংবাদমাধ্যম নিউজ ১৮-এর প্রতিবেদনে দাবি করা হয়েছে, বইটিতে 'গ্রেটার বাংলাদেশ' নামে একটি মানচিত্র অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, যেখানে ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্য আসামকে বাংলাদেশের অংশ হিসেবে দেখানো হয়েছে।

নিউজ ১৮ আরও অভিযোগ করেছে, 'আর্ট অব ট্রায়াম্ফ' সংকলনে আসাম দখল সংক্রান্ত যুদ্ধ পরিকল্পনা এবং যুদ্ধ-পরবর্তী প্রশাসনিক কাঠামো সম্পর্কেও বিবরণ দেওয়া হয়েছে। এই বিষয়টিকে ঘিরেই ভারতীয় রাজনৈতিক অঙ্গনে নতুন করে বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছে। সূত্র : ফার্স্টপোস্ট

MEADOWBROOK
FINANCIAL MORTGAGE BANKERS CORP.
মর্টগেজ
নিয়ে আপনি কি বাড়ী কিনতে চান?
LOW INCOME NO PROBLEM
ফ্রি পরামর্শ দিয়ে থাকি
আপনাদের সেবাই আমাদের লক্ষ্য
ইন্টারেস্ট রেট কম
রি-ফাইন্যান্সিং
ইনভেস্টমেন্ট
প্রি এপ্রোভাল
ফাস্ট ক্লোজিং
মর্টগেজ পরামর্শ
DIRECT LENDER
এক বছরের ট্যাক্স ফাইল (১০৯৯) দিয়ে বাড়ী কিনতে পারেন মাত্র ৫% ডাউন পেমেন্টে।
ট্যাক্সি ক্যাব এবং বিজনেস ওনারদের জন্য বিশেষ প্রোগ্রাম।
যারা হোমকেয়ারে কাজ করেন, তাদের জন্য বিশেষ সুবিধা।
যাদের ওয়ার্ক পারমিট আছে, তারাও বাড়ী কিনতে পারবেন।
AKIB HUSSAIN
BRANCH MANAGER
(646) 920-4799
MOZEZA MONALISA
LOAN PRODUCTION COORDINATOR
(347) 403-6644
139-27 QUEENS BLVD SUITE 2, JAMAICA, NY 11435

Empire Care Agency
LHCSA Licensed Home Health Care
PCA / HHA SERVICE
WHY CHOOSE US?
We Pay The Highest Rate
Our Experienced Nurse Will Advocate for your more Hours
হোম কেয়ার সেবা দিয়ে অর্থ উপার্জন করুন
আমরা সর্বোচ্চ পেমেন্ট দিয়ে থাকি
OUR SERVICES
Skilled Nursing
Home Health Aides
Medicaiton Remindrs
Meal Preparation
Personal Care
Light Housekeeping
$23
Per Hour Giver to
PCA & HHA
Care Giver
WE SPEAK BANGLA, HINDI, URDU, PUNJABI, SPANISH
NURUL AZIM
CEO
516-451-3748
119-40 Metropolitan Ave
Suite 101C, Kew Gardens
NY 11415
516-900-7860
Fax: 212-381-0649
Empirehcam@gmail.com

জোহরান মামদানির জয়, বাস্তবতা

১৬ পৃষ্ঠার পর

সেই শহর আজ এমন এক তরুণকে নেতৃত্বে দেখছে, যিনি আফ্রিকায় জন্মগ্রহণ করে ভারতীয় বংশোদ্ভূত পরিবারে বড় হয়েছেন এবং পরে আমেরিকাকে নিজের দেশ বানিয়েছেন।

এই পটভূমি অবশ্যই প্রতীকী, কিন্তু মামদানির জয় শুধুমাত্র পরিচয়ের জয় নয়। তার আসল শক্তি ছিল তার নীতিতে, দৃষ্টিভঙ্গিতে এবং জনগণের সঙ্গে আন্তরিক সম্পর্ক গড়ে তোলার ক্ষমতায়। অ্যান্ড্রু মার্ক কুওমোর মতো এক প্রভাবশালী রাজনীতিককে পরাজিত করা সহজ ছিল না। কিন্তু মামদানি প্রচারণায় বড় অর্থের বদলে ছোট অনুদান ও স্বেচ্ছাসেবী কর্মীর ওপর নির্ভর করেছেন।

‘গ্রাসরুটস পাওয়ার’ মূল থেকে উঠে আসা রাজনৈতিক শক্তির এই নতুন উদাহরণ ভবিষ্যতের মার্কিন রাজনীতির জন্য অনুপ্রেরণামূলক। বিবিসি তাদের বিশ্লেষণে সতর্ক করেছে, ‘মামদানির বিজয় নিঃসন্দেহে ঐতিহাসিক, কিন্তু আসল চ্যালেঞ্জ এখন শুরু।’ নিউইয়র্কের মতো জটিল শহর পরিচালনা করা সহজ নয় বিশাল প্রশাসন, পুলিশ সংস্কার, বাজেট ঘাটতি, জলবায়ু অভিযোজন এবং ক্রমবর্ধমান আবাসন সংকট সবই তার সামনে কঠিন পরীক্ষা হিসেবে দাঁড়াবে।

তাছাড়া তার প্রগতিশীল নীতিগুলো বাস্তবায়নে শহরের কর্পোরেট ও রিয়েল এস্টেট লবির সঙ্গে সংঘাত অনিবার্য। অনেকে মনে করেন, তার জন্য সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হবে ‘প্রচারণার আদর্শ’ এবং ‘প্রশাসনের বাস্তবতা’র মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করা। তবে মামদানি বারবার বলেছেন, ‘আমরা যে পরিবর্তন চেয়েছি, তা রাতারাতি আসবে না; কিন্তু আমরা যদি সৎ থাকি, একদিন অবশ্যই তা সম্ভব।’ তার এই আশাবাদই হয়তো নিউইয়র্কের নাগরিকদের তাকে ভোট দেওয়ার সবচেয়ে বড় কারণ।

জোহরান মামদানি ভারতীয় বংশোদ্ভূত ও আফ্রিকায় জন্মগ্রহণকারী একজন অভিবাসী নেতা হলেও, তার কর্মজীবন এবং রাজনৈতিক ক্ষেত্র নিউইয়র্কের বৃহৎ দক্ষিণ এশীয় ও অভিবাসী সম্প্রদায়ের সঙ্গে নিবিড়ভাবে যুক্ত। বিশেষত কুইন্সে বসবাসকারী বিশাল বাংলাদেশি অভিবাসী সম্প্রদায় তার নির্বাচনী এলাকার অংশ। মেয়র হিসেবে মামদানি সম্ভবত বাংলাদেশের সাথে সরাসরি কূটনৈতিক সম্পর্ক পরিচালনায় ভূমিকা রাখবেন না, কারণ এটি ফেডারেল সরকারের এখতিয়ার। তবে একজন প্রগতিশীল নেতা হিসেবে এবং নিউইয়র্কের অভিবাসী সম্প্রদায়ের প্রতি তার দায়বদ্ধতার কারণে, তিনি নিম্নলিখিত ক্ষেত্রগুলোয় ইতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারেন:

১। অভিবাসী অধিকার: বাংলাদেশি অভিবাসীদের জন্য আবাসন, স্বাস্থ্যসেবা এবং কাজের অধিকারের মতো বিষয়ে তার প্রগতিশীল নীতিগুলো সরাসরি সহায়ক হবে।

২। অর্থনৈতিক সহযোগিতা: প্রগতিশীল আন্তর্জাতিকতাবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে, তিনি নিউইয়র্কের মতো বহুজাতিক শহর থেকে বিশ্বব্যাপী জলবায়ু পরিবর্তনের শিকার দেশগুলোর (যেমন বাংলাদেশ) জন্য নীতিগত বা প্রতীকী সমর্থন বাড়াতে পারেন।

৩। সাংস্কৃতিক সেতুবন্ধন: দক্ষিণ এশীয় ঐতিহ্য বহনকারী প্রথম মেয়র হিসেবে, তিনি নিউইয়র্ক সিটিতে বাংলাদেশিসহ সব দক্ষিণ এশীয় সংস্কৃতির প্রচার ও সম্মান বৃদ্ধি করতে সাহায্য করবেন, যা দুই অঞ্চলের মানুষের মধ্যে একটি সেতুবন্ধন তৈরি করতে পারে।

জোহরান মামদানির বিজয় বৃহত্তর জাতীয় প্রেক্ষাপটে ডেমোক্রেটিক পার্টির প্রগতিশীল শাখার শক্তির উত্থানকেও নির্দেশ করে। এটি এমন এক সময়ে ঘটলো যখন দেশের প্রথম প্রধান নির্বাচনগুলোয় ডোনাল্ড ট্রাম্পের পুনঃনির্বাচনের পরেও ডেমোক্র্যাটরা তাদের ক্ষমতা প্রদর্শন করছে।

ভার্জিনিয়ায় কংগ্রেসওম্যান অ্যাবিগেইল স্প্যানবার্গার রাজ্যের প্রথম মহিলা গভর্নর হন, নিউ জার্সিতে মিকি শেরিল রিপাবলিকান প্রতিপক্ষকে হারান এবং ক্যালিফোর্নিয়ায় রিডিস্ট্রিক্টিং ম্যাপের জন্য গ্যাভিন নিউসোমের প্রস্তাব বিপুল ভোটে পাস হয় এই সবগুলো ঘটনাই ডেমোক্রেটিক পার্টির একটি পুনরুজ্জীবন এবং প্রগতিশীল এজেন্ডার প্রতি জনগণের সমর্থনের ইঙ্গিত দেয়।

মামদানি নিজেকে ‘ডোনাল্ড ট্রাম্পের সবচেয়ে খারাপ দুঃস্বপ্ন’ বলে অভিহিত করেছিলেন। তার বিজয়কে ট্রাম্প সরাসরি ‘শুরু হলো মাত্র!’ বলে প্রতিক্রিয়া জানালেও, এই জয় প্রমাণ করে যে, ডেমোক্র্যাটদের একটি অংশ মনে করে, ট্রাম্পকে পরাজিত করার এবং তার রাজনীতিকে থামানোর কৌশল হলো মাঝারি বা কেন্দ্রপন্থি রাজনীতিতে না ঝুঁকে একটি সাহসী, প্রগতিশীল এজেন্ডাকে আলিঙ্গন করা।

জোহরান মামদানির উত্থান এক নতুন ধরনের প্রগতিশীলতার প্রতীক যা ধর্ম বা জাতিগত পরিচয়ের গণ্ডি ছাড়িয়ে সামাজিক ন্যায়, অর্থনৈতিক সমতা ও মানবিক মর্যাদার ভিত্তিতে দাঁড়িয়ে আছে। তিনি এমন এক প্রজন্মের কণ্ঠস্বর, যারা ‘পরিবর্তন’ শব্দটিকে আর স্লোগান হিসেবে নয় বরং জীবনের শর্ত হিসেবে দেখে। তার নেতৃত্বে নিউইয়র্ক যদি সফলভাবে প্রগতিশীল নীতি বাস্তবায়ন করতে পারে, তবে এটি যুক্তরাষ্ট্রের অন্যান্য শহরের জন্যও এক অনুকরণীয় মডেল হতে পারে। জোহরান মামদানির বিজয় নিঃসন্দেহে এক ঐতিহাসিক মুহূর্ত। এটি কেবল একজন তরুণ রাজনীতিকের সাফল্য নয়; এটি আমেরিকার রাজনৈতিক চেতনার এক পুনর্গঠন।

এক শতাব্দী পর নিউইয়র্ক আবার প্রমাণ করল এই শহর এখনো স্বপ্নের শহর, যেখানে আদর্শ, মেধা ও মানবিকতা একসাথে জয়ী হতে পারে। তবে সেই স্বপ্নের বাস্তবায়ন এখন শুরু হলোড়এক তরুণ মেয়রের কাঁধে ভর করে, যিনি বিশ্বাস করেন, ‘শহরের সত্যিকারের শক্তি তার মানুষ।’ ড. সুজিত কুমার দত্ত : অধ্যাপক, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

অদৃশ্য সুতায় ঝুলছে বাংলাদেশের

১৮ পৃষ্ঠার পর

এত বছরে কিন্তু মানুষের মধ্যে কেমন জানি সবকিছুতেই অপূর্ণতা দেখতে পাচ্ছি, সবাই অসহিষ্ণু হয়ে উঠছে। ঢাকা, চট্টগ্রাম, সিলেটসহ প্রতিটি শহর রাতে নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছে। সাধারণ জনগণ শুধু না আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যরাও বিভিন্ন সময় আক্রান্ত হচ্ছে ছিনতাইকারীদের কবলে।

ম্যাজিস্ট্রেসি পাওয়ার নিয়ে জনগণের নিরাপত্তা দিতে সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যরাও মাঠে থাকছে কিন্তু সেটাও পর্যাপ্ত নয় বলেই মনে হচ্ছে। বর্তমান প্রশাসনকে ঢেলে সাজানোর প্রয়োজনীয়তা অনুভব করছে দেশের জনগণ। আইনশৃঙ্খলা বাহিনীকে আস্থায় ফিরিয়ে আনতে বিভিন্ন উপায় বের করা এখন সময়ের দাবি হয়ে উঠছে। না হলে দেশের সার্বভৌমত্ব হুমকির সম্মুখীন হবে। নির্বাচনকে সামনে রেখে কেউ কেউ আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি ঘটানোর চেষ্টা করবে, বিশ্বের কাছে দেশের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন করার জন্য অপচেষ্টায়ও লিপ্ত থাকবে, সেই দিকে নজর দিতে হবে প্রশাসনকে।

ভোটের রাজনীতিতে দলগুলোর ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা স্পষ্ট হয়ে উঠছে। ক্ষমতায় যাওয়ার জন্য সবাই কেমন জানি উদগ্রীব হয়ে আছে। যারা ভোটের রাজনীতিতে তৃতীয় কিংবা চতুর্থ স্থানে অবস্থান করছে কিংবা নবগঠিত রাজনৈতিক দল ক্ষমতায় যাওয়ার জন্য পরিকল্পনা সাজাচ্ছে কিংবা তিনবারের ক্ষমতায় থাকা রাজনৈতিক দল ক্ষমতার স্বপ্নে বিভোর আবার বিভিন্ন দল রাজনৈতিক জোট করে ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দুতে যাওয়ার পায়তারা করছে সেখানে সবকিছুই স্বাভাবিক গতিতে চলবে তা ভাবার কোনো কারণ আছে বলে মনে হয় না।

রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা যার যার অবস্থান থেকে প্রেক্ষাপট তুলে ধরার চেষ্টা করছে কিন্তু বাস্তবতা হচ্ছে সামনের নির্বাচনে অনেক চ্যালেঞ্জকে সঙ্গী করেই নির্বাচনী বৈতরণী পার হতে হবে।

সরকার, নির্বাচন কমিশন, আইনশৃঙ্খলা বাহিনী, সশস্ত্র বাহিনী, রাজনৈতিক দল, গণমাধ্যমসহ সবার সম্মিলিত প্রয়াসের মাধ্যমে একটি সুষ্ঠু সুন্দর নিরপেক্ষ নির্বাচন হবে। যদি কোনো পক্ষ কূটকৌশলের আশ্রয় নেয় তবে বহুল প্রতীক্ষিত জাতীয় নির্বাচন ব্যর্থতায় পর্যবসিত হতে পারে। মো. কামরুল ইসলাম : ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক, ঢাকা পোস্ট

মামদানির জয় থেকে শিক্ষা :

১৬ পৃষ্ঠার পর

দাবি না মানলে নির্বাচনই হবে না, এমন কথা কীভাবে বলতে পারে? এটা কি ভোটারদের প্রতি সম্মান দেখানো হলো? হতাশার বিষয় হলো, শেখ হাসিনা চলে গেছেন, কিন্তু জনগণের ওপর দলীয় এজেন্ডা চাপিয়ে দেওয়ার যে রাজনৈতিক সংস্কৃতি, তা এখনো রয়ে গেছে। যতদূর জানি, কোনো রাজনৈতিক দলই এখন পর্যন্ত জনগণের প্রত্যাশা জানার ইচ্ছা নিয়ে জনমত জরিপের নূন্যতম প্রচেষ্টাটুকুও করেনি।

বিভিন্ন রাজনৈতিক দলকে একত্রিত করতে, তাদের সঙ্গে ধারাবাহিকভাবে আলোচনা চালাতে এবং মৌলিক বিষয়ে ঐকমত্যে পৌঁছানোর জন্য তাদের যৌথ মতামত বের করে আনতে বিপুল সময়, শ্রম ও সম্পদ ব্যয় করা হয়েছে। এটি নিঃসন্দেহে একটি ইতিবাচক উদ্যোগ। কিন্তু একইসঙ্গে ভোটারদের দৃষ্টিভঙ্গি ও প্রত্যাশা জানার কোনো প্রচেষ্টা করা হয়নি। আমাদের নির্বাচনী প্রক্রিয়ার কেন্দ্রে কখনোই ভোটাররা থাকে না। বাস্তবে তাদের প্রায় কোনো গুরুত্বই দেওয়া হয় না।

উদাহরণ হিসেবে জুলাই সনদের কথাই ধরুন। জুলাই সনদ চূড়ান্ত করতে আমরা কত অর্থ ও সময় ব্যয় করেছি। অথচ সাধারণ মানুষকে এর বিষয়বস্তু সম্পর্কে অবহিত করতে কতটুকু উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে? শুরুতে এতে ৮৪টি প্রস্তাবনা ছিল। এখন পরিকল্পনা করা হচ্ছে, এর মধ্যে সংবিধান সংস্কার সম্পর্কিত ৪৮টি বিষয় নিয়ে কাজ করা হবে এবং সেগুলোর ওপর গণভোট আয়োজন করা হবে। এই প্রস্তাবনাগুলো কী, এর অর্থ কী, এর প্রভাব কী হতে পারে, এগুলো জনগণের জীবনে কীভাবে প্রভাব ফেলবেড়এসব প্রশ্নের উত্তর জানার অধিকার কি তাদের নেই? আমাদের ধারণা, কৃষক, দিনমজুর, রিকশাচালক, ফেরিওয়ালা, ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী, শ্রমিক, গৃহকর্মীড়যাদের সংখ্যা কয়েক কোটিড়তাদের খুব অল্প সংখ্যকই জানেন জুলাই সনদে কী আছে। গুরুত্বপূর্ণ ও জটিল একটি সংবিধান সংস্কার সংক্রান্ত নথি নিয়ে সেই বিষয়ে গণভোট আয়োজন করা কি নৈতিক ও নীতিগতভাবে ঠিক হবে? এমন একটি গণভোট কি জনগণের প্রকৃত মতামতের প্রতিফলন ঘটাবে?

চ্যালেঞ্জ যতই থাকুক, এখন গোটা জাতির সামনে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ হলো দেশের জন্য অত্যন্ত জরুরি ও প্রতীক্ষিত জাতীয় নির্বাচনটি আয়োজন করা। প্রধান উপদেষ্টা যে সময়সীমা ঘোষণা করেছেন, তার মধ্যেই এই নির্বাচন আয়োজনে আমাদের সর্বান্তকরণে ও সর্বশক্তি দিয়ে প্রচেষ্টা চালাতে হবে।

‘অন্তর্বর্তীকালীন সরকার’ শব্দগুচ্ছের মধ্যেই এর অর্থ নিহিত যে, এটি অস্থায়ী। মেয়াদ যাই হোক না কেন, এটি ক্ষণস্থায়ী সরকার। ড. ইউনূসের ব্যক্তিগত জনপ্রিয়তা ও মর্যাদার কারণে বাংলাদেশের বৈশ্বিক সম্পর্ক নিঃসন্দেহে উন্নত হয়েছে। তবে, একটি নির্বাচিত সরকার না আসা পর্যন্ত সেটা স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরবে না। গণমাধ্যমের প্রতিবেদন বলছে, চলতি অর্থবছরে দেশীয় বেসরকারি বিনিয়োগ গত পাঁচ বছরের মধ্যে সর্বনিম্ন পর্যায়ে নেমে এসেছে এবং নির্বাচিত সরকার না থাকায় বিনিয়োগকারীদের মধ্যে অনিশ্চয়তা ও আস্থাহীনতা তৈরি হয়েছে। সম্ভাব্য সরকার সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা না থাকায় স্থানীয় উদ্যোক্তারাও বিনিয়োগে আগ্রহী না। কাজেই নির্ধারিত সময়েই নির্বাচন আয়োজন জরুরি। এই পথে বাধা সৃষ্টি করা মানে জাতীয় স্বার্থে আঘাত হানা ছাড়া আর কিছুই না। তবে অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন আয়োজনের আগে আমাদের অতিক্রম করতে হবে অনেক চ্যালেঞ্জ। সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হলো রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে আস্থার ঘাটতি। অনেকের বিশ্বাস, নির্বাচনের আগে যে প্রতিশ্রুতিই দেওয়া হোক না কেন, বিজয়ের পর সেটা রক্ষা করা হবে না। এ কারণেই এনসিপি ও জামায়াত গণভোটের ওপর জোর দিচ্ছেড়যদিও এর বাস্তবতা ও বৈধতা নিয়ে অনেক প্রশ্ন উঠেছে। অবিশ্বাসের কারণটি খুবই সরলড়বিএনপির প্রতিশ্রুতির প্রতি তাদের আস্থার অভাব। একই অনাস্থা অবশ্য অন্য দলগুলোর ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য।

এরপর আছে প্রশাসনকে অপব্যবহারের দীর্ঘ ইতিহাস, যা অসম প্রতিযোগিতার ক্ষেত্র তৈরি করে। সব রাজনৈতিক দলই জানে, কীভাবে রাষ্ট্রীয় যন্ত্রড়বিশেষ করে পুলিশ ও আমলাতন্ত্রকে নির্বাচনে প্রভাব বিস্তারের কাজে ব্যবহার করা হয়। সেই অভিজ্ঞতাই এই প্রতিষ্ঠানগুলোর নিরপেক্ষতা নিয়ে সন্দেহ আরও বাড়িয়ে দিয়েছে। রাজনৈতিক সহিংসতার আশঙ্কাও একটি বাস্তবতা, যা উপেক্ষা করা সম্ভব না। ইতোমধ্যেই অভ্যন্তরীণ দলীয় সংঘর্ষের উদ্বেগজনক পরিস্থিতি দেখা যাচ্ছে। আইন ও সালিশ কেন্দ্রের (আসক) তথ্যমতে, চলতি বছরের জানুয়ারি থেকে সেপ্টেম্বরের মধ্যে সারা দেশে ৩২৩টি রাজনৈতিক সহিংসতার ঘটনা ঘটেছে, যার অর্ধেকেরও বেশি ঘটেছে বড় দলগুলোর ভেতরেই। নির্বাচন যতই ঘনিয়ে আসছে ততই অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন আয়োজনের পথে অন্যতম প্রধান উদ্বেগের কারণ হয়ে উঠছে তৃণমূল পর্যায়ে এসব দ্বন্দ্ব।

দুঃখজনক হলেও সত্য, এই চূড়ান্ত পর্যায়ে এসেও আমরা জাতির ভবিষ্যৎ দিকনির্দেশনা নিয়ে কোনো ঐকমত্যে পৌঁছাতে পারিনি। আট মাসের আলোচনার পর সরকার বাধ্য হয়েছে রাজনৈতিক দলগুলোকে আহ্বান জানাতে যে, সম্ভব হলে এক সপ্তাহের মধ্যে যেন তারা একটি চূড়ান্ত অভিন্ন অবস্থানে পৌঁছায়, যাতে নির্বাচনী প্রক্রিয়া এগিয়ে নেওয়া যায়। আমরা আশা করি, এই আহ্বানের প্রতি তারা সম্মান জানাবে।

আমরা যতটা বুঝতে পারছি, জামায়াত ও এনসিপির প্রধান দাবি উচ্চকক্ষে আনুপাতিক প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করা। এটি একটি যৌক্তিক দাবি এবং এর মাধ্যমে উচ্চকক্ষের কার্যকারিতা বাড়বে বলে আমরা মনে করি। অন্তত দিন শেষে উচ্চকক্ষকে নিম্নকক্ষের রাবার স্ট্যাম্পে পরিণত করা যাবে না। বিএনপির প্রস্তাব যদি গৃহীত হয়, সেটাই হবে। বিএনপির উচিত বিকল্প প্রস্তাবটির যৌক্তিকতা বিবেচনা করা।

অন্যদিকে, জামায়াত ও এনসিপির উচিত বিএনপির প্রস্তাব মেনে নেওয়াড়যাতে জোটের সদস্যরা জোটের নেতৃত্বে থাকা দলের প্রতীক ব্যবহার করতে পারে। এটা হয়তো সর্বোত্তম সমাধান না, কিন্তু আপসের ভিত্তিতে ভিন্নমতাবলম্বী দলগুলোর এটি মেনে নেওয়া উচিত। ‘জোট হলেও দলীয় প্রতীকে ভোট’ নিয়ে ইতোমধ্যে গেজেট প্রকাশিত হলেও রাজনৈতিক ঐকমত্যে পৌঁছানো গেলে তা সংশোধনের জন্য পর্যাপ্ত সময় এখনো আছে।

গণভোটের সময় নিয়ে বিএনপির প্রস্তাব, জাতীয় নির্বাচনের সঙ্গে একই দিনে গণভোট আয়োজন করা যেতে পারে। যদিও আমরা দৃঢ়ভাবে মনে করি, জুলাই সনদের বিষয়বস্তু সম্পর্কে ভোটাররা খুব কম জানায় এমন গণভোট ন্যায্য হবে না। তারপরও নির্বাচন আয়োজনের প্রতিবন্ধকতা দূর করতে এনসিপি ও জামায়াতের উচিত বিএনপির এই প্রস্তাব মেনে নেওয়া।

এত শক্তি প্রদর্শন আপনাদের মানায়

২৪ পৃষ্ঠার পর

আহমদ। সরকারের উদ্দেশে তিনি বলেন, ‘আপনারা কোনো নির্বাচিত সরকার নয়, এটা আপনারা যেন সব সময় ইয়াদ (মনে) রাখেন। আপনাদের এ রকম কোনো এখতিয়ার নাই, আমাদেরকে ডিকটেট (আদেশ) করার যে, সাত দিনের ভিতরে আপনার সিদ্ধান্ত না হলে আমরা সিদ্ধান্ত নেব। এত শক্তি প্রদর্শন আপনাদের বোধ হয় মানায় না!’

সকল রাজনৈতিক দলের সঙ্গে বিএনপি যোগাযোগ রাখে উল্লেখ করে তিনি বলেন, ‘সেটা এনসিপি হোক, জামায়াত হোক বা অন্যান্য পার্টি হোক। সবার সাথে আমরা গণতান্ত্রিক কালচার (সংস্কৃতি) হিসেবে রাজনৈতিক যোগাযোগ এবং আলাপ‌ুআলোচনা, সম্পর্ক রাখব। কিন্তু কোনো বিষয়ে আলোচনা করার জন্য কোনো রেফারির ভূমিকায় কোনো দলকে দিয়ে আপনারা আহ্বান জানাবেন ইনডাইরেক্টলি, সেটা বোধ হয় সঠিক হচ্ছে না।’

জামায়াতে ইসলামীর উদ্দেশে সালাহউদ্দিন আহমদ বলেন, ‘আপনারা যাঁরা ১৯৭১ সালে উল্টা দিকে যাত্রা করেছিলেন, ১৯৪৭ সালে বিপরীত দিকে যাত্রা শুরু করেছিলেন, জাতীয় পার্টির হাত ধরে হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ সাহেবের সহচর হয়েছিলেন, আপনারা আবার যদি আওয়ামী লীগের হাত ধরে পুনরুত্থান চান, কী পরিণতি হবে, আল্লাহ মালুম! আপনারা যা শুরু করেছেন, তাতে করে উৎসাহিত হবে পতিত ফ্যাসিস্ট। তাতে উৎসাহিত হবে বাংলাদেশে অন্য যেকোনো রকমের অগণতান্ত্রিক শক্তি।

‘কিন্তু সে জন্য যদি আপনারা বলতে চান যে, আপনারা খেতে পারবেন না, সে জন্য বাড়া ভাতে ছাই ছিটিয়ে দিবেন। সেটা বাংলাদেশের মানুষ আর কখনো গ্রহণ করবে না। সেই সুযোগ দেবে না।’

জামায়াতের নায়েবে আমিরের দুদিন আগের বক্তব্যকে ইঙ্গিত করে সালাহউদ্দিন আহমদ আরও বলেন, ‘আপনারা ঘি খেতে চান, খান। কিন্তু আমরা বাংলাদেশের গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য রাজপথের এই ময়দানকে অগণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে আর উত্তপ্ত হতে দেব না। ঠিক। আপনারা বলেছেন, ১১ তারিখ পর্যন্ত আলটিমেটাম। আলটিমেটাম দিচ্ছেন সরকারকে? তো সরকার তো আপনাদের পক্ষে সুপারিশ দিয়েছে। জাতীয় ঐকমত্য কমিশন তো আপনারা যা চান, তাই দিয়েছে। সে জন্য আপনারা তার সাথে সুর মিলিয়ে তাই কথা বলছেন।’

দেশে গণভোটের কোনো প্রয়োজন নেই বলে স্পষ্ট অবস্থান ব্যক্ত করে এই বিএনপির নেতা বলেন, এই গণভোটের মধ্য দিয়ে আইন প্রণীত হয়ে যাবে। এই গণভোটটার মধ্য দিয়ে সংবিধান পরিবর্তিত হয়ে যাবে। কিন্তু একটা নৈতিক বাধ্যবাধকতা সংসদ সদস্যদের ওপরে এবং আগামী সংসদের ওপরে আরোপিত হবে যে, জনগণ চায় এই সংস্কার বাস্তবায়ন হোক অথবা চায় না। নির্বাচনের দিন ছাড়া গণভোটের বিকল্প নেই।

১৩ নভেম্বর বাংলাদেশে আওয়ামী লীগের ঘোষিত ‘লকডাউন’ কর্মসূচি প্রসঙ্গে সালাহউদ্দিন আহমদ বলেন, ‘১৩ তারিখ বাংলাদেশে শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে একটি রায় (রায়ের তারিখ) ঘোষণা হতে যাচ্ছে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে। সেদিন নাকি লকডাউন সারা বাংলাদেশে। মানুষ বলে না যে, পাগলের সুখ মনে মনে। এই এক বছরের ভেতরে কীভাবে আপনাদের মনে হলো যে, ফ্যাসিস্ট পতিত শেখ হাসিনা এবং আওয়ামী ফ্যাসিবাদী শক্তির পক্ষে বাংলাদেশে লড়া, আপনারা আহ্বান করবেন আর জনগণ সাড়া দেবে? যদি দুঃসাহস থাকে আপনারা আসেন। বাংলাদেশের মানুষ আপনাদেরকে কীভাবে আপ্যায়ন করে দেখব। আমরা তো চাই, আপনারা এসে বিচারের মুখোমুখি হোন।’

দেশ ক্রমেই অস্থিতিশীল হচ্ছে বলে মন্তব্য করে আলোচনা সভায় তিনি বলেন, ‘ষড়যন্ত্রের জাল বিস্তার হচ্ছে। সরকারের উচ্চপর্যায় থেকে অনেক কিছু বলা হচ্ছে। কারা রাজপথকে উত্তপ্ত করে রাখতে চায়, কারা গত এক বছর দেশে অস্থিতিশীলতা সৃষ্টি করে ভারতকে সুযোগ করে দিচ্ছে, ইতিহাসে তাদের কথা লেখা থাকবে। ভারত চায় অস্থিতিশীল বাংলাদেশ। ভারতের সে প্রত্যাশা যারা পূরণ করতে চায়, তাদেরকে আমরা ক্ষমা করব না।’

ছাত্রদলের সাধারণ সম্পাদক নাছির উদ্দিনের সঞ্চালনায় আলোচনা সভায় আরও বক্তব্য দেন সভাপতি রাকিবুল ইসলাম, সাংগঠনিক সম্পাদক আমানুল্লাহ আমান, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সভাপতি গণেশ চন্দ্র রায় প্রমুখ।

সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে সালাহউদ্দিন আহমদ সরকারকে নিরপেক্ষতার সঙ্গে সুষ্ঠু, সুন্দর নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য যাবতীয় কর্মকাণ্ড শুরু করার আহ্বান জানান। অন্তর্বর্তী সরকারের উদ্দেশে তিনি বলেন, ‘আমরা আপনাদেরকে সমর্থন করেছি, করব ওই সীমারেখার মধ্যে। আর যদি মনে করেন, আরেকটি রাজনৈতিক দল দিয়ে আমাদেরকে আহ্বান জানাবেন আলোচনার জন্য।

‘তারা কারা? অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা যদি আমাদেরকে আহ্বান জানায় কোনো বিষয়ে আলোচনা করার জন্য, যেকোনো ইস্যুতে, আমরা সব সময় আলোচনায় আগ্রহী, যাব। কিন্তু অন্য কোনো একটি রাজনৈতিক দল দিয়ে আমাদেরকে আহ্বান জানানো হচ্ছে কেন?’

জাতীয় ঐকমত্য কমিশনে বিএনপির প্রতিনিধিত্ব করে আসা সালাহউদ্দিন আহমদ জুলাই সনদ বাস্তবায়নের সুপারিশ নিয়ে দলের গুরুতর আপত্তির কথা বলেছেন। বিএনপির ভাষ্যমতে, গত ১৭ অক্টোবর যে জুলাই সনদে রাজনৈতিক দলগুলো স্বাক্ষর করেছিল, সেটি তারা বাস্তবায়ন করতে অঙ্গীকারবদ্ধ। কিন্তু ২৮ অক্টোবর জুলাই জাতীয় সনদ বাস্তবায়নের উপায় নিয়ে অন্তর্বর্তী সরকারের কাছে জাতীয় ঐকমত্য কমিশন যে প্রস্তাব জমা দিয়েছে, তাতে তাদের আপত্তি রয়েছে।

দলটি বলেছে, ওই প্রস্তাবের তফসিলে উল্লেখিত সনদে অনেক পরিবর্তন আনা হয়েছে। এ ছাড়া সনদ বাস্তবায়নে গণভোট কবে হবে, তা নিয়েও বিএনপি ও জামায়াতে ইসলামীর মধ্যে মতভিন্নতা রয়েছে। বিএনপি সংসদ নির্বাচনের দিন গণভোট করার পক্ষে। অপর দিকে জামায়াতে ইসলামী চায়, আগে গণভোট করে জুলাই সনদকে আইনি ভিত্তি দেওয়ার পর তার আলোকে জাতীয় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে।

এই পরিস্থিতিতে রাজনৈতিক দলগুলোকে নিজেদের মধ্যে আলাপ-আলোচনা করে জুলাই সনদ বা সংস্কার প্রস্তাব বাস্তবায়ন নিয়ে সমাধানে পৌঁছানোর আহ্বান জানায় অন্তর্বর্তী সরকার। গত রোববার উপদেষ্টা পরিষদের এক সভা থেকে বলা হয়, রাজনৈতিক দলগুলো যদি এক সপ্তাহের মধ্যে ঐক্যবদ্ধ সিদ্ধান্ত দিতে না পারে, তাহলে সরকার তার মতো করে সিদ্ধান্ত নেবে।

এ বিষয়ে আলোচনার আহ্বান জানিয়ে গত বৃহস্পতিবার বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরকে ফোন করেছিলেন জামায়াতে ইসলামীর নায়েবে আমির সৈয়দ আব্দুল্লাহ মোহাম্মদ তাহের। মির্জা ফখরুল তখন তাঁকে বলেছিলেন, দলের দায়িত্বশীল নেতাদের সঙ্গে আলোচনার পর এ বিষয়ে অবস্থান জানাবেন। বিষয়টি নিয়ে আজ আলোচনা সভায় দলের পক্ষ থেকে প্রথম প্রতিক্রিয়া দিলেন সালাহউদ্দিন আহমদ।

গণভোট ছাড়া নির্বাচন অর্থহীন

২৪ পৃষ্ঠার পর

তিনি আরও বলেন, ‘দেশে এখন সর্বত্র অবিচার ও বৈষম্য বিরাজ করছে। মানুষ ন্যায়বিচার থেকে বঞ্চিত। এই অবস্থা থেকে মুক্ত হতে হলে আমাদের সবাইকে ঐক্যবদ্ধভাবে দেশ বদলে দিতে হবে। আল্লাহ যদি সুযোগ দেন, তাহলে কাউকেই অবিচার সহ্য করতে হবে না।’

জামায়াত আমির জানান, তাদের দলীয় ঘোষণাপত্র বা মেনিফেস্টো প্রস্তুত আছে, তবে নির্বাচনী ঘোষণা না আসা পর্যন্ত এর বিস্তারিত প্রকাশ করা হবে না। তিনি বলেন, ‘আমরা মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দিয়ে জাতিকে বিভ্রান্ত করব না। আমাদের পরিকল্পনা বাস্তবভিত্তিক, সেটি মেনিফেস্টো প্রকাশের সময় জানানো হবে।’

দেশে পরিবর্তনের প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরে তিনি বলেন, ‘জুলাই মাসের পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে জনগণ নতুন আশার বার্তা পেয়েছে। সমাজ থেকে বৈষম্য ও দুর্নীতি দূর করা এখন সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ। দুর্নীতি সমাজের প্রতিটি স্তরে ছড়িয়ে পড়েছে, ফলে সাধারণ মানুষ তাদের ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত হচ্ছে।’

তিনি আরও বলেন, ‘দুর্নীতির বিরুদ্ধে আপসহীন অবস্থান অব্যাহত থাকবে। জামায়াত এই লড়াইয়ে জনগণের পাশে থাকবে।’ একই সঙ্গে প্রবাসী বাংলাদেশিদের ভোটার হওয়ার সময়সীমা ১৫ নভেম্বর পর্যন্ত বাড়ানোর আহ্বান জানান তিনি।

সংবাদ সম্মেলনে জামায়াতের মুখপাত্র ব্যারিস্টার আবু বকর মোল্লা, ব্যারিস্টার নজরুল ইসলামসহ দলের অন্যান্য নেতারা উপস্থিত ছিলেন।

কারও দলীয় স্বার্থ বাস্তবায়ন করা অন্তর্বর্তী সরকারের কাজ নয় - বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান

২৪ পৃষ্ঠার পর

প্রধান কৌশল হচ্ছে একটি ফ্যাসিবাদবিরোধী জাতীয় ঐক্য বজায় ও বহাল রাখা। এ কারণেই বিএনপি অন্তর্বর্তী সরকার ও ফ্যাসিবাদবিরোধী আন্দোলনের রাজপথের সঙ্গীদের সঙ্গে সহযোগিতা এবং সমঝোতার দৃষ্টিভঙ্গি সমুন্নত রেখেছে, বলেন তিনি।

বাংলাদেশের রাজনীতিতে বিএনপি বরাবরই একটি শান্তিকামী, সহনশীল ও গণমুখী রাজনৈতিক দল বলে মন্তব্য করেন তারেক। বলেন,ওগণতান্ত্রিক রাজনৈতিক দল ভিন্ন দল ভিন্ন মতের প্রতি ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করা বিএনপির রাজনৈতিক সংস্কৃতির অংশ। দেশের জনগণের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সক্ষমতা নিশ্চিত করাই বিএনপির রাজনীতি৶

হিন্দু সম্প্রদায়ের উদ্দেশে তারেক বলেন,ওঅন্তর্বর্তী সরকার আগামী ফেব্রুয়ারি মাসে জাতীয় নির্বাচন অনুষ্ঠানের ঘোষণা নিয়েছে। নির্বাচনের মাধ্যমে আপনারা আপনাদের স্বাধীন ইচ্ছা অনুযায়ী ভোট দিয়ে পছন্দের প্রার্থীকে বাছাই করে নেবেন। সম্প্রীতি ও সমৃদ্ধির বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার জন্য বিএনপি ইতোমধ্যে দেশের জনগণের সামনে একটি বিস্তারিত পরিকল্পনা প্রকাশ করেছে৶

মতুয়া বহুজন সমাজ ঐক্য জোটের আহ্বায়ক সোমনাথ সেনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে হিন্দু সম্প্রদায়ের দাবিগুলো বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যানের কাছে তুলে ধরেন দলের মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর। এ সময় আরও বক্তব্য দেন বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য আব্দুল মঈন খান, গয়েশ্বর চন্দ্র রায়, আমীর খসরু মাহমুদ চৌধুরী ও ইকবাল হাসান মাহমুদ। অনুষ্ঠানে আরও বক্তব্য দেন মতুয়া বহুজন সমাজ ঐক্য জোটের সদস্যসচিব ও মুখপাত্র কপিল কৃষ্ণ মণ্ডল, সংগঠনের যুগ্ম আহ্বায়ক সমেন সাহা, হিন্দু মহাজোটের মহাসচিব গোবিন্দ চন্দ্র প্রামাণিক, হিন্দু ফ্রন্টের চেয়ারম্যান বিজন কান্তি সরকার, মতুয়া সম্প্রদায়ের নেতা সুবর্ণা রানী ঠাকুর প্রমুখ।

এসএনএস একাউন্টিং এন্ড জেনারেল সার্ভিসেস

একটি অভিজ্ঞ ও নির্ভরশীল প্রতিষ্ঠান • IRS E-file Provider

একাউন্টিং

- ইনকামট্যাক্স, ব্যক্তিগত (All States) কর্পোরেশন
- পার্টনারশীপ ট্যাক্স দক্ষতার সহিত নির্ভূলভ ও
- আইন সংগতভাবে প্রস্তুত করা হয়।
- বিজনেস সার্টিফিকেট ও কর্পোরেশন রেজিস্ট্রেশন করা হয়।

ইমিগ্রেশন

সিটিজেনশীপ পিটিশন, নিকটাত্মীয়দের জন্য পিটিশন, এফিডেভিট অব সাপোর্ট সহ যাবতীয় ইমিগ্রেশন সংক্রান্ত বিষয়াদি সম্পর্কে কাজ করা হয়। এছাড়াও নোটারী পাবলিক, ফ্যাক্স সার্ভিস, দ্রুততম উপায়ে আমেরিকার বিভিন্ন স্টেটের কাষ্টমারদের ইনকাম ট্যাক্স ও ইমিগ্রেশন বিষয়ক সার্ভিস দেওয়া হয়।

আমাদের রয়েছে ২২ বৎসরের অভিজ্ঞতা এবং কাষ্টমারদের অভিযোগমুক্ত সন্তুবজনক সেবা

যোগাযোগ: এম.এ.কাইয়ুম

আমরা সপ্তাহে ৫ দিন সোম থেকে শুক্রবার পুরো বছর সার্ভিস দিয়ে থাকি

৩৫-৪২ ৩১ স্ট্রিট, এস্টোরিয়া, নিউইয়র্ক ১১১০৬
ফোন: ৭১৮-৩৬১-৫৮৮৩, ৭১৮-৬৮৫-২০১০
ফ্যাক্স: ৭১৮-৩৬১-৬০৭১, Email: snsmaq@aol.com

ইউরোপে প্রথম অন-বোর্ড ফ্রোজেন চালানের মাধ্যমে

৫ পৃষ্ঠার পর

ভূমিকা রাখতে পারব।”

অন-বোর্ড ব্লক ফ্রিজিংয়ের বিশেষত্ব: সাধারণ হিমায়িত চিংড়ির তুলনায় অন-বোর্ড ব্লক ফ্রোজেন চিংড়ির প্রক্রিয়াজাতকরণ সম্পূর্ণ আলাদা। সাধারণত জাহাজ থেকে চিংড়ি নামিয়ে স্থলভিত্তিক কারখানায় প্রক্রিয়াজাত করা হয়। কিন্তু অন-বোর্ড ব্লক ফ্রিজিং পদ্ধতিতে চিংড়ি সমুদ্রে ধরা পড়ার সঙ্গে সঙ্গে জাহাজের ভেতরেই প্রক্রিয়াজাত ও হিমায়িত করা হয়।

রিমন বলেন, “চিংড়িগুলো ধরার পর বাছাই, শ্রেণিবিন্যাস বা মাথা অপসারণ এবং ধোয়ার কাজ সম্পন্ন হয়। এ সময় আলোকমাত্রা নিশ্চিত করতে প্রথমে ‘লাক্স মিটার’ ব্যবহার করা হয়, যাতে বাছাই ও শ্রেণিবিন্যাসের প্রতিটি ধাপ আরও সতর্ক ও নির্ভুলভাবে সম্পন্ন হয়।”

প্রতিটি ব্যাচ সমুদ্রে হাতে ধরার মতো মেটাল ডিটেক্টর দিয়ে পরীক্ষা করা হয়, যেন কোনো ধরনের দূষক না থাকে। এরপর চিংড়িগুলোকে ৮০০ গ্রাম, ১.৫ কেজি ও ২ কেজি ওজনের ব্লকে প্রক্রিয়াজাত করে জাহাজের কোল্ড স্টোরেজে মাইনাস ১৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় সংরক্ষণ করা হয়। তীরে আনার পরও একই তাপমাত্রায় স্থলভিত্তিক কোল্ড স্টোরেজে সংরক্ষণ করা হয়,” ব্যাখ্যা করেন রিমন।

তিনি আরও বলেন, চালান পাঠানোর আগে ফিশ ইনস্পেকশন অ্যান্ড কোয়ালিটি কন্ট্রোল (এফআইকিউসি) অফিস থেকে স্বাস্থ্য সনদ নেওয়া হয়, এবং প্রতিটি ব্যাচ পুনরায় স্ক্যান করে নিশ্চিত করা হয় কোনো ধরনের দূষক অবশিষ্ট নেই।

রিমন জানান, “আমাদের জাহাজগুলো আইএসও ও এইচএসিএসপি সার্টিফায়েড, এবং আমরা কঠোরভাবে ইউরোপীয় ইউনিয়নের গুণগত মান নির্দেশিকা অনুসরণ করি। আমাদের ক্রুরা নিয়মিত হ্যান্ডলিং, স্বাস্থ্যবিধি ও অন-বোর্ড প্রক্রিয়াজাতকরণ বিষয়ে প্রশিক্ষণ পান, যাতে এসব মান বজায় থাকে।”

ইইউ সার্টিফিকেশনের পথে

দীর্ঘদিন ধরে বাংলাদেশ মূলত জাপানে ব্লক ফ্রোজেন চিংড়ি রপ্তানি করলেও ইউরোপে পাঠানো সম্ভব হয়নি। যদিও স্থলভিত্তিক কারখানায় প্রক্রিয়াজাত চিংড়ি বহু বছর ধরে ইউরোপীয় বাজারে রপ্তানি হচ্ছে, তবে সমুদ্রে জাহাজে ধরা ও প্রক্রিয়াজাত করা অন-বোর্ড ব্লক ফ্রোজেন চিংড়ির জন্য ইউরোপীয় ইউনিয়নের অনুমোদন আগে ছিল না।

এ বছর শুরুর দিকে সার্টিফিকেশন পাওয়ার মধ্য দিয়ে সেই পরিস্থিতির পরিবর্তন আসে। ফিশ ইনস্পেকশন অ্যান্ড কোয়ালিটি কন্ট্রোল (এফআইকিউসি), মেরিন ফিশারিজ ডিপার্টমেন্ট (এমএফডি) এবং এক্সপোর্ট প্রোমোশন ব্যুরো (ইপিবি)-এর সমন্বিত প্রচেষ্টায় এই অনুমোদন নিশ্চিত হয়।

২০২৩ সালের ডিসেম্বরে ইউরোপীয় খাদ্য নিরাপত্তা কর্তৃপক্ষের (ইইউ ফুড সেফটি অথরিটি) একটি পরিদর্শন দল বাংলাদেশের নির্বাচিত কয়েকটি জাহাজ পরিদর্শন করে। দলের সদস্যরা ইউরোপীয় মান অনুযায়ী স্বাস্থ্যবিধি ও প্রক্রিয়াজাতকরণ নিয়ম মেনে চলা হচ্ছে কি না, তা যাচাই করেন। কয়েক মাসের মূল্যায়নের পর ২০২৫ সালের ফেব্রুয়ারিতে ইউরোপীয় ইউনিয়ন পাঁচটি জাহাজকে অন-বোর্ড ব্লক ফ্রোজেন সামুদ্রিক পণ্য রপ্তানির অনুমোদন দেয়।

অনুমোদনপ্রাপ্ত জাহাজগুলোর মধ্যে রয়েছেড়্র্যানকন সি ফিশিং ডিভিশনের এফভি সি স্টার ও এফভি যৌথ উদ্যম, সি রিসোর্স গ্রুপের এফভি এসআরএল৩, এবং ডিপ সি ফিশিং লিমিটেডের ডিপ সি১ ও ডিপ সি৩।

এফআইকিউসিএর উপপরিচালক ফারহানা লাভলী বলেন, “ইউরোপীয় ইউনিয়ন ইতোমধ্যে এসব জাহাজকে তাদের ওয়েবসাইটে তালিকাভুক্ত করেছে। আরও কয়েকটি জাহাজের সার্টিফিকেশন প্রক্রিয়া চলছেড়্এসআরএল ফিশিংয়ের দুটি এবং র‍্যানকনের একটি জাহাজ মূল্যায়নাধীন রয়েছে। আমরা শিগগিরই তাদের অনুমোদন পাওয়ার আশা করছি।”

আশার আলো

একসময় বিশ্বের শীর্ষ চিংড়ি রপ্তানিকারক দেশগুলোর একটি ছিল বাংলাদেশ। ২০১৬১৭ অর্থবছরে খাতটি ৪৫০ মিলিয়ন ডলারের বেশি আয় করেছিল। তবে রোগবালাই, আন্তর্জাতিক মান রক্ষায় দুর্বলতা এবং চাষকৃত ‘ভ্যানামি’ চিংড়ির প্রতিযোগিতায় রপ্তানি দ্রুত কমে যায়। ২০২৩২৪ অর্থবছরে এ খাতের রপ্তানি দাঁড়ায় ২৪৮ মিলিয়ন ডলারে, যা এক দশকের মধ্যে সর্বনিম্ন।

পরেরে বছর বহুমুখীকরণের বাকি অংশ ৫১ পৃষ্ঠায়

পরিচয় এর ৩৩ বছর পূর্তি

প্রকাশনার ৩৩ বছর পূর্তি উপলক্ষে সকল পাঠক, পৃষ্ঠপোষক, বিজ্ঞাপনদাতা ও শুভানুধ্যায়ীদের আন্তরিক শুভেচ্ছা ও কৃতজ্ঞতা

– সম্পাদক

ঢাকার শাহজালাল বিমানবন্দরে

৫ পৃষ্ঠার পর

চোর ও লাগেজ সিন্ডিকেট গড়ে উঠেছে। যাদের মধ্যে নিরাপত্তায় নিয়োজিত সদস্যরাও জড়িত রয়েছে। বিমানবন্দর সংশ্লিষ্ট সরকারি হিসাবমতে, বিমানবন্দর থেকে প্রতিদিন গড়ে তিনটি লাগেজ চুরি বা গায়েব হচ্ছে। দীর্ঘদিন ধরেই লাগেজ গায়েব চক্র তৎপরতা চালালেও পুরোপুরি প্রতিরোধ করতে পারছে না সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ। বিমানবন্দর কয়েক স্তরের নিরাপত্তা বেষ্টনীর ভেতরে কারা, কীভাবে সিন্ডিকেট গড়ে তুলে অপতৎপরতা চালাচ্ছে তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন ভুক্তভোগী ও এভিয়েশন বিশ্লেষকরা।

গত ১৮ অক্টোবর কার্গো ভিলেজে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের পরও অগ্নিপ্রতিরোধী স্ট্রংরুমে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর জন্য আমদানি করা বেশ কিছু আগ্নেয়াস্ত্রও ছিল। তবে সিলগালা অবস্থায় থাকা স্ট্রংরুমে তালা ভাঙা হয়। ঘটনার ১০ দিন পর ২৭ অক্টোবর বিমানবন্দর থানায় জিডি হলে গত ৪ নভেম্বর তা প্রকাশ পায়। অনেকের আশঙ্কা, স্ট্রংরুম থেকে কয়েকটি অস্ত্র চুরি গেছে। সেই ঘটনার রেশ শেষ না হতেই কার্গো ভিলেজে ভস্মীভূত দ্রব্যের মাঝে থাকা ১৫টি বাটন ফোন লুকিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করেন দায়িত্বে নিয়োজিত আনসার সদস্য।

এর আগে বিমানবন্দরে যাত্রীর লাগেজ থেকে ৬ হাজার ৮০০ ইউরো (৮ লাখ ৯৭ হাজার টাকা) চুরির ঘটনায় বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইনসের পাঁচ কর্মীকে গত ৬ সেপ্টেম্বর গ্রেফতার করা হয়। গত ২ আগস্ট ভারতের চেন্নাইগামী সেই যাত্রীর চেক করা লাগেজ থেকে ইউরো চুরির ঘটনা ঘটে। ঘটনার পর সিসিটিভির ফুটেজ থেকে কর্মীদের শনাক্ত করা হয়। যাদের বিরুদ্ধে বিমানবন্দর থানায় মামলার পর আদালতের মাধ্যমে জিজ্ঞাসাবাদ শেষে জেলহাজতে পাঠানো হয়েছে।

এ ঘটনার আগে গত ৭ জানুয়ারি ওমরাহ পালন শেষে সৌদি আরবের জেদ্দা থেকে বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইনসের একটি ফ্লাইটে ঢাকায় ফিরে লাগেজ খুইয়ে ফেলেন ভুক্তভোগী কাজী মোশতাক আহম্মেদ। ইমিগ্রেশনে দুই ঘণ্টা দাঁড়িয়েও লাগেজ না পেয়ে অভিযোগ দেন বিমানের 'লস্ট অ্যান্ড ফাউন্ড' বিভাগে। শেষ অবধি লাগেজ ফিরিয়ে দিতে না পেরে বিমান কর্তৃপক্ষ ভুক্তভোগীকে ক্ষতিপূরণ হিসেবে ১৯ হাজার টাকা দেয়। তবে ভুক্তভোগীর ভাষ্য, খোয়া যাওয়া লাগেজে ১১ কেজি ওজনের বিভিন্ন সামগ্রী ছিল, যার বাজারমূল্য প্রায় ৭০ হাজার টাকা। অথচ পাঁচ মাস পরে তাকে ক্ষতিপূরণ হিসেবে দেওয়া হয়েছে ১৯ হাজার ৫২০ টাকা।

সেই ঘটনার পর ২০ জানুয়ারি বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত একজন আমেরিকান নাগরিক ও ফেব্রুয়ারির প্রথম সপ্তাহে সৌদিপ্রবাসী এক যাত্রীর লাগেজ খোয়া যায়। বিমানবন্দরের আর্মড পুলিশ ব্যাটালিয়নের সহযোগিতায় পরে তারা লাগেজ ফিরে পান। এরপর ২৪ ফেব্রুয়ারি আরিফ প্রামাণিক নামে এক সৌদি আরবপ্রবাসী দেশে ফেরার সময় বিমানবন্দর থেকে বের হওয়ার পথে দুষ্কৃতকারীরা তার টাকা ও গুরুত্বপূর্ণ কাগজ থাকা ব্যাগটি ছিনিয়ে নেয়। পরে সিসিটিভি ফুটেজ বিশ্লেষণ করে দুষ্কৃতকারীদের আটক এবং উদ্ধার করা টাকা ও মালামাল বুঝিয়ে দেয়।

বিমানের 'লস্ট অ্যান্ড ফাউন্ড' বিভাগের সূত্রমতে, প্রতিদিন গড়ে তিনটির মতো লাগেজ চুরির অভিযোগ পাওয়া যায়। গত ছয় মাসে ৫৪০টি অভিযোগ পাওয়া গেছে।

জানতে চাইলে সিভিল এভিয়েশনের এক শীর্ষ কর্মকর্তা নাম প্রকাশ না করার শর্তে বলেন, বাইরে যতই কয়েক স্তরের নিরাপত্তাবলয়। কিন্তু ভেতরে তেমন শক্তিশালী কোনো নিরাপত্তাব্যবস্থাই নেই। বাইরে কড়াকড়ি, ভেতরে ঢিল। ভেতরের এই প্রশাসনিক দুর্বলতার কারণে সিন্ডিকেট চক্রের ঔদ্ধত্য এতটা বেপরোয়া। শাহজালালে এত এত বাহিনীর স্ট্রং সিকিউরিটি থাকা সত্ত্বেও তারা কিছুই টের পেল না! সিভিল এভিয়েশনের সিকিউরিটি চুরি-পাচারসহ অমুক করে তমুক করে বলে অ্যাবসেক বাহিনী আনা হলো। কার্যত কিছুই হচ্ছে না! শো অফ হলো। সিন্ডিকেটবাজি থামছেই না।

অবশ্য হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের নির্বাহী পরিচালক গ্রুপ ক্যাপ্টেন এস এম রাগীব সামাদ বলেন, 'নিরাপত্তাবলয় ছিল বলেই চোর সফল হতে পারেনি। এটা ব্যক্তির অসাধুতা, যা কোনোভাবেই পুরো আনসার বাহিনীর পেশাদারিত্বকে প্রশ্নবিদ্ধ করতে পারে না। বাহিনী যথেষ্ট ভালো কাজ করছে। ভালোদের কারণে খারাপদের এসব কর্মকাণ্ড আমরা শনাক্ত করতে পারছি।'

এভিয়েশন বিশেষজ্ঞ কাজী ওয়াহেদুল আলম বলেন, পুরো এয়ারপোর্টের মালিকানা অনেকটা সিভিল এভিয়েশন কর্তৃপক্ষের। সরকারের পক্ষ থেকে তারা এ দায়িত্বপ্রাপ্ত। এয়ারপোর্টের ভেতরে অন্য কোনো সংস্থার কর্তৃত্ব নেই। এর ভেতরে ভালো কিছু হলে প্রশংসা, মন্দ হলে নিন্দিত হতে হবে তাদেরই। অথচ এর ভেতরে কিছু ঘটলেই দেখা যায়, সবার মধ্যে দায়িত্ব এরিয়ে যাওয়ার সংস্কৃতি, এটা থেকে বেরিয়ে আসতে হবে।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক আরেক এভিয়েশন বিশেষজ্ঞ বলেন, এভাবে একের পর অপ্রীতিকর ঘটনা শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর পরিচয়ে কলঙ্কের কালিলেপন করা হচ্ছে। তদন্ত কমিটির নামে সংশ্লিষ্ট কর্তাব্যক্তিরা দায় এড়াচ্ছেন এবং বিষয়টিকে বারবারই উপেক্ষা করে যাচ্ছেন। আর কতটা মূল্য দিলে বিমান এদের কাছ থেকে রেহাই পাবে? সংবাদসূত্র দৈনিক ইত্তেফাক

অবসরের ঘোষণার পর ন্যান্সি

২১ পৃষ্ঠার পর

তার অবসরের ঘোষণার মধ্য দিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের রাজনীতিতে এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়ের ইতি ঘটতে যাচ্ছে।

গাজা উপত্যকায় শিগগিরই 'বহুজাতিক বাহিনী' মোতায়েন হচ্ছে: ট্রাম্প

ফিলিস্তিনের গাজা উপত্যকায় শিগগিরই একটি 'বহুজাতিক বাহিনী' মোতায়েন করা হচ্ছে। বৃহস্পতিবার (৬ নভেম্বর) মধ্য এশিয়ার নেতাদের সঙ্গে হোয়াইট হাউসের এক অনুষ্ঠানে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প এই ঘোষণা দেন।

ট্রাম্প বলেন, 'এটা খুব শিগগিরই হতে চলেছে' এবং তার মতে, গাজার পরিস্থিতি 'খুব ভালোভাবে এগোচ্ছে।' ট্রাম্পের এই পদক্ষেপকে গাজার জন্য তার যুদ্ধ-পরবর্তী শাসন পরিকল্পনার অংশ মনে করা হচ্ছে।

এই বহুজাতিক বাহিনীতে সম্ভবত মিসর, কাতার, তুরস্ক ও সংযুক্ত আরব আমিরাতের সৈন্যরা থাকবেন।

ট্রাম্প বলেন, 'সমস্যা নিয়ে আপনারা খুব বেশি কিছু শুনছেন না। আমি আপনাদের বলতে চাই, যদি হামাসের সঙ্গে কোনো সমস্যা হয়, তার জন্য দেশগুলো স্বেচ্ছায় এগিয়ে এসেছে।'

এই বহুজাতিক বাহিনীর প্রধান কাজ হবে গাজা উপত্যকায় যাচাই করা ফিলিস্তিনি পুলিশকে প্রশিক্ষণ দেওয়া এবং সহায়তা করা, যার পেছনে মিসর ও জর্ডানের সমর্থন থাকবে। ট্রাম্প সতর্ক করে বলেন, গাজায় শান্তি সুদৃঢ় রয়েছে এবং 'হামাস যদি তার ভূমিকা পালন না করে, তবে তারা তাদের কাজের ফল ভোগ করবে।' সূত্র: আল জাজিরা

সরকারি শাটডাউন: যুক্তরাষ্ট্রে

২১ পৃষ্ঠার পর

স্বল্পতার কারণে ক্লান্তি বোধ করার কথা জানাচ্ছেনড় যদিও তারা মার্কিন আকাশপথ যাত্রীদের জন্য নিরাপদ রাখতে কাজ করে যাচ্ছেন।

মূল কেন্দ্রবিন্দুতে এয়ার ট্রাফিক কন্ট্রোলাররা

অত্যাবশ্যকীয় কর্মী হওয়ায়, শাটডাউনের সময় এয়ার ট্রাফিক কন্ট্রোলারদের বেতন ছাড়াই কাজ চালিয়ে যেতে হচ্ছে। এদিকে চলমান ৎশাটডাউন্ব যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাসে দীর্ঘতম শাটডাউনে পরিণত হয়েছে।

কর্মচারী ইউনিয়নগুলো জানিয়েছে, এক মাসেরও বেশি সময় ধরে বেতন ছাড়া কাজ করার ফলে অনেকেই মানসিক চাপে অসুস্থ হয়ে পড়েছেন এবং অন্যেরা সংসার চালানোর জন্য দ্বিতীয় চাকরি নিতে বাধ্য হচ্ছেন।

পরিবহন সচিব শন ডাফি শুক্রবার বিবিসিকে জানিয়েছেন, যুক্তরাষ্ট্রকে মেনে চলতে হয় এমন আন্তর্জাতিক চুক্তির কারণে ফ্লাইট কমানোর এই নির্দেশনা এখনও আন্তর্জাতিক ভ্রমণকে প্রভাবিত করেনি।

তবে বিমানবন্দরে এই বিশৃঙ্খলা হয়তো সবে শুরু। ডাফি ফক্স নিউজকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে বলেন, যদি সরকারি শাটডাউন চলতে থাকে এবং এয়ার ট্রাফিক কন্ট্রোলাররা কাজে অনুপস্থিত থাকেন, তাহলে ফ্লাইট বাতিলের পরিমাণ ২০ শতাংশে পৌঁছাতে পারে।

ন্যাশনাল এয়ার ট্রাফিক কন্ট্রোলারস অ্যাসোসিয়েশনের প্রেসিডেন্ট নিক ড্যানিয়েলস বলেছেন, এই রাজনৈতিক অচলাবস্থায় কন্ট্রোলারদের রাজনৈতিক গুটি হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে।

তিনি সিএনএনকে বলেন,ৎআমরা জানি সমস্যা আরও বাড়বে। এটি আরও ভয়াবহ হবে এবং আমেরিকার ভ্রমণকারী জনগণের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য যা কিছু করা দরকার, আমরা তার পাশে শতভাগ আছিব্ধ

ড্যানিয়েলস বলেন, এয়ার ট্রাফিক কন্ট্রোলাররা কাজে যোগ দেবেন এবং ৎতাদের দায়িত্ব পালন করে যাবেন্ব।

তিনি বলেন,ৎআমরা আমাদের সাধ্যমতো সবকিছু করব, কিন্তু যা আমরা করতে পারি না তা হলো হঠাৎ করে নিজেদের পকেটে টাকা আনা। সরকার চালু করার জন্য আমাদের কংগ্রেসকে প্রয়োজনব্ধ

বিমান ভ্রমণ ছাড়াও এই শাটডাউন যুক্তরাষ্ট্রে নজিরবিহীন সংকট সৃষ্টি করেছে। যার মধ্যে খাদ্য সহায়তা কর্মসূচির জন্য তহবিল বন্ধ হয়ে যাওয়া অন্যতম।

মার্কিন বিমানবন্দরগুলোতে দীর্ঘ লাইন

জরুরি আদেশ কার্যকর হওয়ার পর শুক্রবার বিমানবন্দরগুলোর ফ্লাইট স্ট্যাটাস বোর্ডে দেখা গেছে বিভিন্ন ফ্লাইট বাতিলের নোটিশ।

নির্দেশনার কারণে অভ্যন্তরীণ ফ্লাইটে বড় ধাক্কা লাগে। ডেল্টা, ইউনাইটেড এবং আমেরিকান এয়ারলাইনসসহ অনেক বিমান সংস্থা তাদের ফ্লাইট প্রভাবিত না হলেও পুনরায় বুকিং, ফ্লাইট পরিবর্তন-ফি মওকুফ বা সম্পূর্ণ অর্থ ফেরতের প্রস্তাব দিয়েছে।

জো সুলিভান বলেন, তিনি জর্জিয়ার আটলান্টার উদ্দেশ্যে তার ফ্লাইট বাতিলের বিজ্ঞপ্তি পাওয়ার সময় ওয়াশিংটন ডিসির রিগ্যান ন্যাশনাল এয়ারপোর্টের দিকে উবারে যাচ্ছিলেন। তিনি তার চাচাতো ভাইয়ের বিয়েতে যাচ্ছিলেন। সেই শহরের হার্টসফিল্ড-জ্যাকসন আটলান্টা আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরকে প্রায়শই বিশ্বের অন্যতম ব্যস্ততম বিমানবন্দর হিসেবে উল্লেখ করা হয় এবং এটি ডেল্টা এয়ারলাইনসের একটি কেন্দ্র। এটি সেই ৪০টি বিমানবন্দরের মধ্যে একটি ছিল যা মার্কিন সরকার ফ্লাইট কমানোর জন্য নির্বাচন করেছিল।

সুলিভান বলেন,ৎশেষ পর্যন্ত আমাকে পুনরায় বুকিং দেওয়া হয়েছে, কিন্তু তা পরের দিন ১২ ঘণ্টারও বেশি পরের একটি ফ্লাইটেব্ধ তিনি মনে করেন, অনুষ্ঠানের দুই ঘণ্টা আগে অবতরণ করে হয়তো তিনি বিয়েতে যোগ দিতে পারবেন। তবে অন্যান্য পরিকল্পিত কার্যক্রমে তিনি অংশ নিতে পারবেন না। তিনি আরও বলেন,ৎআমি আজ রাতে সেখানে পরিবারের সাথে দেখা করার আশা করেছিলাম, তাই সেই দিক থেকে এটি একটি বিশাল অসুবিধা। আমি এখন শুধু বাড়ি গিয়ে সোফায় বসে কালকের ফ্লাইটের জন্য অপেক্ষা করতে পারিব্ধ

বিমানবন্দরে কেউ কেউ তাদের গন্তব্যে পৌঁছানোর জন্য অন্য উপায় খুঁজছিলেন। এক নারী বিবিসিকে বলেন, তার এক ঘণ্টার ফ্লাইট বাতিল হয়ে যাওয়ার আশঙ্কায় তিনি ৩০০ ডলারে একটি ট্রেনের টিকিট কিনেছেনড় যে ভ্রমণে তার সাত ঘণ্টা সময় লাগবে।

আগে থেকেই কর্মী স্বল্পতার কারণে এয়ার ট্রাফিক কন্ট্রোলাররা যখন চাপের মধ্যে, তখন বেতন ছাড়া কাজ করাটা আদর্শ নয় বলে মনে করেন যাত্রী বেন সসেদা। তিনি বলেন,ৎআমি যখনই উড়ে যাই, আমার জীবন এয়ার ট্রাফিক কন্ট্রোলারদের হাতে তুলে দিই। তারা অসাধারণ... কিন্তু এখন আমি আমার জীবন এমন লোকদের হাতে তুলে দিচ্ছি যারা বেতন পাচ্ছে না, এবং এটি তাদের ওপর একটি চাপ সৃষ্টি করে; যখন তারা তাদের পরিবারকে কীভাবে খাওয়াবে তা বের করার চেষ্টা করছেব্ধ

তিনি আরও বলেন,ৎআমরা তাদের কাছে সেরাটা আশা করছি, আমাদের রক্ষা করার জন্য। তাদের ওপর যে চাপ দেওয়া হচ্ছে তা অবিশ্বাস্যভাবে কঠিন। সরকারের এই সমস্যার সমাধান করা দরকারব্ধ

শাটডাউন কবে শেষ হবে?

৩৮ দিন ধরে চলা এই শাটডাউন কবে শেষ হবে তা এখনও স্পষ্ট নয়। তবে ক্যাপিটল হিলে কংগ্রেস সদস্যদের মধ্যে আলোচনা শুরু হয়েছে।

শাটডাউনের প্রথম কয়েক সপ্তাহ রিপাবলিকান ও ডেমোক্র্যাটদের মধ্যে তেমন কোনো আলোচনা হয়নি।

এখন আলোচনা চলছে এবং উভয় পক্ষই মনে করছে, একটি চুক্তিতে পৌঁছানো সম্ভব হতে পারে।

শুক্রবার ডেমোক্র্যাটরা একটি সম্ভাব্য তহবিল বিলের প্রস্তাব দিয়েছে। তবে রিপাবলিকানদের সমর্থন না থাকায় এটি পাস হওয়ার সম্ভাবনা কম।

সিনেটে কোনো তহবিল বিল পাস করার জন্য মোট ৬০টি ভোটের প্রয়োজন। সিনেট ৫৩ জন রিপাবলিকান ও ৪৭ জন ডেমোক্র্যাটে বিভক্ত।

শাটডাউন শুরু হওয়ার পর থেকে রিপাবলিকান-নিয়ন্ত্রিত সিনেটৎশাটডাউন্ব থেকে বের হয়ে আসার জন্য বারবার একটি স্বল্পমেয়াদী তহবিল বিল পাসের চেষ্টা করেও ব্যর্থ হয়েছে।

নিম্ন আয়ের আমেরিকানদের জন্য স্বাস্থ্যসেবা ভর্তুকি বাড়ানোর বিষয়ে রিপাবলিকানরা সম্মত না হওয়া পর্যন্ত ডেমোক্র্যাটরা এই স্বল্পমেয়াদী পদক্ষেপে সমর্থন দিতে অস্বীকার করেছে। রিপাবলিকানরা এর বিরোধিতা করে ডেমোক্র্যাটদের বিরুদ্ধে সম্পর্কহীন নীতিগত অগ্রাধিকারের জন্য সরকারকে জিম্মি করার অভিযোগ এনেছে।

সিনেটের সংখ্যাগরিষ্ঠ নেতা জন থুন [চেম্বারের শীর্ষ রিপাবলিকান] শুক্রবার সাংবাদিকদের বলেছেন, একটি চুক্তিতে পৌঁছানোর জন্য সপ্তাহের শেষেও কাজ চলবে। তিনি বলেন, ভোট দেওয়ার জন্য কোনো আইন আনা হলে যেন সিনেটররা শহরেই থাকেনড় সে নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে।

শাটডাউন শুরু হওয়ার পর থেকে মার্কিন প্রতিনিধি পরিষদের অধিবেশন বন্ধ রয়েছে।

সাম্প্রতিক দিনগুলোতে প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প সিনেটের ফিলিবাস্টার নিয়ম বাতিল করে শাটডাউন শেষ করার পরামর্শ দিতে শুরু করেছেন। এটি একটি দীর্ঘস্থায়ী নিয়ম, যাতে বেশিরভাগ আইন অনুমোদনের জন্য ১০০ সদস্যের মধ্যে মাত্র ৬০ জনের প্রয়োজন হয়।

এই নিয়মটি সরিয়ে দিলে রিপাবলিকানরা ডেমোক্র্যাটদের সমর্থন ছাড়াই একটি তহবিল বিল পাস করতে পারবে। কিন্তু ডেমোক্র্যাট বা রিপাবলিকান কোনো দলেরই খুব কম সিনেটর প্রেসিডেন্টের এই প্রস্তাবকে সমর্থন করেন। তবে এটি ট্রাম্পকে শুক্রবার আবারও ফিলিবাস্টার শেষ করার জন্য চাপ দেওয়া থেকে বিরত রাখতে পারেনি।

ট্রুথ সোশ্যালে তিনি লিখেছেন,ৎডেমোক্র্যাট শাটডাউন শেষ করার জন্য একটি চুক্তিতে না পৌঁছানো পর্যন্ত মার্কিন সিনেটরদের শহর ছাড়া উচিত নয়। যদি তারা একটি চুক্তিতে পৌঁছাতে না পারে, তাহলে রিপাবলিকানদের উচিত ফিলিবাস্টারটি অবিলম্বে বাতিল করা এবং আমাদের মহান আমেরিকান কর্মীদের যত্ন নেওয়াব্ধ

দক্ষিণ আফ্রিকায় শ্বেতাঙ্গ

২১ পৃষ্ঠার পর

হিসেবে চিত্রিত করা ইতিহাস বিকৃতি। পাশাপাশি, এই সম্প্রদায় নিপীড়নের শিকারড়এমন দাবি সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন।

এর আগে ট্রাম্প বলেছিলেন, দক্ষিণ আফ্রিকার জি-২০-এ থাকা উচিত নয় এবং তিনি নিজে না গিয়ে ভাইস প্রেসিডেন্ট জেডি ভান্সকে পাঠাবেন। তবে এখন হোয়াইট হাউস জানিয়েছে, যুক্তরাষ্ট্র থেকে কোনো কর্মকর্তাই এই সম্মেলনে অংশ নেবেন না।

প্রসঙ্গত, চলতি মাসের শেষের দিকে জোহানেসবার্গে জি-২০ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে। প্রতিবছর জি-২০ সদস্য দেশগুলোর মধ্যে একটি দেশ এই সম্মেলনের আয়োজক হয় এবং তারাই সম্মেলনের অ্যাজেন্ডা নির্ধারণ করে। এ বছর আয়োজক দক্ষিণ আফ্রিকা, পরের বছর যুক্তরাষ্ট্র।

দক্ষিণ আফ্রিকার সরকার বলছে, তাদের দেশে 'শ্বেতাঙ্গ গণহত্যা' চলছে এমন দাবি 'ভিত্তিহীন ও অবিশ্বস্ত সূত্রনির্ভর'। দেশটির কর্মকর্তারা উল্লেখ করেছেন, 'যুক্তরাষ্ট্রের তথাকথিত শরণার্থী কর্মসূচি ঘোষণার পরও খুব অল্পসংখ্যক আফ্রিকান এই সুবিধার জন্য আবেদন করেছেন। এ থেকে বোঝা যায়, আমাদের দেশে শ্বেতাঙ্গরা নিরাপদে আছেন।'

প্রসঙ্গত, চলতি বছরের জানুয়ারিতে হোয়াইট হাউসে ফেরার পর থেকে ট্রাম্প একাধিকবার দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে শ্বেতাঙ্গ সংখ্যালঘুদের ওপর বৈষম্য ও নির্যাতনের অভিযোগ তুলেছেন। গত মে মাসে তিনি দক্ষিণ আফ্রিকার প্রেসিডেন্ট সিরিল রামাফোসার সঙ্গে হোয়াইট হাউসে বৈঠকের সময়ও একই অভিযোগ করেন।

এরপর ট্রাম্প প্রশাসন দক্ষিণ আফ্রিকায় শ্বেতাঙ্গ আফ্রিকানারদের 'গণহত্যার শিকার' আখ্যা দিয়ে শরণার্থী মর্যাদা দেয়। গত সপ্তাহে হোয়াইট হাউস ঘোষণা করে, যুক্তরাষ্ট্রে শরণার্থী প্রবেশের সর্বোচ্চ সীমা ইতিহাসের সর্বনিম্ন পর্যায়ে নামিয়ে আনা হবে এবং শ্বেতাঙ্গ দক্ষিণ আফ্রিকানদের অগ্রাধিকার দেওয়া হবে।

এদিকে, দক্ষিণ আফ্রিকার একটি আদালত চলতি বছরের ফেব্রুয়ারিতে ট্রাম্পের এই গণহত্যার দাবিকে 'কল্পনাপ্রসূত ও প্রমাণহীন' বলে খারিজ করে দেয়।

উল্লেখ্য, ১৯৯৯ সালে এশীয় অর্থনৈতিক সংকটের পর জি-২০ গঠিত হয়, যাতে বিশ্বের সবচেয়ে বড় অর্থনীতির দেশগুলোর প্রতিনিধিত্ব রয়েছে। এই গোষ্ঠীর সদস্যরা বিশ্বের মোট সম্পদের ৮৫ শতাংশেরও বেশি নিয়ন্ত্রণ করে।

২০০৮ সালে বৈশ্বিক অর্থনৈতিক মন্দার সময় 'আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক সহযোগিতা জোরদার করার লক্ষ্য' নিয়ে প্রথম জি-২০ নেতাদের সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। বর্তমানে প্রতিবছর ইউরোপীয় ইউনিয়ন ও আফ্রিকান ইউনিয়ন বিশ্ব অর্থনীতি ও নানা বৈশ্বিক ইস্যুতে আলোচনা করতে এই সম্মেলনের আয়োজন করে।

ট্রাম্পের জনপ্রিয়তায় ধস, তবুও

২১ পৃষ্ঠার পর

দেবেন বলে জানিয়েছেন। কিন্তু যারা ট্রাম্পের কাজের বিরোধী, তাদের মধ্যে প্রায় ৮০ শতাংশ ডেমোক্র্যাটদের সমর্থন করছেন।

অর্থনীতি ও অভিবাসন নিয়ে অসন্তোষ

এক বছর আগে ভাইস প্রেসিডেন্ট কমলা হ্যারিসকে পরাজিত করার পেছনে ট্রাম্পের বড় হাতিয়ার ছিল নাজুক অর্থনীতি এবং জীবনযাত্রার ব্যয় বৃদ্ধি। ট্রাম্প দ্রুত মূল্যস্ফীতি কমানোর প্রতিশ্রুতি দিলেও মুদিপণ্যের মতো জিনিসের দাম উল্লেখযোগ্যভাবে কমেনি। বর্তমানে ৫৯ শতাংশ আমেরিকান মনে করে, বর্তমান মূল্যস্ফীতির জন্য ট্রাম্পই দায়ী।

অর্থনীতি পরিচালনায় ট্রাম্পের প্রতি সমর্থন মাত্র ৩৭ শতাংশ, যেখানে ৬২ শতাংশই তার বিরোধী। মাত্র ২৭ শতাংশ মনে করে, ট্রাম্প ক্ষমতায় আসার পর অর্থনীতি ভালো হয়েছে, আর ৫২ শতাংশের মতে অর্থনীতি আরও খারাপ হয়েছে।

অভিবাসন ইস্যুতে ট্রাম্পের নীতি ব্যাপক সমালোচিত হলেও এই বিষয়ে তার জনপ্রিয়তা কিছুটা বেশি। ৪৩ শতাংশ আমেরিকান এই ইস্যুতে তার কাজকে সমর্থন করে, আর ৫৬ শতাংশ এর বিরোধী।

পররাষ্ট্রনীতি ও অন্যান্য প্রসঙ্গ

হামাসের হাতে জিম্মি ইসরায়েলিদের মুক্ত করা এবং একটি ভঙ্গুর যুদ্ধবিরতি চুক্তিতে পৌঁছানোর ক্ষেত্রে ট্রাম্প একটি গুরুত্বপূর্ণ আন্তর্জাতিক সাফল্য পেয়েছেন। এই বিষয়ে তার প্রতি সমর্থন গত মাসের ৩৯ শতাংশ থেকে বেড়ে ৪৬ শতাংশ হয়েছে।

তবে ইউক্রেন যুদ্ধের ক্ষেত্রে আমেরিকানদের একটি বড় অংশ (৪৬ শতাংশ) মনে করে, ট্রাম্প ইউক্রেনের চেয়ে রাশিয়াকে বেশি সমর্থন করছেন। মাত্র ৮ শতাংশ মনে করে, তিনি ইউক্রেনকে বেশি সমর্থন দিচ্ছেন। এই ইস্যুতে তার প্রতি সমর্থন ৩৯ শতাংশ, আর বিরোধিতা ৬০ শতাংশের।

সার্বিকভাবে, ৪৮ শতাংশ আমেরিকান মনে করে, ট্রাম্পের অধীনে বিশ্বে যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্ব দুর্বল হয়েছে, যেখানে ৩৩ শতাংশ মনে করে এটি শক্তিশালী হয়েছে।

এই জরিপটি ২৪ থেকে ২৮ অক্টোবর পর্যন্ত ২,৭২৫ জন প্রাপ্তবয়স্ক মার্কিন নাগরিকের মধ্যে অনলাইনে পরিচালিত হয়েছে। সার্বিক ফলাফলে ত্রুটির সম্ভাব্য মাত্রা ±১.৯ শতাংশ।-দ্য ওয়াশিংটন পোস্ট

শুল্কনীতি নিয়ে সুপ্রীম কোর্টের

২০ পৃষ্ঠার পর

রপ্তানির তুলনায় আমদানি অনেক বেশি হওয়া 'অসাধারণ এবং অস্বাভাবিক হুমকি' তৈরি করছে।

গ্রীষ্মজুড়ে এই শুল্কগুলো ধীরে ধীরে কার্যকর হয় এবং যুক্তরাষ্ট্র অন্যান্য দেশকে 'চুক্তি করতে' চাপ দিচ্ছিল।

ট্রাম্প প্রশাসনের দাবি, বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতার মধ্যে শুল্ক আরোপের ক্ষমতাও অন্তর্ভুক্ত। তাদের যুক্তি, দেশটি এমন একাধিক 'দেশ-ধ্বংসকারী ও অস্থিতিশীল' সংকটের মুখোমুখি, যা প্রেসিডেন্টের জরুরি পদক্ষেপকে যৌক্তিক করে তোলে।

প্রশাসনের পক্ষে যুক্তি উপস্থাপন করে সলিসিটর জেনারেল জন সাউয়ার সতর্ক করেন, যদি আদালত ট্রাম্পের শুল্ক ক্ষমতাকে অবৈধ ঘোষণা করে, তবে যুক্তরাষ্ট্র 'নিষ্ঠুর বাণিজ্য প্রতিশোধের' মুখে পড়বে আর এর ফলে 'অর্থনৈতিক ও জাতীয় নিরাপত্তার ধ্বংসাত্মক পরিণতি' দেখা দিতে পারে।

মামলার প্রভাব

বিচারপতিদের প্রশ্নগুলো থেকে বোঝা গেছে, এই মামলায় প্রশাসনের পক্ষে রায় গেলে ভবিষ্যতের জন্য তার সম্ভাব্য প্রভাব নিয়ে তারা গভীরভাবে চিন্তা করছেন।

এই যুক্তিটি এমন এক ক্ষমতা হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে যা প্রেসিডেন্টকে যেকোনো দেশ থেকে, যেকোনো পণ্যের ওপর, যেকোনো পরিমাণে এবং অনির্দিষ্ট সময়ের জন্য শুল্ক আরোপের সুযোগ দেয় বলে উল্লেখ করেছেন প্রধান বিচারপতি জন রবার্টস।

মার্কিন সংবিধান অনুযায়ী, কর আরোপের ক্ষমতা প্রেসিডেন্টের নয় বরং কংগ্রেসের হাতে। আদালত সবসময়ই এই ক্ষমতা হস্তান্তরের নির্দিষ্ট সীমা নির্ধারণ করে এসেছে।

রক্ষণশীল বিচারপতি নিল গোরসাচ প্রশ্ন তোলেন, এই প্রেক্ষাপটে যদি আদালত ট্রাম্পের পক্ষে রায় দেয়, তাহলে বিদেশি বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণের সব দায়িত্ব ত্যাগ করতে কংগ্রেসকে কী বাধা দেবে? তিনি আরও বলেন, সাউয়ারের উপস্থাপিত যুক্তিগুলো 'গ্রহণ করার কোনো যৌক্তিক কারণ তিনি খুঁজে পাচ্ছেন না।'

তিনি জিজ্ঞেস করেন, জলবায়ু পরিবর্তনের অস্বাভাবিক হুমকি মোকাবিলার অজুহাতে প্রেসিডেন্ট কি বিদেশ থেকে গ্যাসচালিত গাড়ি ও অটো পার্টসের ওপর ৫০ শতাংশ শুল্ক আরোপ করতে পারেন?

শুল্ক বনাম কর

চ্যালেঞ্জ জানানো অঙ্গরাজ্য ও বেসরকারি গোষ্ঠীর আইনজীবীরা যুক্তি দিয়েছেন, সংশ্লিষ্ট আইনে কোথাও শুল্ক শব্দটির উল্লেখ নেই। তাদের দাবি, কংগ্রেস কখনোই প্রেসিডেন্টকে এমন 'অসীম ক্ষমতা' দিতে চায়নি যা বিদ্যমান বাণিজ্য চুক্তি ও শুল্কনীতিকে এক ঝটকায় বাতিল করার সুযোগ দেয়।

বেসরকারি ব্যবসার পক্ষে যুক্তি উপস্থাপন করতে গিয়ে নিল কাটিয়াল বলেন, আইনটি নিষেধাজ্ঞা বা কোটার মাধ্যমে প্রেসিডেন্টকে বাণিজ্য বন্ধ করার ক্ষমতা দেয়, কিন্তু রাজস্ব আদায়ের উদ্দেশ্যে শুল্ক আরোপের ক্ষমতা দেয় না।

ফেরতযোগ্য অর্থ বা প্রেসিডেন্টের জরুরি ঘোষণা যৌক্তিক ছিল কি না এসব বিষয়ে বিচারপতিরা খুব বেশি সময় ব্যয় করেননি। বরং তাদের মনোযোগ ছিল আইইইপিএ আইনের ভাষা ও ইতিহাসের ওপর। মূলত নিষেধাজ্ঞা আরোপে প্রেসিডেন্টরা অতীতে এই আইন ব্যবহার করেছেন। কিন্তু ট্রাম্পই প্রথম শুল্কের ক্ষেত্রে এটি ব্যবহার করেছেন।

সরকারের পক্ষে সলিসিটর জেনারেল জন সাউয়ার যুক্তি দেন, শুল্ককে কর নয় বরং প্রেসিডেন্টকে প্রদত্ত অন্যান্য নিয়ন্ত্রণমূলক ক্ষমতার স্বাভাবিক সম্প্রসারণ হিসেবে দেখা উচিত।

তিনি বলেন, আমি যতই বলি কম হবে-এটি একটি নিয়ন্ত্রণমূলক শুল্ক, কর নয়। আরেক পর্যায়ে তিনি যুক্তি দেন, রাজস্ব আদায়ের দিকটি কেবল ঘটনাচক্রে ছিল, যদিও প্রেসিডেন্ট নিজে শুল্ক থেকে আদায় করা অর্থ নিয়ে প্রায়ই গর্ব প্রকাশ করেছেন।

শুল্ক ও করের পার্থক্যটি অনেক বিচারপতির কাছেই একটি বড় প্রশ্ন হয়ে ওঠে। বিচারপতি সোনিয়া সোটোমেয়র বলেন, আপনি বলতে চান শুল্ক কর নয়, কিন্তু বাস্তবে সেটাই তো কর।

অন্যদিকে কিছু বিচারপতি জাতীয় নিরাপত্তা ও বৈদেশিক নীতির প্রেক্ষাপটে সীমা আরোপের যৌক্তিকতা নিয়েও সংশয় প্রকাশ করেন।

বিচারপতি ব্রেট ক্যাভানফ বলেন, প্রেসিডেন্টকে বাণিজ্য বন্ধ করার ক্ষমতা দেওয়া, কিন্তু এক শতাংশ শুল্ক আরোপ করতে না পারা কমন সেন্স বলে মনে হয় না।

পূর্ণ আদালতের প্রতিক্রিয়া

আর্থিক প্রতিষ্ঠানওয়েলস ফার্গোর বিশ্লেষকদের মতে, ইতোমধ্যেই দেওয়া প্রায় ৯০ বিলিয়ন ডলারের আমদানি শুল্কে মামলাটির প্রভাব পড়তে পারে, যা চলতি বছরের সেপ্টেম্বর পর্যন্ত যুক্তরাষ্ট্রের মোট শুল্ক আয়ের প্রায় অর্ধেক। ট্রাম্প প্রশাসনের কর্মকর্তারা সতর্ক করেছেন, যদি আদালত জুন পর্যন্ত রায় দিতে দেরি করে, তাহলে এই অঙ্ক এক ট্রিলিয়ন ডলারে পৌঁছাতে পারে।

গত ৫ নভেম্বর বুধবার ভরা আদালতে প্রায় তিন ঘণ্টা যুক্তিতর্ক চলেছে, যা বিচারপতিদের বরাদ্দ সময়ের চেয়ে অনেক বেশি।

সুপ্রিম কোর্টের সংখ্যাগরিষ্ঠ বিচারপতি যদি ট্রাম্পের পক্ষে রায় দেন, তবে তা প্রশাসনের বিপক্ষে পূর্ববর্তী নিম্ন আদালতের তিনটি রায় বাতিল করবে।

আদালতের বাইরে সিঁড়িতে বসে ছিলেন সারাহ ওয়েলস ব্যাগসের প্রধান নির্বাহী ও প্রতিষ্ঠাতা সারাহ ওয়েলস। আরও কয়েকজন ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীর সঙ্গে শুনানি শুনছিলেন তিনি।

তার প্রতিষ্ঠানটি স্তন্যপান যন্ত্র ও অন্যান্য সরঞ্জামের ব্যাগ তৈরি করে, যার বেশিরভাগই বিদেশে উৎপাদিত। চলতি বছরের শুরুতে প্রতিষ্ঠানটিকে প্রায় ২০ হাজার ডলার অপ্রত্যাশিত শুল্ক দিতে হয়েছে। এরপর তারা সরবরাহ চেইন পরিবর্তনের চেষ্টায় পণ্য আমদানি বন্ধ করে দেয়। বর্তমানে কোম্পানিটি মজুত ফুরিয়ে ফেলেছে, নতুন পণ্যের মান উন্নয়ন স্থগিত করেছে এবং কিছু কর্মীকে ছাঁটাই করতে হয়েছে।

তবুও শুনানি শুনে ওয়েলস আশাবাদী। আমার মনে হয়েছে তারা ভালোভাবেই বুঝতে পেরেছেন যে প্রেসিডেন্ট আইইইপিএ আইনের আওতায় যে পরিমাণ ক্ষমতা প্রয়োগ করেছেন, তা সীমা অতি ক্রম করেছে। আমার বিশ্বাস বিচারপতিরাও উপলব্ধি করছেন, এই ক্ষমতার লাগাম টানা প্রয়োজন।

দক্ষিণ চীন সাগরে আমেরিকা ও

২০ পৃষ্ঠার পর

গ্রহণ করে। তখন থেকেই চীনের কোস্টগার্ড ও মাছ ধরার জাহাজ এখানে স্থায়ীভাবে অবস্থান করছে।

২০১৩ থেকে ২০১৫ সালের মধ্যে বেইজিং দক্ষিণ চীন সাগরের আরও দক্ষিণাঞ্চলে সাতটি সামরিক ঘাঁটি গড়ে তোলেড়এর মধ্যে তিনটি ছিল বড় আকারের বিমানঘাঁটি। কিন্তু এখন পর্যন্ত তারা স্কারবারো শোলে নতুন ঘাঁটি নির্মাণ করেনি, কারণ ২০১৬ সালে বারাক ওবামা সরাসরি শি জিনপিংকে সতর্ক করেছিলেনড়সেখানে নির্মাণ শুরু করা মানে হবে "আমেরিকান রেড লাইনচ অতিক্রম করা। সেই সীমারেখা, আপাতত, এখনো টিকে আছে।

চীনের কৌশল ও বিপত্তি

তবে এ বছর পরিস্থিতি বদলেছে। চীন এখন ফিলিপাইনের জাহাজগুলোর উপস্থিতিকে আগের চেয়ে আরও আক্রমণাত্মকভাবে মোকাবিলা করছে।

গত ১১ আগস্ট স্কারবারোর কাছে ফিলিপাইনের কোস্টগার্ডকে তাড়া করতে গিয়ে এক চীনা কোস্টগার্ড জাহাজ দুর্ঘটনাক্রমে নিজ দেশের নৌবাহিনীর একটি জাহাজে ধাক্কা মারে। এ ঘটনায় বেইজিং এখনো কোনো প্রাণহানির কথা স্বীকার করেনি, কিন্তু ওয়াশিংটনের সেন্টার ফর স্ট্র্যাটেজিক অ্যান্ড ইন্টারন্যাশনাল স্টাডিজ (সিএসআইএস)-এর তথ্য অনুযায়ী, এতে অন্তত দুই চীনা কোস্টগার্ড সদস্য প্রাণ হারিয়েছেন। এদিকে ঘটনাটির ভিডিও ধারণ করে ফিলিপাইনড়্যা চীনের জন্য কূটনৈতিকভাবে বিব্রতকর হয়ে দাঁড়ায়।

এরপর থেকেই ওই এলাকায় উত্তেজনা আরও বেড়েছে। চীনা জাহাজগুলোর আগ্রাসী নৌচালনা নতুন দুর্ঘটনার ঝুঁকি তৈরি করছে, এবং যে কোনো মুহূর্তে প্রাণহানি ঘটতে পারে বলে সতর্ক করেছেন পশ্চিমা বিশ্লেষকেরা।

আমেরিকার দ্বিধা: মিত্রের পাশে দাঁড়াবে নাকি যুদ্ধের কিনারে?

ফিলিপাইনের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিরক্ষা চুক্তি অনুযায়ী, ম্যানিলার বাহিনী আক্রমণের শিকার হলে ওয়াশিংটনের তা রক্ষা করার বাধ্যবাধকতা আছে।

ট্রাম্প প্রশাসন বারবার সেই প্রতিশ্রুতি পুনর্ব্যক্ত করেছে। কিন্তু বাস্তবতা হলোড়সেই প্রতিশ্রুতি কার্যকর করতে গিয়ে আমেরিকা যদি সরাসরি হস্তক্ষেপ করে, তবে চীনের সঙ্গে সম্পর্ক বিপজ্জনক পর্যায়ে পৌঁছে যেতে পারে।

অক্টোবরজুড়ে দক্ষিণ চীন সাগরে আমেরিকা ও ফিলিপাইন যৌথ সামরিক মহড়া চালিয়েছে, যেখানে অংশ নিয়েছে অস্ট্রেলিয়া, ফ্রান্স ও জাপানের নৌবাহিনীও। ইউএসএস নিমিৎজের সংযুক্তি সেই উপস্থিতিকে আরও শক্তিশালী করেছে। অন্যদিকে, চীনা জাহাজগুলো দূর থেকে এই বহরকে ছায়ার মতো অনুসরণ করছে।

মার্কিন টেলিভিশন চ্যানেল সিবিএস জানিয়েছে, পেন্টাগন স্কারবারোর দিকে হাইমার্স রকেট উৎক্ষেপণের পরিকল্পনা বিবেচনা করছে। যদিও আগেও দক্ষিণ চীন সাগরে এসব রকেট ছোড়া হয়েছে, কিন্তু কখনো এই নির্দিষ্ট এলাকায় লক্ষ্য স্থির করা হয়নি। পেন্টাগন এ খবর অস্বীকারও করেনিড়্যা নিজেই এক প্রকার সংকেত।

কূটনৈতিক শীতলতার ভেতর ক্ষীণ উষ্ণতা

তবুও সামান্য আশার আলো দেখা যাচ্ছে। ১ নভেম্বর মালয়েশিয়ায় এক নিরাপত্তা সম্মেলনের ফাঁকে মার্কিন প্রতিরক্ষামন্ত্রী পিট হেগসেথ এবং চীনের নৌবাহিনীপ্রধান অ্যাডমিরাল দং জুনের মধ্যে বৈঠক হয়েছেড়দুজনের মধ্যে এটি প্রথম সাক্ষাৎ। আশ্চর্যজনকভাবে পরদিন আবার ফোনে কথা বলেন তারা।

ঠিক সেই সময় স্যাটেলাইট চিত্রে দেখা গেছে, ইউএসএস নিমিৎজ স্কারবারো শোলের দক্ষিণ-পূর্বে মাত্র ১০০ নটিক্যাল মাইল দূরে অবস্থান করছে।

দক্ষিণ চীন সাগরের ওপর এই ছায়াযুদ্ধ এখন কেবল সামুদ্রিক নয়ড়এটি হয়ে উঠছে এশিয়া-প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের ভবিষ্যৎ শক্তির ভারসাম্যের প্রতীক।

চীন এখনো আমেরিকার "রেড লাইনচ অতিক্রম করেনি, আর আমেরিকাও এখনো গুলি ছোড়েনি। কিন্তু উভয়ের নৌবহর যতটা ঘনিষ্ঠভাবে একে অপরকে ঘিরে ফেলেছে, ততটাই প্রশ্ন জোরালো হচ্ছেড় কতটা দূর পর্যন্ত এই নৃত্য চলবে, আর বারুদের স্তূপে আগুন লাগানোর উন্মাদনায় কে প্রথমে এগোবে?- দ্য ইকোনমিস্ট

ইউরোপে প্রথম অন-বোর্ড ফ্রোজেন চালানের মাধ্যমে

৪৮ পৃষ্ঠার পর

প্রচেষ্টায় রপ্তানি কিছুটা ঘুরে দাঁড়িয়ে ২৯৬ মিলিয়ন ডলারে পৌঁছায়।

এফআইকিউসিএর উপপরিচালক ফারহানা লাভলী বলেন, "ইউরোপীয় বাজারে প্রবেশ এ খাতের পুনরুদ্ধারের পথে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। এতদিন আমরা কেবল জাপানেই ব্লক ফ্রোজেন চিংড়ি পাঠাতাম, ফলে দাম নিয়ে আলোচনার সুযোগ ছিল সীমিত। ইউরোপের প্রিমিয়াম পণ্যের চাহিদা রপ্তানিকারকদের লাভের পরিমাণও বাড়াতেও সহায়ক হবে।"

খরচ বাড়ছে, কমছে আহরণ

রপ্তানিতে সামান্য প্রবৃদ্ধি এলেও শিল্পভিত্তিক মৎস্য আহরণ খাত চাপে রয়েছে বাড়তি খরচ ও সামুদ্রিক সম্পদের ঘাটতির কারণে।

র‍্যানকন সি ফিশিং ডিভিশনের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা তানভীর শাহরিয়ার রিমন বলেন, "গত পাঁচ বছরে জ্বালানির দাম প্রায় ৬০ শতাংশ বেড়েছে। একই সঙ্গে অতি আহরণ, দূষণ ও অগভীর সমুদ্রে অবৈধ ট্রলিংয়ের কারণে গত বছর সামুদ্রিক চিংড়ি ও মাছের আহরণ প্রায় ২১ শতাংশ কমেছে।" তিনি আরও বলেন, "কিছু জাহাজ তাদের জ্বালানির খরচ তুলতেই হিমশিম খাচ্ছে।" বাংলাদেশ মেরিন ফিশারিজ অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি এনাম চৌধুরীও একই উদ্বেগ প্রকাশ করেন। তিনি সরকারের ৮ শতাংশ রপ্তানি প্রণোদনার গুরুত্ব তুলে ধরে বলেন, "এই প্রণোদনাই শিল্পটিকে টিকিয়ে রাখছে।"

তিনি জানান, বাংলাদেশের স্বল্পোন্নত দেশের (এলডিসি) তালিকা থেকে উত্তরণের পর ২০২৬ সালের জানুয়ারিতে এই ভর্তুকি কমিয়ে ৫ শতাংশে আনা হবে এবং একই বছরের নভেম্বরে পুরোপুরি তুলে নেওয়া হবে এটি।

তিনি বলেন, "আমরা সরকারকে অনুরোধ করেছি, ভর্তুকি বন্ধের পরও যেন বিকল্প কোনো উপায়ে এই খাতকে সহায়তা অব্যাহত রাখা হয়।"

বিশ্ব চিংড়ি বাণিজ্যে বাংলাদেশের অবস্থান

অবজারভেটরি অব ইকনমিক কমপ্লেক্সিটি (ওইসি)এর তথ্য অনুযায়ী, ২০২৩ সালে বিশ্বব্যাপী হিমায়িত চিংড়ি ও প্রন বাণিজ্যের পরিমাণ ছিল ২১ দশমিক ৩ বিলিয়ন ডলার। এর মধ্যে বাংলাদেশের অংশ ছিল প্রায় ৩০০ মিলিয়ন ডলার, যা বিশ্ববাজারে মোট রপ্তানির প্রায় ১ দশমিক ৪ শতাংশ অংশীদারিত্ব নির্দেশ করে।

মৎস্য অধিদপ্তরের তথ্য (ইপিবির উদ্ধৃতি অনুযায়ী) বলছে, গত অর্থবছরে বাংলাদেশের চিংড়ি রপ্তানির শীর্ষ গন্তব্য ছিল চীন (৫৬ দশমিক ৭ মিলিয়ন ডলার), এরপর রয়েছে নেদারল্যান্ডস (৪৭ দশমিক ৪ মিলিয়ন ডলার), যুক্তরাজ্য (৪৫ মিলিয়ন ডলার), বেলজিয়াম (৪০ দশমিক ১ মিলিয়ন ডলার), জার্মানি (২৯ দশমিক ৬ মিলিয়ন ডলার), যুক্তরাষ্ট্র (২০ দশমিক ৮ মিলিয়ন ডলার), ফ্রান্স (১৮ দশমিক ৫ মিলিয়ন ডলার), জাপান (১১ দশমিক ৩ মিলিয়ন ডলার), পর্তুগাল (৮ মিলিয়ন ডলার) এবং স্পেন (৬ দশমিক ৫ মিলিয়ন ডলার)।

বাংলাদেশ মূলত ইউরোপে ইনডিভিজুয়াল কুইক ফ্রোজেন (আইকিউএফ), সেমিআইকিউএফ, পিলড আনডিভেইন্ড (পিইউডি), পিলড অ্যান্ড ডিভেইন্ড (পিঅ্যান্ডডি) এবং সেমিকুকড চিংড়ি রপ্তানি করে থাকে। তবে ব্লক ফ্রোজেন চিংড়ির রপ্তানি এতদিন সীমিত ছিল জাপান ও চীনের বাজারে।

রিমন বলেন, "এটি ইউরোপে পাঠানো প্রথম ব্লক ফ্রোজেন চিংড়ির চালান, এবং এটি আমাদের জন্য একটি বড় অগ্রগতি। এবার আমরা 'ওশান টাইগার' প্রজাতির চিংড়ি রপ্তানি করেছি; আমাদের মোট আহরণের প্রায় ৩০ শতাংশই এই প্রজাতির চিংড়ি। বাকি অংশে রয়েছে ব্রাউন, হোয়াইট, ফ্লাওয়ার টাইগার ও রেড চিংড়িড়এর মধ্যে আবার বেশিরভাগই ব্রাউন।" তিনি আরও বলেন, "যদি আমরা ব্রাউন ব্লক ফ্রোজেন চিংড়িও ইউরোপীয় বাজারে রপ্তানি করতে পারি, তবে সেটি হবে বড় অর্জন। রপ্তানির সেই পরিধি বাড়ানোই আমাদের পরবর্তী লক্ষ্য।" রিমন জানান, "আমরা ইতোমধ্যে ইউরোপের আরও কয়েকটি দেশের সম্ভাব্য ক্রেতাদের সঙ্গে আলোচনা করছি, যাতে অন-বোর্ড ফ্রোজেন চিংড়ি ও মাছের মাধ্যমে সেসব দেশের বাজারে বাংলাদেশের উপস্থিতি বাড়ানো যায়।" "আমাদের মূল লক্ষ্য হলো গুণগত মান, ট্রেসেবিলিটি ও টেকসই আহরণের সর্বোচ্চ মান বজায় রেখে বাজার সম্প্রসারণ করা," যোগ করেন তিনি।

ট্রাম্পের নজর এবার নিউইয়র্ক

৫৮ পৃষ্ঠার পর

হয়েছে।
ট্রাম্পের ঘনিষ্ঠ মিত্র : ৪১ বছর বয়সী এলিস স্টেফানিক ২০১৪ সাল থেকে নিউইয়র্কের ২১তম কংগ্রেসনাল আসনের প্রতিনিধিত্ব করছেন। তিনি প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ মিত্র হিসেবে পরিচিত। ২০১৯ সালে ট্রাম্পের প্রথম অভিশংসনের সময় স্টেফানিক তাঁর অন্যতম প্রধান সমর্থক হিসেবে আবির্ভূত হন।
স্টেফানিক তাঁর সম্ভাব্য ডেমোক্র্যাট প্রতিদ্বন্দ্বী হচুলকে নিউইয়র্ক নগরের মেয়র নির্বাচনে জোহরান মামদানির প্রতি দেরিতে সমর্থন জানানোরও তীব্র সমালোচনা করেন। তিনি দাবি করেন, হচুল 'নিউইয়র্ক পুলিশের তহবিল বন্ধ এবং কর বৃদ্ধির উদ্যোগী কমিউনিস্ট' জোহরান মামদানির কাছে মাথা নত করেছেন। জোহরানের এসব উদ্যোগ নিউইয়র্কে বসবাসরত পরিবারগুলোর জন্য বিপর্যয় ডেকে আনতে পারে।
হচুলের পাল্টা জবাব
স্টেফানিকের ঘোষণার পরপরই গভর্নর ক্যাথি হচুলও কড়া জবাব দিয়েছেন। তিনি রিপাবলিকান প্রতিনিধিকে ডোনাল্ড ট্রাম্পের 'কংগ্রেসে এক নম্বর চিয়ারলিডার এবং নিউইয়র্কের বিরুদ্ধে ট্রাম্পের যুদ্ধে ডান হাতের নারী' বলে অভিহিত করেছেন।
ট্রাম্প তাঁর দ্বিতীয় মেয়াদে স্টেফানিককে জাতিসংঘে মার্কিন দূত পদে মনোনয়ন দিয়েছিলেন। তবে কংগ্রেসের নিম্নকক্ষে রিপাবলিকানদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা রক্ষার কথা বিবেচনা করে পরে সেই মনোনয়ন প্রত্যাহার করে নেন।
জরিপ ও চ্যালেঞ্জ
গত সেপ্টেম্বরে সিয়েনা কলেজের এক জরিপে দেখা যায়, হচুলের প্রতি জনসমর্থন রয়েছে ৫২ শতাংশ। অন্যদিকে স্টেফানিকের প্রতি সমর্থন জানিয়েছেন নিউইয়র্কের ২৭ শতাংশ ভোটার। সেই দিক বিবেচনায় নিলে সম্ভাব্য প্রতিদ্বন্দ্বিতায় হচুল অনেকটা এগিয়ে রয়েছেন।
তবে সিয়েনার ওই জরিপে হচুলের নেতৃত্বের প্রতি অসন্তোষের চিত্রও উঠে এসেছে। জরিপে অংশ নেওয়া ৫২ শতাংশ ভোটার জানান, তাঁরা ২০২৬ সালে অন্য কাউকে গভর্নর হিসেবে দেখতে চান।
স্টেফানিককে গভর্নর পদে রিপাবলিকান দলের প্রাইমারিতে (দলীয় প্রাথমিক বাছাই) প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নামতে হতে পারেন। আবার হচুলও তাঁর লেফটেন্যান্ট গভর্নর অ্যান্টনি ডেলগাডোর কাছ থেকে ডেমোক্রেটিক দলের প্রাইমারিতে চ্যালেঞ্জের মুখে পড়তে পারেন।
নিউইয়র্কে রিপাবলিকান দল থেকে নির্বাচিত সর্বশেষ গভর্নর ছিলেন জর্জ পাটাকি। তিনি ২০০৭ সাল পর্যন্ত রাজ্যের গভর্নর হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছিলেন।

৮০ হাজার নন-ইমিগ্র্যান্ট ভিসা

৫৮ পৃষ্ঠার পর

মদ্যপ অবস্থায় গাড়ি চালানো, হামলা ও চুরির মতো অপরাধের অভিযোগ রয়েছেএমন অভিবাসীদের (নন-ইমিগ্র্যান্ট) ভিসা বাতিল করা হয়েছে। গত বুধবার (৫ নভেম্বর) দেশটির পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের একজন জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তা এ তথ্য জানিয়েছেন।
ওয়াশিংটন এক্সামিনারের প্রথম প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, গত ২০ জানুয়ারি ট্রাম্প শপথ নেওয়ার পর থেকে অভিবাসনবিরোধী ব্যাপক অভিযান শুরু হয়েছে। এই অভিযানের অংশ হিসেবে বৈধ ভিসাধারী অনেক অভিবাসীকেও তাঁদের দেশে ফেরত পাঠানো হয়েছে।
এ ছাড়া ভিসা দেওয়ার ক্ষেত্রেও কঠোর নীতি গ্রহণ করেছে ট্রাম্প প্রশাসন। নতুন নিয়মে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম যাচাই-বাছাই আরও কঠোর করা হয়েছে এবং আবেদনকারীদের স্ক্রিনিং প্রক্রিয়া বাড়ানো হয়েছে।
অ-অভিবাসী ভিসা বাতিলের মধ্যে প্রায় ১৬ হাজারটি ঘটেছে মদ্যপ অবস্থায় গাড়ি চালানোর কারণে। হামলা করার জন্য বাতিল করা হয়েছে প্রায় ১২ হাজার ভিসা এবং চুরির জন্য আরও ৮ হাজার।
নাম প্রকাশ না করার শর্তে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের ওই জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তা বলেন, এই তিন ধরনের অপরাধ চলতি বছরের মোট ভিসা বাতিলের প্রায় অর্ধেক।
গত আগস্টে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের একজন মুখপাত্র বলেছিলেন, ওয়াশিংটন মেয়াদোত্তীর্ণ হওয়া ও আইন লঙ্ঘনের কারণে ছয় হাজারের বেশি শিক্ষার্থী ভিসা বাতিল হয়েছে। এর মধ্যে কিছু ক্ষেত্রে 'সন্ত্রাসবাদে সমর্থন' দেওয়াসংক্রান্ত অভিযোগও ছিল।
গত মাসে মন্ত্রণালয় আরও জানিয়েছে, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে প্রভাবশালী ডানপন্থী রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব চার্লি কার্কের হত্যাকাণ্ডসম্পর্কিত মন্তব্য করায় অন্তত ছয়জনের ভিসা বাতিল করা হয়েছে।
মে মাসে মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী মার্কো রুবিও বলেছিলেন, তিনি শত শত সম্ভবত হাজারো মানুষের ভিসা বাতিল করেছেন। এর মধ্যে শিক্ষার্থীও আছেন। কারণ, তাঁরা এমন কর্মকাণ্ডে যুক্ত ছিলেন, যা যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রনীতির সঙ্গে সাংঘর্ষিক।
চলতি বছরের নির্দেশনায় পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের কূটনীতিকদের বলা হয়েছে, বিদেশে থাকা আবেদনকারীদের বিষয়ে সতর্ক থাকতে, যাঁদের যুক্তরাষ্ট্রের প্রতি বৈরী মনোভাব থাকতে পারে অথবা যারা রাজনৈতিকভাবে সক্রিয়।
ট্রাম্প প্রশাসনের কর্মকর্তারা বলেছেন, ফিলিস্তিনিদের প্রতি সমর্থন এবং গাজার যুদ্ধে ইসরায়েলের কর্মকাণ্ডের সমালোচনার কারণে শিক্ষার্থী ও গ্রিন কার্ডধারী ভিসাধারীরা দেশ থেকে বহিষ্কৃত হতে পারেন। তাঁদের এসব কর্মকাণ্ডকে যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রনীতির জন্য হুমকি হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে এবং অভিযোগ করা হয়েছে, তারা হামাসপন্থী। রয়টার্স

ক্যাফেইন যেভাবে মাথাব্যথা

৫৮ পৃষ্ঠার পর

তিনি পরামর্শ দেন, যদি 'হঠাৎ তীব্র' মাথাব্যথা হয়, তবে চিকিৎসকের পরামর্শ নিন। তবে নিয়মিত হালকা মাথাব্যথা হলে কিছু সহজ পদ্ধতি অনুসরণে উপকার পাওয়া যেতে পারে।
মাথাব্যথা আপনার দৈনন্দিন জীবনে কতটা প্রভাব ফেলে?
নিজের মাথাব্যথার ধরন বোঝা গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করেন বিশেষজ্ঞরা।
ডা. টুলেকেন বলেন, মাথাব্যথার কারণ একাধিক হতে পারে, তাই একটি সংক্ষিপ্ত ডায়েরি রাখলে ধরন ও কারণ চিহ্নিত করা সহজ হয়।
তিনি জানান, বজ্রপাত, তীব্র আলো বা আবহাওয়ার পরিবর্তন অনেকের জন্য ট্রিগার হতে পারে।
ডা. মনরো বলেন, 'আমার জন্য সবচেয়ে খারাপ সময় হলো শরৎকালে গাড়ি চালানোর সময়, যখন সূর্যের আলো গাছের ফাঁক দিয়ে ঝলমল করে পড়ে, এটি মাথাব্যথা আরও বাড়িয়ে দেয়।'
মাথাব্যথা শুরু হওয়ার সময় আপনি কী করছিলেন, কী খেয়েছিলেন বা পান করেছিলেন, ঘুম কেমন হয়েছিল এবং আবহাওয়ার অবস্থা নোট করার পরামর্শ দেন তিনি।
নারীদের ক্ষেত্রে মাসিক চক্রের তথ্যও উল্লেখ করতে বলেন তিনি।
তবে অতিরিক্ত বিস্তারিত লেখা নিরুৎসাহিত করে তিনি বলেন, 'এক থেকে ১০ স্কেলে প্রভাবের মাত্রা লিখে রাখলেই যথেষ্ট।'
ক্যাফেইনের ব্যবহার
অনেকে মনে করেন ক্যাফেইন মাথাব্যথা বাড়ায়, কিন্তু ডা. মনরোর মতে সীমিত মাত্রায় এটি গ্রহণ করলে উপকার হতে পারে।
তিনি বলেন, 'ক্যাফেইন ব্যথানাশকের প্রভাব বাড়াতে সহায়তা করে।'
তবে বিকেল বা রাতে ক্যাফেইন না খাওয়ার পরামর্শ দেন তিনি, কারণ এতে ঘুমে ব্যাঘাত ঘটে।
তিনি আরও বলেন, প্রতিদিন অতিরিক্ত ক্যাফেইন গ্রহণ মাথাব্যথার কারণ হতে পারে এবং হঠাৎ বন্ধ করলে 'উইথড্রয়াল হেডেক'-এর ঝুঁকি থাকে।
কোনো বেলার খাবার বাদ না দেওয়ার পরামর্শ
ডা. মনরো বলেন, সঠিক খাদ্যাভ্যাস মাথাব্যথা কমাতে সহায়তা করে।
তিনি প্রোটিন, স্বাস্থ্যকর চর্বি ও জটিল কার্বোহাইড্রেটসমৃদ্ধ ভূমধ্যসাগরীয় খাদ্যাভ্যাস অনুসরণের পরামর্শ দেন।
চিনিযুক্ত খাবার এড়িয়ে চলা ও খাবার না বাদ দেওয়ার কথা বলেন তিনি।
ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে তিনি জানান, দুধ ও গ্লুটেন বাদ দেওয়ায় তার মাথাব্যথা কমেছে এবং নিয়মিত খাবার খাওয়ার অভ্যাসে তিনি উপকার পেয়েছেন।
তিনি আরও বলেন, নিয়মিত ব্যায়াম, ভালো ঘুম, মানসিক চাপ নিয়ন্ত্রণ ও পর্যাপ্ত পানি পান মাথাব্যথা কমাতে সাহায্য করে।
এছাড়া তিনি পর্যাপ্ত পানি পান করতে বলেন।
কোডিনযুক্ত ওষুধ এড়িয়ে চলা
ডা. মনরো বলেন, মাথাব্যথা নিয়ন্ত্রণে বাজারে অনেক ধরনের ব্যথানাশক বা বমি প্রতিরোধক ওষুধ পাওয়া যায়। তবে কোডিনযুক্ত কোনো ওষুধ না নেওয়ার পরামর্শ দেন তিনি।
তিনি বলেন, 'কোডিন কিছু মাথাব্যথার প্রবণতাকে আরও ঘন ঘন ও তীব্র করে তুলতে পারে।'
ডা. মনরো সতর্ক করে বলেন, সপ্তাহে দুই দিনের বেশি ব্যথানাশক না খাওয়াই ভালো, এতে রিবাউন্ড হেডেকের ঝুঁকি কমে।

প্রিন্টে গ্রাহক কমলেও ডিজিটালে

৫৮ পৃষ্ঠার পর

পরিচালন মুনাফা গত বছরের তুলনায় ২৬ দশমিক ১ শতাংশ বেড়েছে।
সংস্থাটি জানিয়েছে, তৃতীয় ত্রৈমাসিকে তারা ৪ লাখ ৬০ হাজার ডিজিটাল-অনলি গ্রাহক (যাঁরা শুধু ডিজিটাল কনটেন্ট সাবস্ক্রাইব করেন) যোগ করেছে। বিগত বছরগুলোর মধ্যে তিন মাসে এটি সর্বোচ্চ বৃদ্ধি। এই সাফল্যের মূল কারণ হলো, গ্রাহকদের জন্য একাধিক পণ্যের বান্ডেল সাবস্ক্রিপশন কৌশল। বর্তমানে মোট গ্রাহকের অর্ধেকের বেশি বান্ডেল বা একাধিক পণ্যের সাবস্ক্রিপশন নিয়েছেন।
সব মিলিয়ে নিউজ রিপোর্ট, কুকিং, গেমস, অয়্যারকাটার (ডরৎবপঁঃঃবৎ) এবং দ্য অ্যাথলেটিকসহ (এথবে অঃযষবঃরপ) কোম্পানির মোট গ্রাহকসংখ্যা দাঁড়িয়েছে ১ কোটি ২৩ লাখ ৩০ হাজার।
কোম্পানির প্রধান নির্বাহী মেরিডিথ কপিত লেভিয়েন এক বিবৃতিতে বলেছেন, 'আমরা আত্মবিশ্বাসী যে টাইমসের ব্যবহারকারী এবং গভীরভাবে যুক্ত গ্রাহকের সংখ্যা আরও প্রসারিত করার সক্ষমতা আমাদের আছে।' নিউইয়র্ক টাইমস কোম্পানি ২০২৭ সালের শেষ নাগাদ ১ কোটি ৫০ লাখ গ্রাহকে পৌঁছানোর লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছে।
অর্থ ও রাজস্বের চিত্র : মোট রাজস্ব: মোট রাজস্ব ৯.৫ শতাংশ বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৭০ কোটি ৮ লাখ ডলার
পরিচালন মুনাফা: সমন্বিত পরিচালন মুনাফা হয়েছে ১৩ কোটি ১৪ লাখ ডলার
বিজ্ঞাপন রাজস্ব: বিজ্ঞাপন খাত থেকে আয় এক বছর আগের তুলনায় ২০.৩ শতাংশ বেড়ে ৯ কোটি ৮১ লাখ ডলার
অ্যাফিলিয়েট ও লাইসেন্সিং আয়: অয়্যারকাটার-এর মতো অ্যাফিলিয়েট রেফারেল এবং লাইসেন্সিং থেকে আয় ৭.৯ শতাংশ বেড়ে ৭ কোটি ৩৯ লাখ ডলার।
ডিজিটাল সাবস্ক্রিপশন থেকে গ্রাহক প্রতি গড় রাজস্ব (এআরপিইউ) ৩.৬ শতাংশ বেড়ে ৯ দশমিক ৭৯ ডলারে দাঁড়িয়েছে। এর কারণ হলো, কিছু গ্রাহকের জন্য মূল্য বৃদ্ধি এবং অন্যদের প্রচারমূলক মূল্যের পরিবর্তে উচ্চ ফিতে স্থানান্তরিত হওয়া।
প্রিন্টের পতন ও দ্য অ্যাথলেটিক-এর উত্থান: অন্যদিকে, গ্রাহকেরা অনলাইনে চলে যাওয়ায় প্রিন্ট সাবস্ক্রিপশন ক্রমাগত কমছে। তৃতীয় ত্রৈমাসিকে প্রিন্ট গ্রাহকসংখ্যা ৫০ হাজার কমে ৫ লাখ ৭০ হাজারে দাঁড়িয়েছে। প্রিন্ট থেকে প্রাপ্ত রাজস্ব ৩ শতাংশ কমে ১২ কোটি ৭২ লাখ ডলার হয়েছে।
উল্লেখ্য, নিউইয়র্ক টাইমস ২০২২ সালে ৫৫০ মিলিয়ন ডলারে দ্য অ্যাথলেটিক কেনে। বছরের পর বছর এটি লোকসানে ছিল। সেটি ২০২৪ সালের তৃতীয় ত্রৈমাসিকে লাভজনক হতে শুরু করেছে। অবশ্য এই ত্রৈমাসিক প্রতিবেদনে অ্যাথলেটিকের ফলাফল আলাদাভাবে দেখানো হয়নি।
এদিকে কোম্পানির পরিচালন ব্যয়ও বেড়েছে। ৫ দশমিক ৮ শতাংশ বেড়ে ৫৯ কোটি ৬০ লাখ ডলারে দাঁড়িয়েছে। সবশেষে সেপ্টেম্বরের শেষে কোম্পানির হাতে ১ দশমিক ১ বিলিয়ন ডলার নগদ অর্থ এবং সহজে কেনাবেচার যোগ্য সিকিউরিটিজ (শেয়ার) ছিল বলে জানানো হয়েছে।

ডায়াবেটিস, স্থূলতা ও হৃদ্‌রোগ

৫৮ পৃষ্ঠার পর

কনস্যুলেটগুলোতে নোটিশ আকারে পাঠানো হয়েছে।
এর আগে মার্কিন ভিসাপ্রক্রিয়ায় সংক্রামক রোগ, টিকাদানের ইতিহাস, মানসিক অবস্থা ও শারীরিক সুস্থতার মতো বিষয়গুলোই বিবেচনায় নেওয়া হতো। তবে নতুন এই নীতিমালায় আরও কিছু স্বাস্থ্য সমস্যাকে যুক্ত করা হয়েছে।
নির্দেশনায় বলা হয়েছে, আবেদনকারীর স্বাস্থ্য বিবেচনা করতে হবে। কিছু রোগের (যেমন হৃদ্‌রোগ, শ্বাসযন্ত্র, ক্যানসার, ডায়াবেটিস, মেটাবলিক, স্নায়বিক ও মানসিক স্বাস্থ্য সমস্যা) চিকিৎসার জন্য কয়েক লাখ ডলার পর্যন্ত খরচ হতে পারে। এ ক্ষেত্রে ভিসা কর্মকর্তাদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, আবেদনকারী চিকিৎসা ব্যয় বহন করতে সক্ষম কি না, তা মূল্যায়ন করতে হবে।
অলাভজনক আইনি সহায়তা সংস্থা ক্যাথলিক লিগ্যাল ইমিগ্রেশন নেটওয়ার্কের সিনিয়র অ্যাটর্নি চার্লস হুইলার বলেছেন, যদিও এ নির্দেশনা সব ধরনের ভিসার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, তবে এটি মূলত স্থায়ী বসবাসের (পারমানেন্ট রেসিডেন্সি) আবেদনকারীদের ওপরই প্রয়োগ করা হবে বলে ধারণা করা হচ্ছে।
হুইলার আরও বলেন, চিকিৎসাসংক্রান্ত বিষয়গুলো মূল্যায়নের ক্ষমতা ভিসা কর্মকর্তাদের ওপর ন্যস্ত করাটা উদ্বেগজনক। তাঁরা চিকিৎসক নন, এ ক্ষেত্রে তাঁদের কোনো অভিজ্ঞতা নেই আর তাঁদের নিজস্ব ধারণা বা পক্ষপাতের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত নেওয়া অনুচিত।
স্টেট ডিপার্টমেন্টের নির্দেশিকায় বলা হয়েছে, আবেদনকারীর কি আজীবন চিকিৎসার খরচ বহনের মতো পর্যাপ্ত আর্থিক সামর্থ্য আছে, যাতে তিনি সরকারি সহায়তা বা দীর্ঘমেয়াদি প্রতিষ্ঠানভিত্তিক সেবার প্রয়োজন ছাড়াই জীবন যাপন করতে পারেন? বিষয়টি অবশ্যই যাচাই করতে হবে।
নির্দেশনায় আরও বলা হয়েছে, আবেদনকারীর পরিবারের সদস্যদের স্বাস্থ্যের দিকও বিবেচনা করতে হবে। যেমন সন্তান বা প্রবীণ অভিভাবকের কোনো শারীরিক অক্ষমতা, দীর্ঘস্থায়ী রোগ বা বিশেষ যত্নের প্রয়োজন আছে কি না। নির্দেশিকায় বলা হয়েছে, কোনো নির্ভরশীল সদস্যের (ডিপেনডেন্ট) এমন কোনো শারীরিক বা মানসিক অবস্থা আছে কি না, যার কারণে আবেদনকারীর কাজে কোনো প্রভাব পড়তে পারে?
জর্জটাউন বিশ্ববিদ্যালয়ের অভিবাসন আইনজীবী সোফিয়া জেনোভেস বলেন, এ নির্দেশিকায় আবেদনকারীদের চিকিৎসা ইতিহাসের ভিত্তিতে তাঁদের চিকিৎসা ব্যয়ের সম্ভাবনা ও যুক্তরাষ্ট্রে কর্মসংস্থানের সক্ষমতা যাচাই করতে ভিসা কর্মকর্তাদের উৎসাহিত করা হয়েছে; যাতে তাঁরা বুঝতে পারেন, যুক্তরাষ্ট্রে আসার আবেদনকারী এ ধরনের কোনো জটিলতায় না পড়েন।
সার্বিকভাবে, স্বাস্থ্য সমস্যায় আক্রান্ত আবেদনকারীরা যুক্তরাষ্ট্রে এসে যেন 'পাবলিক চার্জ' বা অর্থনৈতিকভাবে বোঝা হয়ে না ওঠেন, তা এড়াতে এই নতুন নিয়ম।

যুক্তরাষ্ট্রে গরুর মাংসের দামে রেকর্ড,

৫৮ পৃষ্ঠার পর

খুচরা বিক্রেতাদের কাছে স্টেক, রোস্ট এবং অন্যান্য মাংসজাত পণ্য হিসেবে বিক্রি হয়। ট্রাম্প তার সামাজিক মাধ্যম ট্রুথ সোশ্যালে লিখেছেন, আমি জাস্টিস বিভাগকে নির্দেশ দিয়েছি মাংস প্রক্রিয়াজাত কম্পানিগুলোর বিরুদ্ধে তদন্ত শুরু করতে, যারা অবৈধভাবে মূল্য নির্ধারণ ও বাজার কারসাজির মাধ্যমে গরুর মাংসের দাম বাড়াচ্ছে। তদন্তে এখনো কোনো নির্দিষ্ট কম্পানির নাম প্রকাশ করা হয়নি।
মার্কিন জনগণ জীবনযাত্রার ব্যয়ের চাপে ভুগছে। গত অক্টোবরের এক জরিপে দেখা যায়, ৪০ শতাংশ উত্তরদাতা বলেছেন, জীবনযাত্রার ব্যয়ই তাদের কাছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ নির্বাচনী ইস্যু। জাস্টিস বিভাগ ডিম উৎপাদক কম্পানিগুলোর বিরুদ্ধেও মূল্য কারসাজির অভিযোগে পৃথক তদন্ত শুরু করেছে।
বহু বছরের খরায় গবাদি পশুর খাদ্য ও চারণভূমির সংকটে যুক্তরাষ্ট্রে গরুর পালের সংখ্যা ৭৫ বছরের মধ্যে সবচেয়ে কমে নেমে এসেছে, যার ফলে গরুর মাংসের দাম রেকর্ড পর্যায়ে পৌঁছেছে। সেপ্টেম্বর মাসে গ্রাউন্ড চাক বিফের দাম প্রতি পাউন্ডে ৬.৩৩ ডলারে দাঁড়ায়, যা আগের বছরের তুলনায় ১৩.৫ শতাংশ বেশি। সূত্র : রয়টার্স

জ্যামাইকায় ‘নবান্ন রেস্টুরেন্ট’-এর দ্বিতীয় শাখা উদ্বোধন

পরিচয় ডেস্ক: বাংলাদেশী অধ্যুষিত নিউইয়র্ক সিটির জ্যামাইকার হিলসাইড এভিনিউতে উদ্বোধন হলো জ্যাকসন হাইটসের জনপ্রিয় ‘নবান্ন রেস্টুরেন্ট’-এর দ্বিতীয় শাখা। গত ১ নভেম্বর শনিবার অপরাহ্নে এর উদ্বোধন করা হয়। এ উপলক্ষ্যে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে বর্ণাঢ্য ও আনন্দঘন পরিবেশে ফিতা কেটে নতুন শাখাটির আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন বাংলাদেশের জনপ্রিয় চিত্রনায়িকা মৌসুমী। এরপর বিশেষ দোয়া করা হয়। এ ছাড়াও কেক কাটা হয়। উল্লেখ্য, রেষ্টুরেন্টটি ‘ফাল্গুনী রেষ্টুরেন্ট’ হিসেবে সম্প্রতি চালু হয়েছিলো। বাংলাদেশী মালিকাধীন ‘ফাল্গুনী রেষ্টুরেন্ট’টি ‘নবান্ন রেস্টুরেন্ট’ কতক্ষৃপক্ষ ক্রয় করে নতুন আঙ্গীকে চালু করেছে।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে কমিউনিটির বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ নবান্নে শুভ কামনা জানিয়ে শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন। এসময় উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিবর্গের মধ্যে বিশিষ্ট ব্যবসায়ী শাহ নেওয়াজ, কুইন্স কমিউনিটি বোর্ড মেম্বার আহসান হাবিব, জ্যামাইকা বাংলাদেশ ফ্রেন্ডস সোসাইটির প্রধান উপদেষ্টা এবিএম ওসমান গণি, সভাপতি ফখরুল ইসলাম দেলোয়ার, সহ সভাপতি মুহাম্মদ কামরুল ইসলাম সনি, বিশিষ্ট ব্যবসায়ী নূরুল আজীম, বিপুল সংখ্যক প্রবাসী

উপস্থিত ছিলেন ।

‘নবান্ন রেস্টুরেন্ট’ কর্তৃপক্ষ জানান, জ্যাকসন হাইটসের ‘নবান্ন রেস্টুরেন্ট’-এর জনপ্রিয়তায় জ্যামাইকায় এর নতুন শাখা খোলা হলো। ক্রমান্বয়ে নিউইয়র্ক সিটির ৫ বরোতে পাঁচটি শাখা চালু করা হবে। বাংলাদেশী কমিউনিটি সহ দেশী-বিদেশী ভোজন বিলাসীদের মানসম্মত আর মজাদার খাবারে পেট ভরানোই আমাদের লক্ষ্য।

নবান্ন রেস্টুরেন্টের মালিক মুহাম্মদ কাদের বলেন, বাংলাদেশী কমিউনিটির লোকজন জ্যামাইকা থেকে জ্যাকসন হাইটসে গিয়ে নবান্নের খাবার উপভোগ করতে হলে সময় এবং ট্রান্সপোর্টের খরচ রয়েছে। যেকারণে জ্যামাইকায় দ্বিতীয় শাখাটি চালু করা হয়েছে। তিনি জানান, এই রেষ্টুরেন্টে পারিবারিক পরিবেশে সুলভমূল্যে সঠিক মানের বাংলাদেশী খাবার সরবরাহ করা হবে।

নবান্ন রেস্টুরেন্টের এই শাখাতে স্পেশাল খাবারের মধ্যে থাকবে হালিম, পুরান ঢাকার বিহারী কাবাব, কাচ্চি বিরিয়ানীসহ সময়োপযোগী নানা স্বাদের এপাটাইজার। শীতে থাকবে বাহারী স্বাদের দেশীয় নানা পিঠা। এছাড়া নবান্নের বিশেষ আকর্ষণ থাকবে ৬ রকম স্বাদের ফুচকা, ঝালমুড়ি ও চটপটি। পাশাপাশি নিয়মিত থাকবে ভর্তা, মাছ ও মাংসের রেগুলার কম্বিনেশন। খবর ইউএনএ’র।

যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাসে প্রথম নির্বাচিত বাংলাদেশী বংশোদ্ভূত বিচারক টাঙ্গাইলের সোমা সাঈদ

পরিচয় ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাসে প্রথম বাংলাদেশী বংশোদ্ভূত ভোটে নির্বাচিত এবং নিউইয়র্কের কুইন্সের প্রথম মুসলিম বিচারক হিসেবে নিউইয়র্ক স্টেট সুপ্রিম কোর্টের বিচারকনির্বাচিত হয়েছেন সোমা এস সাঈদ। বাংলাদেশের টাঙ্গাইল জেলায় জন্ম নেওয়া সোমা সাঈদের প্রয়াত বাবা আফতাব উদ্দিন সাঈদ ছিলেন একজন ম্যাজিস্ট্রেট এবং মা ছিলেন একজন প্রধান শিক্ষিকা। উল্লেখ্য, যুক্তরাষ্ট্রে প্রবাসী জীবনের পর মরহুম আফতাব উদ্দিন সাঈদ ছিলেন নিউইয়র্ক থেকে প্রকাশিত সাপ্তাহিক বাংলাদেশ-এর প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক। জাজ সোমা সাঈদ গত ৪ নভেম্বর অনুষ্ঠিত তিনি অপর ৪ জাজের সাথে তিনিও ডেমোক্র্যাট দলীয় মনোনীত প্রার্থী হিসেবে জয়লাভ করেন। নির্বাচনে তিনি ২,৫৫,১২৩ ভোট পেয়ে এই ঐতিহাসিক স্বীকৃতি অর্জন করেন। তার প্রাপ্ত ভোট ৯৬.০৪ শতাংশ। বিজয়

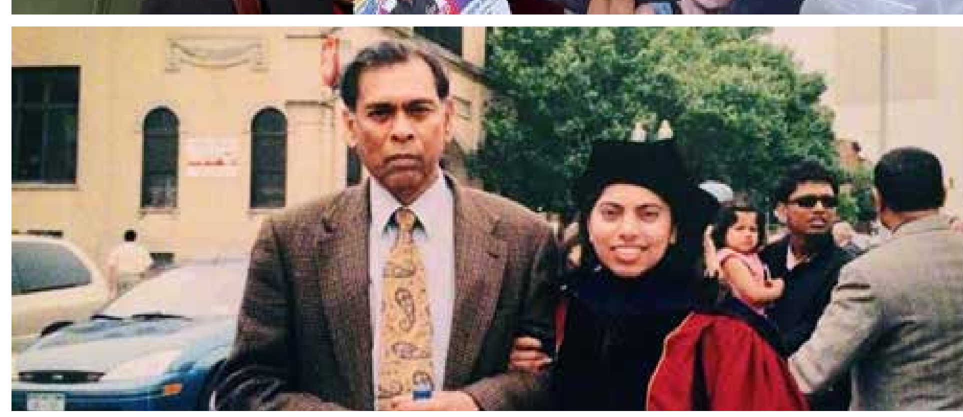

উপলক্ষে সোমা সাঈদ বলেন, এটি আমার পরিবার, আমার সমাজ এবং আমার দেশের বিজয়। জয়ের পেছনে অবদান রাখার জন্য তিনি ভোটার, সমর্থক ও শুভাকাঙ্খীদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানান। জাজ সোমা সাঈদ ২০২১ সালে নিউইয়র্ক সিটির কুইন্স কাউন্টি থেকে সিভিল কোর্টের বিচারক হিসেবে নির্বাচিত হন। এরপর থেকে তিনি আইনি ও নাগরিক সমাজে একজন সম্মানিত ব্যক্তিত্ব হিসেবে পরিচিতি লাভ করেন। বর্তমানে সোমা সাঈদ তার স্বামী মিজান চৌধুরীর সঙ্গে নিউইয়র্কের কুইন্সে বসবাস করছেন। তিনি কুইন্স কাউন্টির জাজ নির্বাচিত হওয়ার আগে বিশেষজ্ঞ প্রসিকিউটর এবং প্রাইভেট প্র্যাকটিশিনার ভাস্ট কমিউনিটি ও প্রোবনো বিশেষজ্ঞ। তিনি আলবেনি ল’ স্কুল থেকে আইন বিষয়ে জুরিস ডক্টরেট ডিগ্রি লাভ করেন। এর আগে তিনি নিউইয়র্ক সিটি ইউনিভার্সিটির সিটি কলেজ থেকে ব্যাচেলর ডিগ্রি অর্জন করেন। একজন আইনজীবী হিসেবে কাজ করার পাশাপাশি সোমা সাঈদ কমিউনিটির বিভিন্ন কাজের সঙ্গে সম্পৃক্ত ছিলেন। অর্জন করেছেন বিভিন্ন অভিজ্ঞতা। লড়াই করেছেন নিউইয়র্কবাসীর বিভিন্ন সমস্যা সমাধানের জন্য। জাজ সোমা সাঈদ বৈচিত্র্য, প্রতিনিধিত্ব ও ন্যায়বিচারের প্রতি তার অঙ্গীকারের জন্য পরিচিত। তিনি নিউইয়র্কের আইনী অঙ্গনে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ নেতৃত্বের পদে ছিলেন। এর মধ্যে নিউইয়র্ক সিটি সম-অধিকার প্রয়োগ পরিষদের সহ-সভাপতি, নিউইয়র্ক সিটি ন্যায়বিচার অধিকার পরিষদের বোর্ড সদস্য এবং নিউইয়র্ক মার্কিন-এশীয় বিচারকদের সংস্থার সদস্য উল্লেখযোগ্য। এছাড়া তিনি কুইন্স কাউন্টি উইমেনস বার এসোসিয়েশনের প্রথম দক্ষিণ এশীয় ও মুসলিম নারী সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন।খবর ইউএনএ’র।

চলে গেলেন ডা: ওয়ালিদ চৌধুরী

অর্ঘ্য সারথি সিকদার: দীর্ঘদিনের নিউ ইয়র্কের বাসিন্দা, বিশিষ্ট চিকিৎসক, নিউইয়র্কে বাংলা সুস্থ সংস্কৃতি ধারার নিরন্তর পৃষ্ঠপোষক, নিভৃতচারী নির্ভেজাল ভালো লোক, আনন্দধ্বনি নিউইয়র্ক গঠনে অন্যতম ভূমিকা পালনকারী ডা: ওয়ালিদ চৌধুরী গত ১লা নভেম্বর সোমবার নিউইয়র্কে লং আইল্যান্ডের একটি হাসপাতালে পরলোকগমন করেন।

গত ১০/১২ বছর তিনি অসুস্থই ছিলেন, সপ্তাহে ৩ দিন ডায়লোসিস নিতে হতো। ৪/৫ মাস আগে গুরুতর অসুস্থ হয়ে নর্থ শোর হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিলেন।

প্রবাসে সুস্থ সাংস্কৃতিক চর্চা ধরে রাখার জন্য প্রবাসে দুই প্রবাদপ্রতীম ব্যাক্তিত্ব (কবি শহীদ কাদরী ও ডা: ওয়ালিদ চৌধুরী) নিউইয়র্কে আনন্দধ্বনি গঠনে প্রধান উৎসাহ যুগিয়েছিলেন। তাঁদের প্রেরণাতেই আমরা আনন্দধ্বনি গঠন করেছিলাম। মনে আছে উডসাইডে দেবাশীষ দেবনাথের অফিসে আনন্দধ্বনির রিহারসেল হতো, প্রতিটি রিহারসেলে (বৃস্টি-ঝড় ও বরফের মধ্যেও) ওয়ালিদ ভাই ও ভাবী এসে রিহারসেলে বসে থাকতেন এবং আমাদের উৎসাহ দিতেন । মূলত: আনন্দধ্বনির অনুষ্ঠানের ধরনটা তিনি খুব পছন্দ করতেন। ৬/৭ বছর আগে অসুস্থ থাকা অবস্থায় তাঁর বাসায় আনন্দধ্বনির শিল্পীরা গান শুনিয়ে এসেছিল, তিনি শুনতে চেয়েছিলেন বলে । মনে আছে আনন্দধ্বনির প্রথম অনুষ্ঠানের প্রথম অনুদানটি ওয়ালিদ ভাই আনন্দধ্বনির রনি বড়ুয়ার হাতে বলেছিলেন ‘ এবার শুরু করেন, ’ আমাকে মাঝে মাঝে বলতেন, এই শিল্পীর একটা অনুষ্ঠান আয়োজন করেন, অনেকটা অধিকার নিয়েই বলতন। আমাকে হয়তো একটু বেশীই স্নেহই করতেন, কারণ আমার বাবা ও তিনি একই মেডিক্যালের (ঢাকা মেডিকেল) ছাত্র ছিলেন এবং একই রাজনৈতিক আদর্শের (বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়ন) অনুসারী ছিলেন।

আমি শুনেছি, বাংলাদেশের সুস্থ ধারার বিখ্যাত সঙ্গীত শিল্পী রেজওয়ানা চৌধুরী বন্যা, লাইসা আহমদ লিসা, অদিতি মহসিন প্রমুখ এবং ভারতের বিখ্যাত শিল্পীদের (ক্লাসিক্যাল ও বাংলা গান) নিউইয়র্কে নিয়ে এসে হোটেলে হল রুম ভাড়া করে প্রবাসীদের গান শোনানোর ব্যবস্থা করতেন ডা: ওয়ালিদ চৌধুরী । তাছাড়া অসুস্থতার মাঝেও ঢাকা আনন্দধ্বনির শিল্পীদের (বুলবুল ইসলাম, শারমিন সাথী ইসলাম ময়না, পার্থ সারথী সিকদার, ইলোরা আহমেদ শুক্লা প্রমুখ, এঁদের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ রাখতেন, কারণ একটাই গান তিনি ভীষণ পছন্দ করতেন। তিনি ছায়ানট ও ঢাকার আনন্দধ্বনিকেও অত্যন্ত ভালোবাসতেন।

তাঁর চির প্রস্থান প্রবাসে সুস্থ সাংস্কৃতিক চর্চার জন্য অপুরণীয় ক্ষতি।

বৈদেশিক ঋণের চাপে টালমাটাল বাংলাদেশের রাজস্ব

৫ পৃষ্ঠার পর

ছাড় হয়েছে ১১৪ কোটি ৮৫ লাখ ডলার; বিপরীতে পরিশোধ করতে হয়েছে ১২৭ কোটি ৯৯ লাখ ডলার। গত অর্থবছরের একই সময়ে পরিশোধ ছিল ১১২ কোটি ডলার, অর্থাৎ এবার ঋণ পরিশোধ বেড়েছে প্রায় ১৫ কোটি ৩৩ লাখ ডলার। এর মধ্যে শুধু আসল পরিশোধই বেড়েছে ১৩ কোটি ডলার।

একই সময়ে উন্নয়ন সহযোগীদের কাছ থেকে নতুন ঋণের প্রতিশ্রুতি এসেছে ৯১ কোটি ৬ লাখ ডলার, যা আগের অর্থবছরের তুলনায় ৩৩ শতাংশ বেশি। তবে প্রতিশ্রুতি বাড়লেও বাস্তবে ঋণ ছাড়ের গতি কমে গেছে, ফলে বড় প্রকল্পগুলোর বাস্তবায়নে অর্থের ঘাটতি দেখা দিচ্ছে। ইআরডি জানায়, পদ্মা রেল সংযোগ, মেট্রোরেল, কর্ণফুলী টানেলসহ কয়েকটি বৃহৎ অবকাঠামো প্রকল্পের ঋণ পরিশোধ শুরু হয়েছে। তবে মেট্রোরেল ছাড়া অন্য প্রকল্পগুলো এখনো প্রত্যাশিত আয় দিতে পারছে না। কর্ণফুলী টানেল ও পদ্মা সেতু রেল প্রকল্প থেকে যে আয় হচ্ছে, তা দিয়ে রক্ষণাবেক্ষণের খরচই কষ্টে মেটানো যাচ্ছে। ফলে এসব প্রকল্পের ঋণ সরকারকে নিজস্ব তহবিল থেকে পরিশোধ করতে হচ্ছে। বিদায়ী ২০২৪২৫ অর্থবছরে ইতিহাসের সর্বোচ্চ ৪০৯ কোটি ডলার ঋণ পরিশোধ করেছে বাংলাদেশ। আগের দুই অর্থবছরে এ পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ৩৩৫ কোটি ও ২৬৭ কোটি ডলার।

এদিকে বাজারভিত্তিক ঋণের সুদের হারও বেড়েছে। ইউক্রেনরাশিয়া যুদ্ধের প্রভাবে আন্তর্জাতিক বাজারে সিকিউরড ওভারনাইট ফিন্যান্সিং রেট এখন ৫ শতাংশের ওপরে, যেখানে যুদ্ধের আগে এটি ছিল ১ শতাংশের নিচে। ফলে জাইকা, এডিবি ও অন্যান্য বাণিজ্যিক উৎস থেকে নেওয়া ঋণের ব্যয়ও অনেক বেড়ে গেছে।

এ বিষয়ে বিশ্বব্যাংকের ঢাকা অফিসের সাবেক মুখ্য অর্থনীতিবিদ ড. জাহিদ হোসেন বলেন, আমাদের বৈদেশিক ঋণ যেমন বাড়ছে, তেমনি পরিশোধের চাপও দ্রুত বাড়ছে। আগামী দুতিন বছরের মধ্যে ঋণ পরিশোধের পরিমাণ ৫ থেকে ৬ বিলিয়ন ডলার ছাড়িয়ে যেতে পারে। রাজস্ব আদায় না বাড়লে এবং রপ্তানি ও রেমিট্যান্সের প্রবাহ বৃদ্ধি না পেলে এই ঋণচাপ অর্থনীতিতে বড় ধরনের দুর্দশা সৃষ্টি করবে।

অনলাইনে পরিচয়
পড়তে স্ক্যান করুন

পরিচয় এর ৩৩ বছর পূর্তি
প্রকাশনার ৩৩ বছর পূর্তি উপলক্ষে সকল পাঠক, পৃষ্ঠপোষক, বিজ্ঞাপনদাতা ও শুভানুধ্যায়ীদের আন্তরিক শুভেচ্ছা ও কৃতজ্ঞতা
– সম্পাদক

37-12, 75th Street, Suite 204, Jackson Heights, NY 11372
Tel: 718.607.7014 | Fax: 718.559.4835
Email: parichoyny@gmail.com | web: www.parichoy.com

ওকাসিওকে জ্যাকসন হাইটসে

৫৮ পৃষ্ঠার পর

কর্টেজ, এমন গুঞ্জনের মধ্যে তার সঙ্গে মধ্যাহ্নভোজ করেন নবনির্বাচিত মেয়র। যদিও এ বিষয়ে মধ্যাহ্ন ভোজে কোন আলাপ হয়েছে কিনা এমন প্রশ্নের উত্তর এড়িয়ে গেছেন দুজনই।

যে কয়জন ডেমোক্র্যাট নেতা শুরু থেকে দলীয় মেয়র পদপ্রার্থী হিসেবে জোহরান মামদানিকে সমর্থন দিয়ে আসছিলেন, তাঁদের একজন ওকাসিও-কর্টেজ। ডেমোক্র্যাট হয়েও সিনেটর চাক শুমার জোহান মামদানীকে সমর্ণ করেননি মেয়র নির্বাচনে।

অতিথি আপ্যায়নে মধ্যাহ্নভোজের আয়োজনে কী কী খাবার ছিল, তার কয়েকটি ছবি জোহরান মামদানি নিজেই সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্সে পোস্ট করেছেন। নিজের এক্স অ্যাকাউন্ট থেকে পোস্ট করা ওই ছবি মুহূর্তে ভাইরাল হয়ে যায়।

ছবিতে দেখা যায়, ওকাসিও-কর্টেজ ও জোহরান চা পান করছেন। থালায় সাজানো মোমো ও আলুর দম। পাশেই পনির টিক্কার মতো দেখতে একটি খাবার এবং বাও (একধরনের নরম, সাদা, ভাপানো পুরভরা বান রুটি)। এসব খাবার দক্ষিণ এশীয় ঐতিহ্য বহন করে।

যে রেস্তোরাঁয় বসে তাঁরা মধ্যাহ্নভোজ করেছেন, সেটির নাম ‘লালিগুরাস বিস্ট্রো’। রেস্তোরাঁটি নিউইয়র্কের কুইন্সের জ্যাকসন হাইটসে অবস্থিত।

লালিগুরাস নেপালি শব্দ। এটি লাল রঙের রডোডেনড্রন। নেপালের জাতীয় ফুল ‘লালিগুরাস’।

ওকাসিও-কর্টেজের সঙ্গে মধ্যাহ্নভোজের ছবি পোস্ট করে জোহরান লেখেন, ‘আপনাদের নির্বাচিত মেয়র হিসেবে প্রথম দিনের ব্যস্ততা: ভোরে সাক্ষাৎকার, ট্রানজিশন দল ঘোষণা এবং একাধিক বৈঠক। এর সব বিষয়ে আরও কিছু বলব আগামীকাল। তবে দিনের বিশেষ মুহূর্ত ছিল জ্যাকসন হাইটসের লালিগুরাস বিস্ট্রোতে আমার কংগ্রেসওম্যান আলেকজান্দ্রিয়া ওকাসিও-কোর্টেজের সঙ্গে মধ্যাহ্নভোজন।’

৬ নভেম্বর বৃহস্পতিবার সকাল ৬টা ৪৫ মিনিটে তিনি এক্সে এ পোস্ট দেন। কয়েক ঘণ্টার মধ্যে ২১ লাখের বেশি মানুষ ওই পোস্ট দেখেছেন। এ সংখ্যা এখনো হু হু করে বাড়ছে।

সিলেটের হাওড়'র মাছের সেল চলছে জ্যাকসন হাইটসের 'ফুড ডাইনেস্টি'তে

পরিচয় ডেস্ক: সিলেট থেকে সরাসরি আমদানী করা হাওড় এর মাছ এখন পাওয়া যাচ্ছে জ্যাকসন হাইটসের ৩৭ এভিনিউ এবং ৭৫ স্ট্রিটে অবস্থিত বাংলাদেশী-আমেরিকান মালিকানাধীন বিশাল সুপার মার্কেট 'ফুড ডাইনেস্টি'তে। গত কয়েক বছর যাবত সুলভে রকমারী পন্য, হালার মাংস ও হিমায়িত মাছ ও নিত্য প্রয়োজনীয় গ্রোসারী সরবরাহে গ্রাহক সন্তুষ্টি ও জনপ্রিয়তা অর্জনকারী সুসজ্জিত 'ফুড ডাইনেস্টি'তে এখন চলছে সিলেট থেকে সরাসরি আমদানী করা হাওড় এর মাছ এর বিশাল সেল।

'ফুড ডাইনেস্টি'র ডিরেক্টর মিজানুর রহমান মিজান জানান, ১৭ অক্টোবর থেকে ২০ নভেম্বর পর্যন্ত আমরা মাছের এই সুবিশার সেল চলছে । সিলেটের হাওড় এর সুস্বাদু কাতল মাছ বর্তমানে ২.৪৯ পাউন্ড, কৈ মাছ ৪.৯৯ (৫০০ গ্রাম), কালি বাউশ প্রতি পাউন্ড ৩.৯৯, মৃগেল মাছ ২.৯৯ পাউন্ড, রুই মাছ ২.৯৯ প্রতি পাউন্ড, গ্রাস কার্ভ ২,৯৯ পাউন্ড মূল্যে বিক্রয় করা হচ্ছে। এছাড়া বাটা মাছ, মলা মাছ, কৈ মাছের হিমায়িত প্যাকেট করা বিভিন্ন সাইজের মাছও বিক্রি করা হয়।

মিজানুর রহমান মিজান আরো জানান, মায়ানমার কিংবা থাইল্যান্ডের মাছ নয়, কেবল সিলেটের হাওরের মাছ নিজস্ব উদ্যাগে ও ব্যবস্থাপনায় সরাসরি আমদানী করে 'ফুড ডাইনেস্টি'র মাছের এলাকা সাজানো হয়েছে কেবল গ্রাহক সন্তুষ্টির জন্য।

মিজানুর রহমান মিজান জ্যাকসন হাইটসসহ নিউ ইয়র্কের বিভিন্ন এলাকা ও আশেপাশের ষ্টেট থেকে আসা বাংলাদেশীদের জ্যাকসন হা্ইটসের ৩৭ এভিনিউর উপর, ৭৫ ও ৭৬ ষ্ট্রীটের মাঝে অবস্থিত 'ফুড ডাইনেস্টি'র আমন্ত্রণ জানিয়েছেন।

বিস্তারিত জানতে ৭১৮-৭৭৯-২০৭৭ নম্বরে যোগাযোগ করা যেতে পারে।

বর্ণাঢ্য আয়োজনে বাংলাদেশ সোসাইটি'র সুবর্ণ জয়ন্তী উদযাপন

প্রবাসী বাংলাদেশীদেরকে এক ছাতার নিচে ঐক্যবদ্ধ করার প্রত্যয়

পরিচয় ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্র প্রবাসী বাংলাদেশীদেরকে এক ছাতার নিচে ঐক্যবদ্ধ করে শক্তিশালী কমিউনিটি গড়ার মধ্যদিয়ে প্রত্যয়ে উদযাপিত হলো 'প্রবাসী বাংলাদেশীদের আমব্রেলা সংগঠন' হিসেবে পরিচিত বাংলাদেশ সোসাইটি'র ৫০ বছর পূর্তী অর্থাৎ সুবর্ণ জয়ন্তী। কমিউনিটির উন্নয়ন আর কল্যাণে ১৯৭৫ সালে প্রতিষ্ঠিত ঐতিহ্যবাহী সোসাইটির সুবর্ণ জয়ন্তী উৎসব অনুষ্ঠান গত ২ নভেম্বর রোববার বিকেলে নিউইয়র্কের কুইন্সের অভিজাত ব্যাঙ্কুয়েট হল 'টেরেস অন দ্য পার্ক'-এ আয়োজন করা হয়। উৎসবের দীর্ঘ সাত ঘন্টার অনুষ্ঠানমালার মধ্যে ছিলো আলোচনা সভা, পরিচিত পর্ব, গুণীজনদের সম্মাননা, স্মৃতিচারণ এবং জনপ্রিয় শিল্পীবৃন্দের পরিবেশনায় মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। অনুষ্ঠানে জ্যামাইকায় ৪.৯ মিলিয়ন ডলার মূল্যের বাংলাদেশ ভবন ক্রয়ের চুক্তি স্বাক্ষর সম্পন্ন করার মাধ্যমে স্বপ্নের প্রকল্পটি সম্পূর্ণ করতে সবার সহযোগিতা কামনা করা হয়।

তবে অনুষ্ঠান আয়োজনে সোসাইটির কর্মকর্তাদের আন্তরিকতার ঘটতি না থাকলেও ছিলো অগোছালো- এমন অভিযোগ অনেকেরই। পাশাপাশি অপ্রত্যাশিত 'হাতাহাতি আর ধাক্কাধাক্কি'র মতো ছোট ঘটনায় 'অপ্রীতিকর পরিস্থিতি' অনুষ্ঠানের অর্জনকে ম্লান করে দেয়। অনুষ্ঠানটি উপলক্ষ্যে 'অগ্রপথিক' শীর্ষক একটি আকর্ষনীয় ও তথ্যবহুল একটি স্মরণিকা প্রকাশ করা হয়।

বিকেলে 'টেরেস অন দ্য পার্ক'-এ প্রধান গেটের সমানে ঢাক-ঢোল পিটিয়ে রং বে রং এর বেলুন উড়িয়ে আর ফিতা কেটে বাংলাদেশ সোসাইটি'র ৫০ বছর পূর্তী অর্থাৎ সুবর্ণ জয়ন্তী' অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করা হয়। এরপর ভিতরে মূল মঞ্চে শুরু হয় অনুষ্ঠানমালা। মূল মঞ্চে কাটা হয় ৫০ বর্ষপুর্তির কেক।

পবিত্র কোরআন থেকে তেলাওয়াত, গীতা পাঠ আর বাংলাদেশ ও যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় সঙ্গীত পরিবেশনের মধ্যদিয়ে অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। এরপর বা

য়ান্নর ভাষা আন্দোলন ও একাত্তরের মহান মুক্তিযুদ্ধে শহীদদের স্মরণে দাঁড়িয়ে এক মিনিট নিরবতা পালন করা হয়। এছাড়াও সংগঠনের প্রয়াত সকল কর্মকর্তার গভীল শ্রদ্ধায় স্মরণ করার পাশাপাশি তাদের বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনায় বিশেষ মোনাজাত করা হয়। কোরঅঅন থেকে তেলাওয়াত ও মোনাজাত পরিচালনা করেন সংগঠনের সমাজকল্যাণ সম্পাদক জামিল আনসারী এবং গীতা থেকে পাঠ করেন প্রশান্ত।

অনুষ্ঠানে 'আমি বাংলায় গান গাই' গানের সাথে উদ্বোধনী নৃত্য পরিবেশন করে প্রবাসের অন্যতম জনপ্রিয় সাংস্কৃতিক সংগঠন 'নৃত্যাঞ্জলি'র শিল্পীরা। এরপর স্বাগত বক্তব্য রাখেন সুবর্ণ জয়ন্তী উৎসবের আহবায়ক এবং বাংলাদেশ সোসাইটির সিনিয়র সহ সভাপতি মহিউদ্দিন দেওয়ান। পরবর্তীতে বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিশেষ অবদানের জন্যে ৬ জন বিশিষ্ট ব্যক্তি ও ও প্রতিষ্ঠানকে 'সোসাইটির অ্যাওয়ার্ড' প্রদান করা হয়। তারা হলেন- সমাজ কর্মে বাংলাদেশ সোসাইটির সাবেক সভাপতি 'কোভিড হিরো' মরহুম কামাল আহমেদ, সাংবাদিকতায় সৈয়দ মোহাম্মদ উল্লাহ, ক্রীড়ায় সাইদুর রহমান ডন, সংগঠক কাজী আজহারুল হক মিলন, সংস্কৃ তিক সংগঠক সেলিমা আশরাফ, শিক্ষা বিস্তারে মোশারফ হোসেন খান চৌধুরী এবং পরোপকারী প্রতিষ্ঠান হিসাবে 'দ্য অপটিমিস্ট ইনকর্পোরেটেড'-কে সম্মাননা জানানো হয়। অনুষ্ঠানে মরহুম কামাল আহমেদ-এর অ্যাওয়ার্ড গ্রহণ করেন তার কন্যা রুমানা আহমেদ। সোসাইটির কর্মকর্তারা সংশ্লিস্টদের হাতে এসব অ্যাওয়ার্ড হস্তান্তর করেন।

অনুষ্ঠানে কমিউনিটি সেবায় বিশেষ অবদানের জন্যে নিউইয়র্ক স্টেট অ্যাসেম্বলী মেম্বার জেনিফার রাজকুমার বাংলাদেশ সোসাইটি এবং এর শীর্ষ কর্মকর্তাদেরকে বিশেষ সম্মাননা স্মারক প্রদান করেন। এছাড়াও কুইন্স বরো প্রেসিডেন্টের অফিস থেকেও সাইটেশন প্রদান করা হয়।

সুবর্ণ জয়ন্তীর অনুষ্ঠানের নিউইয়র্ক ষ্টেট সিনেটর জন সি ল্যু ও স্টিভেন রাগা, ষ্টেট অ্যাসেম্বলীওম্যান জেনিফার রাজকুমার সহ অনুষ্ঠানের বিভিন্ন পর্বে বক্তব্য রাখেন সুবর্ণ জয়ন্তী উদযাপন কমিটির প্রধান উপদেষ্টা ও সোসাইটির সাবেক সভাপতি ডা. মোহাম্মদ হামিদুজ্জামান, সুবর্ণ জয়ন্তী উদযাপন কমিটির চেয়ারম্যান ও সাবেক সভাপতি ডা. মইনুল ইসলাম মিয়া, সোসাইটি'র বোর্ড অব ট্রাষ্টীর চেয়ারম্যান শাহ এম নেওয়াজ, সভাপতি আতাউর রহমান সেলিম, সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ আলী, সহ সভাপতি ও উদযাপন কমিটির যুগ্ম আহবায়ক কামরুজ্জামান কামরুল, সহ সম্পাদক ও উদযাপন কমিটির সদস্য সচিব আবুল কালাম ভূইয়া, প্রধান সমন্বয়কারী হারুন উর রশীদ সহ অন্যান্য কর্মকর্তা। এছাড়াও কুইন্স বরো প্রেসিডেন্টর প্রতিনিধি ইঞ্জিনিয়ার মোহাম্মদ সাদেক সহ নতুন প্রজন্মের চারজন প্রতিনিধি বক্তব্য রাখেন। নতুন প্রজন্মের প্রতিনিধিদের অনুভূতি ব্যক্ত করার পর্বটি সকলের দৃষ্টি কাড়ে। এদের মধ্যে ছিলেন- হার্ভার্ড-এর গ্র্যাজুয়েট নামিরা মেহেদি এবং ভিক্টর ঘোষ, সেন্ট জোন্স ইউনিভার্সিটি থেকে ব্যবসা-প্রশাসনে উচ্চতর ডিগ্রি ছাড়াও যুক্তরাষ্ট্র সেনাবাহিনীর লেফটেন্যান্ট হিসেবে গ্র্যাজুয়েশন করা আনিকা জেবা ও শেখ আনাম। এসময় তারা তাদের বক্তব্যে যুক্তরাষ্ট্রে বেড়ে উঠা এবং বাংলাদেশী মা-বাবার ঐতিহ্যবাহী বাঙালী সংস্কৃতি লালন ও বিকাশের কথা তুলে ধরেন। অনুষ্ঠানে নতুন প্রজন্মের প্রতিনিধিদেরকে সোসাইটির পক্ষ থেকে সম্মাণনা প্রদান করা হয়। অনুষ্ঠানে প্রয়াত পুলিশ অফিসার বাংলাদেশী-আমেরিকান দিদারের পরিবারকেও সম্মাণনা জানানো হয়।

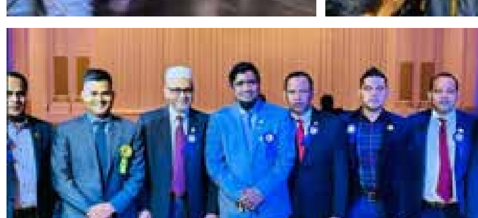

অনুষ্ঠানে স্মৃতিচারণ করেন সোসাইটির সাবেক সভাপতি ডা. এম বিল্লাহ, সাবেক সাধারণ সম্পাদক ফখরুল আলম, সাবেক ভারপ্রাপ্ত সভাপতি আব্দুর রহিম হাওলাদার প্রমুখ। জনপ্রিয় শিল্পীদের পরিবেশনায় মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে সঙ্গীত পরিবেশন করেন বাংলাদেশের জনপ্রিয় কণ্ঠশিল্পী বাদশা বুলবুল, কালা মিয়া ও প্রতীক হাসান, প্রবাসের জনপ্রিয় শিল্পী রানো নেওয়াজ, শাহ মাহবুব, অনিক রাজ, কামরুজ্জামান বকুল, হাসান নীলু প্রমুখ। বাংলাদেশ সোসাইটির সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ আলীর সহযোগিতায় সমগ্র অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন প্রবাসের জনপ্রিয় উপস্থাপিকা শারমিনা সিরাজ সোনিয়া।

অনুষ্ঠানে বক্তারা সোসাইটির ৫০ বছরপূর্তী উৎসব আয়োজনের জন্য বর্তমান কার্যকরী পরিষদের কর্মকর্তাদের ধন্যবাদ জানান এবং সোসাইটির দীর্ঘ পথযাত্রার বিভিন্ন দিক তুলে ধরেন। বলেন, বাংলাদেশ সোসাইটির আজ যুক্তরাষ্ট্র প্রবাসী বাংলাদেশীদের গর্ব, ঐক্যর প্রতীক। বক্তারা বলেন, সোসাইটি সবসময়ই প্রবাসে বাংলাদেশের শিল্প, সংস্কৃতি, ঐতিহ্য ও মূল্যবোধ রক্ষায় অগ্রণী ভূমিকা পালন করে আসছে। নতুন প্রজন্ম এই ঐতিহ্য ধারণ করে আরো আধুনিক ও কার্যকর বাংলাদেশ সোসাইটি গড়ে তুলবে, যা শুধু প্রবাসে নয়, আন্তর্জাতিক অঙ্গনেও বাংলাদেশী কমিউনিটির মর্যাদা বৃদ্ধি করবে- এমন প্রত্যাশা করে বক্তারা বলেন, এজন্য নতুন প্রজন্মকে আরো বেশী করে সোসাইটিরসাথে সোসাইটির কর্মকান্ডের সাথে সম্পৃক্ত করতে হবে।

সভাপতি আতাউর রহমান সেলিম তার বক্তব্যে দেশপ্রেমের শক্তিতে বলিয়ান হয়ে ঐক্য আর ভালবাসায় বাংলাদেশ সোসাইটিকে আরো এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য সবার প্রতি আবাান জানান এবং আগামী প্রজন্মের জন্য এক উজ্জ্বল ও গর্বিত সোসাইটি গড়ার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন। অনুষ্ঠানটি সফল করায় তিনি সোসাইটির বর্তমান ও সাবেক কর্মকর্তা সহ সকলের প্রতি কৃ তজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

সোসাইটির বোর্ড অব ট্রাস্টির চেয়ারম্যান শাহ নেওয়াজ বলেন, অর্ধ শতাব্দীর পথ পেরিয়ে বাংলাদেশ সোসাইটি আজ এমন এক অবস্থানে পৌছেছে, যা আমাদের সকলের গর্ব এবং ভালোবাসার প্রতীক। পঞ্চাশ বছরের এই যাত্রা শুধু একটি সংগঠনের নয়, এটি সকল প্রবাসীর সম্মিলিত সাফল্যের গল্প। তিনি সকল প্রবাসী বাংলাদেশীকে ঐক্যবদ্ধ থেকে সোসাইটিকে আরো শক্তিশালী করার উদাত্ত আহ্বান এবং বাংলাদেশ সোসাইটি ভবন ক্রয়ের চুক্তির কথা জানান।

সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ আলী বলেন, সোসাইটির সুবর্ণজয়ন্তী অনুষ্ঠান সংগঠনটিকে শতবর্ষ উদযাপনের ভিত্তি হিসেবে প্রেরণার জুগাবে। সোসাইটি একদিন কমিউনিটির গন্ডি পেরিয়ে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে বাংলাদেশীদের মর্যাদা বৃদ্ধি করবে। অনুষ্ঠানটি সফল করায় তিনি তিনিও সংশ্লিস্ট সকলের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

বাংলাদেশ সোসাইটির ৫০ বছরপূর্তি উৎসবকে স্মরণীয় করে রাখতে 'অগ্রপথিক' শীর্ষক একটি স্মরণিকা প্রকাশ করা হয়। এটি সম্পাদনা করেছেন সংগঠনের সাহিত্য সম্পাদক আখতার বাবুল। ব্যবস্থাপনা সম্পাদক ছিলেন সংগঠনের প্রচার সম্পাদক রিজু মোহাম্মদ।

অনুষ্ঠানে জেলা ভিত্তিক বিভিন্ন সংগঠন, কমিউনিটি অ্যাক্টিভিষ্ট সহ বিপুল সংখ্যক প্রবাসী অংশ নেয়।

অনুষ্ঠানে বিশিষ্টজনদের মধ্যে ছিলেন ঠিকানা গ্রুপের চেয়ারম্যান ও সাবেক সংসদ সদস্য এম. এম. শাহীন, সোসাইটির সাবেক সভাপতি আবদুর রব মিয়া, মুজিব-উর রহমান ও নার্গিস আহমেদ, বোর্ড অফ ট্রাষ্টির সদস্য আজিমুর রহমান বুরহান, নাঈম টুটুল, ডা. এনামুল হক, ফখরুল ইসলাম দেলোয়ার,সাবেক সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ হোসেন খান, রানা ফেরদৌস চৌধুরী ও রুহুল আমীন সিদ্দিকী, সাবেক সহসভাপতি সউদ চৌধুরী, ফোবানা'র চেয়ারপারসন, বিশিষ্ট রাজনীতিক ও ব্যবসায়ী গিয়াস আহমেদ, ফোবানার সাবেক কনভেনর আবু যুবায়ের দারা, আমেরিকান ইন্টারন্যাশনাল বার অ্যাসোসিয়েশনের পরিচালক ও ডেমক্র্যাটিক পার্টির ডিস্ট্রিক্ট লিডার এ্যাট লার্জ এটর্নী মঈন চৌধুরী, বাংলাদেশ সোসাইটির আজীবন সদস্য ও মূলধারার রাজনীতিক বিশিষ্ট ব্যবসায়ী আকতার হোসেন বাদল, বিএনপি নেতা মোহাম্মদ গিয়াস উদ্দিন, বিশিস্ট ব্যবসায়ী আবুল ফজল দিদারুল ইসলাম, খলিল গ্রুপের খলিলুর রহমান, এম্পায়ার কেয়ার এজেন্সির সিইও নুরুল আজিম, মর্টগেজ প্রতিষ্ঠান মিডোব্রুকের ব্রাঞ্চ ম্যানেজার আকিব হোসেন, কার্যকরী কমিটির সাবেক সদস্য ফারহানা চৌধুরী,আবাসন ব্যবসায়ী মোর্শেদা জামান, নবাবগঞ্জ সমিতির সভাপতি উজ্জল বিপুল প্রমুখ। নৈশ ভোজেরর মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘটে। বাংলাদেশ সোসাইটির ৫০ বছরপূর্তি উৎসব সফল করতে সভাপতি আতাউর রহমান সেলিম ও সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ আলী ছাড়াও সার্বিক সহযোগিতায় ছিলেন- সিনিয়র সহ-সভাপতি মহিউদ্দিন দেওয়ান, সহ-সভাপতি কামরুজ্জামান কামরুল, সহ সাধারণ সম্পাদক আবুল কালাম ভুইয়া, কোষাধ্যক্ষ মফিজুল ইসলাম ভূঁইয়া রুমি, সাংগঠনিক সম্পাদক ডিউক খান, সাংস্কৃতিক সম্পাদক অনিক রাজ, সমাজকল্যাণ সম্পাদক জামিল আনসারী, ক্রীড়া ও আপ্যায়ন সম্পাদক আশ্রাব আলী খান লিটন, স্কুল ও শিক্ষা সম্পাদক মোহাম্মদ হাসান জিলানী, কার্যকরী সদস্য যথাক্রমে হারুন অর রশিদ, জাহাঙ্গীর শহীদ সোহরাওয়ার্দী, মোহাম্মদ সিদ্দিক পাটোয়ারী, আবুল কাশেম চৌধুরী, মুনসুর আহমদ ও হাছান খান। খবর ইউএনএ'র।

GOLDEN AGE
HOME CARE

আমরা শীর্ষস্থানীয় PCA HOME CARE
সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান

PCA HOME CARE সেবা নিতে চান?
আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন

আমরা HHA/PCA সার্টিফিকেট প্রদান করে,
আপনাকে HOME CARE সার্ভিস -এ এনরোল
করে নেব এবং সব সধরনের সেবা প্রদান করবো

Please Contact

Shah Nawaz MBA
President & CEO
GOLDEN AGE HOME CARE INC.

Tel: 718-775-7852
Cell: 646-591-8396 Text: 646-591-8396
Email: shah@goldenagehomecare.com

Design by: ihopeprint.com, 929-538-7903

JACKSON HTS OFFICE
71-24 35th Avenue
Jackson Heights, NY 11372
Ph: 718-775-7852, Fax: 917-396-4115

BRONX OFFICE
3789 East Tremont Avenue
Bronx, NY 10465
Ph: 347-449-5983, Fax: 347-275-9834

HILLSIDE AVE. OFFICE
170-18A Hillside Ave Jamaica, NY 11432
Ph: 718-530-1820, Fax: 917-396-4115

BROOKLYN OFFICE
516 McDonald Ave Brooklyn, NY 11218
Ph: 718-540-8870, Fax: 917-396-4115

Email: info@goldenagehomecare.com | www.goldenagehomecare.com

পরিচয় PARICHOY
PUBLISHED FROM NEW YORK
Issue 1654, Saturday, November 08, 2025

ট্রাম্পের নজর এবার নিউইয়র্ক ষ্টেটের নিয়ন্ত্রণ, গভর্নর পদে লড়বেন তাঁর ঘনিষ্ঠ এলিস স্টেফানিক

পরিচয় ডেস্ক: নিউইয়র্ক নগরের মেয়র নির্বাচনে জোহরান মামদানির কাছে তাঁর সমর্থিত প্রার্থী অ্যান্ড্রু কুমোর পরাজয়কে যেন মেনে নিতে পারছেন না প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। তাই তিনি এবার নিউইয়র্ক রাজ্যের নিয়ন্ত্রণ নিতে মরিয়া। এ কারণেই কিনা তাঁর ঘনিষ্ঠ রিপাবলিকান কংগ্রেসওম্যান (প্রতিনিধি পরিষদের সদস্য) এলিস স্টেফানিক নিউইয়র্ক রাজ্যের গভর্নর পদে লড়াইয়ের আনুষ্ঠানিক ঘোষণা দিলেন।

২০২৬ সালের নভেম্বরে এই রাজ্যে গভর্নর পদে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। এই নির্বাচনে তাঁর সম্ভাব্য প্রতিদ্বন্দ্বী বর্তমান ডেমোক্রেটিক দলীয় গভর্নর ক্যাথি হচুল।

নিজের নির্বাচনী লড়াইয়ে নামার ঘোষণা দিয়ে স্টেফানিক সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ‘এক্স’এ (সাবেক টুইটার) ক্যাথি হচুলকে ‘যুক্তরাষ্ট্রের সবচেয়ে বাজে গভর্নর’ বলে আখ্যায়িত করেন। তিনি অভিযোগ করেন, হচুলের ব্যর্থ নেতৃত্বের কারণে নিউইয়র্ক বর্তমানে ‘দেশের সবচেয়ে ব্যয়বহুল রাজ্যে’ পরিণত বাকি অংশ ৫২ পৃষ্ঠায়

ডায়াবেটিস, স্থূলতা ও হৃদ্‌রোগ থাকলে বাতিল হতে পারে যুক্তরাষ্ট্রের ভিসার আবেদন

পরিচয় ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রে ভ্রমণ ও সবাসের জন্য ভিসাপ্রার্থীদের মধ্যে যাঁদের ডায়াবেটিস বা স্থূলতার মতো স্বাস্থ্য সমস্যা আছে, তাঁদের আবেদন বাতিল হতে পারেড়এমন একটি নির্দেশনা জারি করেছে ডোনাল্ড ট্রাম্প প্রশাসন। গত বৃহস্পতিবার (৬ নভেম্বর) মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তর (স্টেট ডিপার্টমেন্ট) নতুন এ নির্দেশিকা জারি করে, যেখানে বলা হয়েছে, এ ধরনের স্বাস্থ্য সমস্যায় আক্রান্ত আবেদনকারীরা যুক্তরাষ্ট্রের জন্য ‘পাবলিক চার্জ’ বা অর্থনৈতিকভাবে বোঝা হয়ে উঠতে পারেন এবং রাষ্ট্রীয় সম্পদ ক্ষয় করতে পারেন। তাই যুক্তরাষ্ট্রে আসার আগে এসব বিষয় যাচাই করতে হবে।

ওয়াশিংটনভিত্তিক সংবাদমাধ্যম কেএফএফ হেলথ নিউজের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, এ নির্দেশনা মার্কিন দূতাবাস ও বাকি অংশ ৫২ পৃষ্ঠায়

৮০ হাজার নন-ইমিগ্র্যান্ট ভিসা বাতিল করেছে ট্রাম্প প্রশাসন

পরিচয় ডেস্ক: প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প প্রশাসন শপথ নেওয়ার পর থেকে প্রায় ৮০ হাজার অ-অভিবাসী (নন-ইমিগ্র্যান্ট) ভিসা বাতিল করেছে। বাকি অংশ ৫২ পৃষ্ঠায়

যুক্তরাষ্ট্রে গরুর মাংসের দামে রেকর্ড, তদন্তের নির্দেশ ট্রাম্পের

পরিচয় ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রের মাংস প্রক্রিয়াজাত (মিটপ্যাকিং) কম্পানিগুলো গরুর মাংসের দাম বাড়াতে কারসাজি করছে বলে অভিযোগ করেছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। যুক্তরাষ্ট্রে গরুর মাংসের দাম রেকর্ড ছাড়িয়েছে।

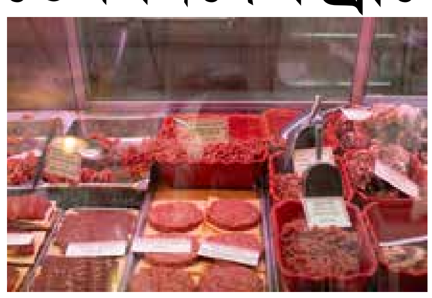

অ্যাটর্নি জেনারেল পাম বন্ডি এক এক্স পোস্টে বলেছেন, এ বিষয়ে তদন্ত চলছে। কৃষি সচিব ব্রুক রোলিন্স এবং সহকারী অ্যাটর্নি জেনারেল গেইল স্লেটার এটি পরিচালনা করছেন।

স্লেটার বিচার বিভাগের অ্যান্টিট্রাস্ট বিভাগের নেতৃত্ব দেন। যে বিভাগ পণ্যের মূল্য নির্ধারণ এবং প্রতিযোগিতার বিষয়ে তদন্ত করে।

যুক্তরাষ্ট্রে চারটি বড় কম্পানি (টাইসন ফুডস, কারগিল, জেবিএস ইউএসএ এবং ন্যাশনাল বিফ প্যাকিং কম্পানি) দেশটির ৮৫ শতাংশ গরুর মাংস প্রক্রিয়াজাত করে, যা বাকি অংশ ৫২ পৃষ্ঠায়

ক্যাফেইন যেভাবে মাথাব্যথা উপশমে কাজ করে

পরিচয় ডেস্ক: প্রেসডা. মনরোর মতে সীমিত মাত্রায় ক্যাফেইন গ্রহণ করলে উপকার হতে পারে। তবে, প্রতিদিন অতিরিক্ত ক্যাফেইন গ্রহণ মাথাব্যথার কারণ হতে পারে এবং হঠাৎ বন্ধ করলে ‘উইথড্রয়াল হেডেক’-এর ঝুঁকি থাকে। মাথাব্যথা এমন এক সাধারণ সমস্যা, যাতে প্রায় সবাই কোনো না কোনো সময় কষ্ট পায়। এটি কখনও কয়েক মিনিট, আবার কখনও কয়েক দিন স্থায়ী হতে পারে। ব্যথা হতে পারে তীব্র, মৃদু বা ছুরিকাঘাতের মতো। ব্যাথা কখনো কখনো কপাল, মুখমণ্ডল বা ঘাড় পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ে।

বিবিসির ‘হোয়াটস আপ ডকস’- পডকাস্টের উপস্থাপক ডা. জ্যান্ড ভ্যান টুলেকেন বলেন, তিনি প্রায় মাসে একবার মাথাব্যথায় আক্রান্ত হন। তার মতে, ‘মনে হয় কেউ চোখের মণির ভেতর ড্রিল করছে।’

ন্যাশনাল মাইগ্রেন সেন্টারের বিশেষজ্ঞ ডা. ক্যাটি মনরো বলেন, মাথাব্যথা হলে ভয় পাওয়ার কিছু নেই, বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই এটি গুরুতর কোনো কারণে হয় না। বাকি অংশ ৫২ পৃষ্ঠায়

ওকাসিওকে জ্যাকসন হাইটসে আপ্যায়ন করলেন মামদানি, সিনেটর শুমারের বিরুদ্ধে লড়াইর গুঞ্জন

পরিচয় ডেস্ক: নিউইয়র্কের মেয়র নির্বাচিত হওয়ার পরদিন থেকেই ক্ষমতা গ্রহণের প্রক্রিয়া শুরুর কাজে ব্যস্ত সময় পার করেছেন জোহরান মামদানি। ব্যস্ততার মধ্যেই গত বুধবার ৫ নভেম্বর দুপুরে নিউ ইয়র্ক এর সিনেটর চাক শুমারের বিরুদ্ধে আহামী বছর প্রাইমারীতে লড়তে পারেন ডেমোক্র্যাটিক সোশালিষ্ট কংগ্রেস সদস্য আলেকজান্দ্রিয়া ওকাসিও- বাকি অংশ ৫৪ পৃষ্ঠায়

প্রিন্টে গ্রাহক কমলেও ডিজিটালে বিপুল মুনাফা করেছে নিউইয়র্ক টাইমস

পরিচয় ডেস্ক: দ্য নিউইয়র্ক টাইমস কোম্পানির অধীনে পরিচালিত হয় বিখ্যাত সংবাদপত্র দ্য নিউইয়র্ক টাইমস। এই কোম্পানি তাদের সর্বশেষ ত্রৈমাসিক আর্থিক প্রতিবেদনে ডিজিটাল সাবস্ক্রিপশন এবং অনলাইন বিজ্ঞাপনে অভূতপূর্ব উল্লম্ফনের খবর জানিয়েছে। গত বুধবার প্রকাশিত আর্থিক প্রতিবেদন অনুযায়ী, কোম্পানির সমন্বিত বাকি অংশ ৫২ পৃষ্ঠায়